বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

ওয়েস্টার্ন

শেষ জংশন

কাজী মায়মুর হোসেন

সুবা প্রকাশনা
SUVOM

SUVOM

ওয়েস্টার্ন
শেষ জংশন
কাজী মায়মুর হোসেন

একই দিনে আলাদা সময়ে ফুলটন শহরে প্রবেশ করল তিনজন লোক। তাদের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল রয়েছে। তিনজনই তারা অস্ত্রের জোরে বেঁচে আছে। তাদের একজন প্রাক্তন আউট-ল, একজন জেদী এক প্রাক্তন রেঞ্জার আর তৃতীয়জন ভীষণ চতুর এক ভাড়াটে খুনী। একই কাজ করতে ফুলটনে এসেছে তারা একজন মানুষের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে, সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করবে ওরা আইনের শাসন। শুরুতেই বিরোধে জড়িয়ে গেল তিনজন। একের পর এক রহস্যের জাল ছিন্ন করে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের শক্ত ঘাঁটি থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে হবে। কে ভাল কে মন্দ, কে জানে! চারদিকে বিপদ আর রহস্যের বেড়াজাল!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

শেষ জংশন

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8193-5
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সর্বস্বত্ব. লেখকের
প্রথম প্রকাশ: ২০০১
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
SHESH JONGSHAN
A Western Novel
By Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনী

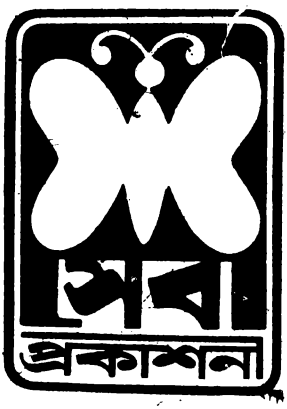

একত্রিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

শেষ জংশন

ওয়েস্টার্ন

শেষ জংশন

কাজী মায়মুর হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ্ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাড়াইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাভার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহ্‌দী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

রাত নেমেছে।

পাথর আর কাঠের বলিষ্ঠ কালো কাঁধ বের করে আছে বার্নটা। ওয়্যাগন আর বাকবোর্ডের চাকার তলায় অত্যাচারিত ধুলোময় উঠানে ঘোড়ার পিঠে বসে তিনজন লোক।

তিনজনই চিন্তামগ্ন।

ওদের মাথার ওপর ঝুলে আছে ওক কাঠের ভারী একটা বীম। ওটার সাহায্যে বার্নের দোতলার গুদামে খড় তোলা হতো। এক হপ্তাও হয়নি ওটাতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে পশ্চিমের কঠোরতম শেরিফ জন ওয়েনকে।

এখন ওই বার্নটাই শুধু আছে উইলকার রবিন্সের ঘোড়ার খামারের। বাড়িটা পুড়ে গেছে, একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে, রয়েছে শুধু পোড়া কাঠ-কয়লা। মাটিতে পড়ে ছিল যে কয়লার গুঁড়ো, গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে প্রায় ধুয়ে গেছে।

উইলকার রবিন্স ছিল শেরিফের বন্ধু।

তিক্ত চোখে বেনন চেয়ে আছে পোড়া বাড়িটার দিকে। লম্বা লোক সে, মেদহীন শরীর, চওড়া কাঁধ। অভিজ্ঞ কেউ একবার চোখ বোলালেই বলে দিতে পারবে ঘোড়ায় চড়ে বেশিরভাগ সময় কাটায় সে। জীবনের প্রতি মায়াটা তার একটু কম। বয়স তার আটাশ, সেই কৈশোর থেকে প্রকৃতি আর নিষ্ঠুর অথচ সভ্য

সমাজের বিরুদ্ধে লড়ে আজও বেঁচে আছে। প্রায় সবসময়েই বিপদের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। মানুষটাই এমন যে একটা বিপদ কাটতে না কাটতেই আরেকটা বিপদে জড়িয়ে পড়ে। এখনও বিপদের দিকেই ছুটে চলেছে রক বেনন, ব্যক্তিগত কারণে বিপদের মুখোমুখি হতে এসেছে। ও এদিকে আসবে জানানোয় ইউ এস মার্শাল অফিস থেকেও ওকে অনুরোধ করা হয়েছে এদিকে কি চলছে জেনে নিয়ে যোগাযোগ করতে। প্রয়োজনে ইউ এস মার্শালরা আসবে শান্তি রক্ষা করতে।

পানিতে ভেজা চুপসানো সিগারে একটা শেষ টান দিল রক বেনন, তারপর টুকরোটা ছুঁড়ে দিল পোড়া বাড়ি লক্ষ্য করে। 'এখান থেকেই আলাদা হয়ে যাব আমরা। আগে তুমি যাবে, জেমস। পুব দিয়ে ঘুরে শহরে ঢুকবে। সময় নেবে পৌঁছুতে। পেকোস বারে থাকবে। ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা করব আমি।'

জেমস ওয়েনও দীর্ঘদেহী, তবে দেহের গড়ন চিকন। চোখ দুটো নেশাখোরের মতো ঢুলুঢুলু। আস্তে করে মাথা দোলাল। স্যাডলে বসে আছে শরীরে ঢিল দিয়ে। ঠোঁটে ঝুলছে সরু একটা সিগার, ওটা জ্বালেনি সে এখনও। ধোঁয়া নয়, তামাকের কড় স্বাদটা তার পছন্দ। বয়স তার প্রায় তিরিশ ছুঁই ছুঁই। চোখে শীতল দৃষ্টি। দাড়িগুলো ধূসর। কোমরে ঝুলছে একটা সিক্সগান। হোলস্টারটা ফিতে দিয়ে উরুর সঙ্গে বাঁধা।

ঘোড়া রাখার করালের পাশ দিয়ে যে রেলটা গেছে সেট মনোযোগ দিয়ে দেখল জেমস ওয়েন। রাত। ছায়াময় এখন বিশ্ব নিচু টিলাসারির সামনে ফুলটন শহরের বাতি আবছা ভাবে দেখ যাচ্ছে, মিটমিট করে জ্বলছে।

হাতের ইশারায় বিদায় নিয়ে নীলচে কালো ঘোড়াটার পেটে স্পার ছোঁয়াল জেমস ওয়েন, ধীর গতিতে ফুলটনের উদ্দেশে রওনা

হয়ে গেল।

লোকটা রেল লাইনের কাছে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বেনন, তারপর এগোল ফুলটনের দিকে। খর্বকায় সঙ্গীকে বলল, 'ওর জন্যে বিশ মিনিট অপেক্ষা করব আমরা। বিশ মিনিট পর দক্ষিণের ট্রেইল ধরবে তুমি, মার্টিন। আগে যেখানে বললাম সেখানেই দেখা হবে আমাদের।'

আস্তে করে নড করল মার্টিন হেড। ছোটখাটো মানুষ সে। বাদামী চুলগুলো পাতলা হয়ে গেছে বয়সের কারণে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু দেখায় আরও অনেক বেশি। লোকটা গানবেল্ট পরেনি, কিন্তু পশ্চিমে খুব কম লোকই আছে যে তাকে ড্রতে হারাতে পারবে। শোল্ডার হোলস্টারে একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন .৩৮ রাখে সে।

মার্টিন হেড একজন প্রাক্তন রেঞ্জার। ক্যানসাস থেকে এসেছে সে এই লোন স্টার অঞ্চলে। স্বল্পভাষী লোক, তবুও কথায় কথায় বলেছে সে আসলে একজন ডেন্টিস্ট ছিল। স্যাডল ক্যান্টলের সঙ্গে বাঁধা কালো ব্যাগে দন্ত চিকিৎসার যন্ত্রপাতি তার সবসময়ে থাকে।

তবে রক বেনন কখনও তাকে চিকিৎসা করতে দেখেনি। তাসে মার্টিন হেডের হাত ভাল, বিশেষ করে পোকারে। অস্ত্রের হাতও দুর্দান্ত। কখন তার মাথায় কি চলছে তা চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। আচার আচরণে সে ভদ্র, মৃদুভাষী। তবে রাগ তার প্রচণ্ড, বিপক্ষকে সতর্ক হওয়ার সুযোগ না দিয়ে মুহূর্তে অগ্নিমূর্তি ধারণ করতে পারে। এক বছরেরও কম সময় রেঞ্জার ছিল সে। লারেডোতে একজন লোককে সে খুন করেছিল তার প্রেমিকার কারণে, তারপর নিজেই রেঞ্জার হেডকোয়ার্টারে রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দেয়।

মার্টিন এখন গম্ভীর হয়ে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে, দেখছে

অপসৃয়মান জেমস ওয়েনকে। রক বেননের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'কিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সেটা জানো তো, বেনন?'

আস্তে করে মাথা দোলাল বেনন। নিচু গলায় বলল, 'টেক্সাসের সবচেয়ে হিংস্র দল ওরা।'

'ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ!' তিক্ত স্বরে বলল মার্টিন, 'জনসন কাউন্টি যুদ্ধে চারজনকে খুন করেছে। মন্ট্যানায় ভেড়া নিয়ে যে গোলমাল চলছিল সেখানে মেরেছে তিনজনকে। আর্পরা তাকে ডজ সিটিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ যেদিন অ্যাবিলিনে পৌঁছুল সেদিনই ব্যাট মাস্টারসন শহর ছেড়ে চলে গেল। বোঝো ব্ল্যাকজ্যাক কতটা শক্ত লোক।'

কোন মন্তব্য করল না বেনন, তাকিয়ে আছে বেঁটে এক সারি টিলার কোলে বসে থাকা ফুলটন শহরের দিকে। ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের কথা ভাবছে না ও, ভাবছে ইউ এস মার্শাল র‍্যানিয়ারের কথা। ওয়েনের মৃত্যু তদন্ত করতে এসেছিল লোকটা। দুই দিন পর একটা সরু অন্ধকার গলিতে তার উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লাশটা পাওয়া যায়, পিঠে দু'বার গুলি করা হয়েছে তাকে।

বেননকে নিশ্চুপ দেখে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল মার্টিন হেড, তিক্ততার কারণে ঠোঁটের দু'কোণ বেঁকে গেল। 'ব্ল্যাকজ্যাক যাদের জুটিয়েছে তারাও কম বদমাশ নয়। শহরটা দখল তো করেইছে, ওরাই চালাচ্ছে! জন ওয়েন ওদের দমাতে গিয়েছিল। ফলাফল? ওরই দড়ি ব্যবহার করে ওকে ঝুলিয়ে দিয়েছে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। কারা শেরিফকে খুন করেছে, কারা ইউ এস মার্শালকে হত্যা করেছে তা সবাই জানে, কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। ফুলটনে এখন আইন বলতে কিচ্ছু নেই, ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের নিজের তৈরি আইন ছাড়া!'

কথাগুলো যেন বেননকে ছোঁয়নি। চুপ করে আছে ও। অস্বস্তির

সঙ্গে স্যাডলে নড়ে বসল মার্টিন হেড, দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'ব্যাপারটা শুধু শহর দখল নয়। আসলে রেইলরোডের বড়সাহেব লংনেকার যে লাইনটা মরুভূমির ওপর দিয়ে নিতে চাইছে, সেটাই সম্ভবত মূল সমস্যা। অনেক মানুষ তাদের সর্বস্ব ঢেলেছে লংনেকারের পরিকল্পনায়। ক্রিসট স্ট্রিপ থেকে ব্ল্যাক ওয়েল পর্যন্ত লংনেকারকে লাইন নিতেই হবে, নাহলে লংনেকার আর তার রেল কোম্পানির ভরাডুবি হবে।' অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়ের দিক থেকে ঘুরে এলো মার্টিন হেডের দৃষ্টি। 'লংনেকার ট্র্যাক বসাতে পারবে না, বেনন। পারবে না কারণ ব্ল্যাকজ্যাক তাকে লাইন বসাতে দেবে না।'

মার্টিন হেডের দিকে চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল বেনন। 'এই যদি তোমার মনোভাব হয় তাহলে তুমি এখানে কেন, হেড?'

শীতল চোখে বেননকে দেখল মার্টিন হেড, যেন অনেক দূরের কোনকিছু দেখছে। ভঙ্গিটা এমন যে সে যেন একটা কচ্ছপ, বিপদের আশংকায় খোলের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল সে, 'আমার কিছু হারানোর নেই। তাছাড়া জেমস ওয়েনকে আমি পছন্দ করি। আমি চাই ভাই হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারুক ও।' কথা আরও বলার ছিল, কিন্তু চেপে গেছে মার্টিন, বলবে কিনা চিন্তা করছে, টের পেল বেনন।

মার্টিন হেডের চলার পথ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। রেঞ্জারের ব্যাজ ফিরিয়ে দেয়ার পর দু'বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তার। শেষবার ডাক্তার তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, 'পরেরবার বাঁচবে না। সাবধানে চলাফেরা করো, বছর দুয়েক হয়তো টিকে যেতে পারবে।'

মৃত্যু চিন্তায় অস্থির হয়ে নেই মার্টিন, ব্ল্যাকজ্যাকের অস্ত্রের ভয়ও সে পায় না। একটু আগে যে লোকটা ওদের ছেড়ে শহরের

দিকে গেল, সে ভাবছে তার কথা। বেননকে জেমস ওয়েনের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছে সে, ব্যাপারটা তার নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না।

'তুমি কেন এখানে, বেনন?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

শহরের দিকে যাওয়া রেল লাইনের ওপর বেননের নজর, প্রশ্নটা শুনে ওর মনে হলো এই রেল লাইনের শেষ যেমন সে দেখতে পাচ্ছে না, ঠিক তেমনি করে ওর জীবন কোথায় গিয়ে শেষ হবে সেটাও সে জানে না। পশ্চিমের শত শত শহরের টুকরো স্মৃতি দোলা দেয় মনে। কোথাও ঠাঁই মেলেনি।

'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল জন ওয়েন। একসময় একসঙ্গে কাজ করতাম আমরা। জানতাম না ওর কোন ছোট ভাই আছে।'

'হয়তো বলার প্রয়োজন মনে করেনি জন ওয়েন।' শ্রাগ করল মার্টিন। 'সে-ও আউট-ল ছিল?'

'আউট-ল ঘোষিত হবার আগেই জন সরে যায়। পরে আইনের লোক হয়।'

'ইউ এস মার্শালদের অফিস কত দিচ্ছে তোমাকে?'

'আপাতত মাসে একশো ডলার। রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারলে বোনাস পাঁচশো ডলার। জন ওয়েনের ব্যাপারে ওদের ততটা আগ্রহ নেই, যতটা মৃত ইউ এস মার্শালের ব্যাপারে।'

'মাসে একশো ডলার!' হাসল মার্টিন হেড। 'আমি অন্তত ডজনখানেক লোককে চিনি যারা তোমাকে মাসে পাঁচশো ডলারে চাকরিতে রাখতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে।'

শ্রাগ করল বেনন। টাকা যাদের দরকার, বা টাকা দিয়ে যা কেনা যায় সেসবের প্রতি যারা আসক্ত তাদের দলে নেই সে। ও যা চায় সেটা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। তিক্ত একটা চিন্তা এলো বেননের মাথায়। ও যা চায়; শান্তি—সেটা পশ্চিমে কেনা যায় শুধু

তপ্ত সীসে দিয়ে। নিরবই থাকল বেনন। মার্টিন হেডকে ভাল মতো চেনে না ও যে মনের কথা মুখে বলতে যাবে।

বেননকে নিশ্চুপ দেখে মার্টিন হেড কথা বাড়াল না, বলল, 'পেকোস বারে দেখা হবে, বেনন।'

খর্বকায় লোকটাকে বাঁক নিতে দেখল বেনন। ভোরের আলো ফুটতে অনেক দেরি, আকাশে মেঘ আছে, কাজেই রাতটা কেমন ছায়া ছায়া। সেই ছায়ার ভেতরে চলে গেল মার্টিন হেড, একটু পরই তাকে আর দেখা গেল না। দক্ষিণ দিক দিয়ে শহরে ঢুকবে লোকটা।

স্যাডলে নিথর বসে ভাবল বেনন, টেক্সাসের কুখ্যাত খুনী বদমাশগুলো সব ফুলটনে এসে হাজির হয়েছে। অথচ তারা আউট-ল নয়। রেলরোড শহরটা দখল করেছে তারা, লংনেকারের ডেজার্ট লাইনের বারোটা বাজাচ্ছে, কিন্তু কেউ সাক্ষ্য দেবে না।

হাতে খুব ভাল তাস আছে ব্ল্যাকজ্যাকের।

ফুলটন শহরে বা ক্রিসট ঝোপে ভরা রুক্ষ প্রান্তরের কোথাও লংনেকারের মেয়ে এবং স্ত্রীকে জিম্মি করে রেখেছে ব্ল্যাকজ্যাক।

টেক্সাসে অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক লংনেকার। জীবন শুরু করেছিল সে মোষে টানা গাড়ির চালক হিসেবে। তারপর হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। রেলগাড়ির চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট করে সরে আসে সে রেলের ব্যবসাতে। তবে একা দায়িত্ব নিয়ে এই প্রথম সে কাজ করছে। ডেজার্ট লাইন তার সারাজীবনের স্বপ্ন। সম্ভবত ডেজার্ট লাইনই রেল ব্যবসায় তার শেষ কাজ।

লংনেকার গভর্নরকে বলে ফুলটন শহরে মিলিশিয়া পাঠাতে পারে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। ব্ল্যাকজ্যাক এবং তার দলবল বেআইনী কাজে জড়িত তার কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া স্ত্রী এবং কন্যা অদৃশ্য হওয়ার পর কাঁচা হাতে যে সতর্কবাণী

লংনেকার পেয়েছে, তাতে লেখা আছে, ফুলটনের ধারে কাছে মিলিশিয়া এলে দেরি না করে মেরে ফেলা হবে জিম্মি দুই মহিলাকে। একেবারে চুপ করে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন লংনেকারের। তবু গোপনে ইউ এস মার্শাল অফিসে গিয়ে কাগজটা দেখিয়েছে সে, ফেডারাল সাহায্য চেয়েছে।

কে লংনেকারের স্ত্রী এবং মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে? কারা শেরিফ জন ওয়েনকে ফাঁসি দিয়েছে? কারা ইউ এস মার্শালকে পিঠে গুলি করে হত্যা করেছে? কে বা কারা অপরাধী তার কোন হদিস কেউ দিতে পারবে না। কোন সাক্ষি যদি থেকেও থাকে, মুখ খোলেনি প্রাণের ভয়ে।

কিন্তু ফুলটন শহরে কি চায় ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ? ডেজার্ট লাইন ধ্বংস করে দেয়া কি তার ইচ্ছে? রেল লাইন বসাতে না দিলে ব্ল্যাকজ্যাকের মতো একজন গানম্যানের কি লাভ!

প্রশ্নগুলো খোঁচাচ্ছে বেননকে, কোন জবাব খুঁজে পাচ্ছে না।

জেমস ওয়েন আর মার্টিন হেডের কথা ভাবল ও, মনের মধ্যে কেন যেন বেজে উঠল সতর্ক ঘণ্টি। কারণ খুঁজতে গিয়ে যুক্তি দিল, আসলে একা কাজ করে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ও, সেজন্যেই এই অস্বস্তির বোধ, খামোকা সন্দেহ।

শুরু থেকে ও মার্টিন হেডের সঙ্গে কাজ করছে না। পেসোয় দেখা হয় মার্টিন হেডের সঙ্গে। লোকটা ওর উদ্দেশ্য আঁচ করে সঙ্গে ভিড়ে গেছে। পরিচয় পর্ব সারা হতেই জেমস ওয়েনকে দেখিয়ে বলেছে, 'এই যে এ হচ্ছে জেমস ওয়েন, জন ওয়েনের ভাই।'

সহজেই নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছে মার্টিন। তারা দু'জন ফুলটনে যাচ্ছে, কারণ জেমস ওয়েনকে সে পছন্দ করে, চায় সে তার ভাই হত্যার বিচার পাক।

ব্যাপারটা এতটাই সরল এবং··· জটিল।

'তদন্ত যা করার তুমিই করবে, বেনন,' বলেছে তারা। 'আমরা নাক গলাব না। কি বলো, বাড়তি চারটে অস্ত্র ব্ল্যাকজ্যাকের বিরুদ্ধে কিন্তু সত্যি তোমার কাজে আসবে।'

দ্বিধা করছিল বেনন, কিন্তু জেমস ওয়েনের কথায় দ্বিধা দূর হয়ে যায়। টেবিলের উল্টোদিকে বসে ছিল ওয়েন। গ্লাভ পরা হাত নেড়ে শান্ত স্বরে বলেছিল, 'তুমি যাই বলো, বেনন, আমি ফুলটনে যাচ্ছি। আমরা একসঙ্গে তদন্ত করতে পারি, অথবা আমি একাই কাজ করব।'

বাধা দেয়ার কোন উপায় না থাকায় আর আপত্তি না করে ওদের সঙ্গে নিয়েছে বেনন।

এখন বেনন বসে আছে স্পিডির পিঠে, দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ফুলটনের দিকে। পকেট হাতড়ে একটা কয়েন বের করল ও, ধূসর আলোয় ওটা গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করে দেখল।

কয়েনটা অতি পুরোনো স্প্যানিশ রিয়েল। এগুলোকে পিসেস অভ এইটও বলা হয়। এমন আটটা কয়েন মিলে এক পেসো হয়। এই কয়েনটার এক ধারে রাঁদা করা হয়েছে। ফাইলটা ছিল তিনকোনা। এই কয়েন আর একটা চিঠি পৌঁছায় ডিসট্রিক্ট মার্শালের অফিসে। চিঠিটা কোন মেয়ের লেখা।

যাকে পাঠাবে তার হাতে কয়েনটা দিয়ে দিয়ো। সে যেন পেকোস বারের বারটেন্ডারকে কয়েনটা দেখায়। কয়েন সহ এলে তাকে আমি বলব কোথায় লংনেকারের বউ আর মেয়ে আছে।

সই ছাড়া চিঠিটা আসে রেঞ্জার হেডকোয়ার্টারের মারফত। চিঠিতে আরও বলা হয় অন্য কোন স্টেটের ফেডারাল অফিসার ফুলটনে এলে ভাল হয়। কারণ টেক্সাসের কোন ইউ এস ডেপুটি মার্শাল বা টেক্সাস রেঞ্জার এলে পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে।

পরিণতি: মৃত্যু!

গভীর মনোযোগে স্প্যানিশ কয়েনটা দেখল বেনন। কে জানে, হয়তো এই কয়েনের মাধ্যমেই ধ্বংস হয়ে যাবে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের দুর্ধর্ষ খুনীর দল!

কয়েনটা কতখানি কাজে দেবে তা জানার একটাই মাত্র উপায় আছে। স্পিডির পেটে আলতো করে স্পার ছোঁয়াল বেনন। গতি বাড়াল স্পিডি। ছুটে চলেছে ফুলটনের দিকে।

*

রেল লাইন ধরে এগিয়ে চলেছে জেমস ওয়েন। ফুলটনে ঢোকার আগেই বাঁক নিয়ে অন্যদিকে চলল। ভাব দেখে মনে হলো কোথায় যাচ্ছে সেটা জানে। অন্ধকারে ঘোড়া ছোটাচ্ছে সে। দূরে বাড়িঘরের আবছা আকৃতি যেই দেখল, অমনি বড় একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে অব্যবহৃত ট্রেইল ধরল। শহর থেকে বেশ দূরে ঢালের কোলে একটা কেবিনের দিকে চলেছে। কেবিনের উঠানে পৌঁছে বন্ধ দরজার দশগজ দূরে থামল। ঘোড়া থেকে নামল না। কেবিনের ভেতর কোন আলো জ্বলছে না, কিন্তু সেজন্যে জেমস ওয়েন মোটেই চিন্তিত নয়।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে সে, ঠোঁটের কোণে ঝুলছে চুরুট। বেশ কিছুক্ষণ পর কেবিনের দরজাটা খুলে গেল। কিন্তু কেবিনটা অন্ধকার বলে দরজায় কাছে কে দাঁড়িয়ে আছে তা বোঝা গেল না। লোকটার গলা কর্তৃত্বপূর্ণ।

'কি চাই?'

'বেনন ফুলটনে এসেছে।'

দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকটা নড়ল না, কিন্তু তার খুশির ছোঁয়া পেল জেমস ওয়েন ঘোড়ার পিঠে বসেও। অস্ত্রের বাঁট ছুঁলো ওয়েনের হাতের তালু, সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করল 'কখন?'

'আমি জানাব তোমাকে,' বলল ভারী গলায়। পরবর্তী কথাগুলো অবশ্য নরম ভাবেই বলল, 'আমি জানতাম ও আসবে, লিউইস।'

'জেমস ওয়েন,' গম্ভীর গলায় ভুলটা শুধরে দিল ধূসর দাড়ি।

'ও, তাই তো···ওয়েন।' লোকটার গলায় খানিকটা বিস্ময় ফুটেই মিলিয়ে গেল। 'শত্রুকে পাশে নিয়ে ঘুরছে তা জানে না বেনন। কোন সন্দেহ নেই তার মনে।' হাসল কেবিনের ভেতরের লোকটা। হাসিতে আনন্দের সঙ্গে মিশে আছে অবজ্ঞা। 'এটা এমনই এক কাজ যেকাজ শেষ করে জান নিয়ে বেরোতে হচ্ছে না বেননকে।'

কোন মন্তব্য করল না কথিত জেমস ওয়েন। অনেক কাল আগে থেকেই সে অভ্যেস গড়ে নিয়েছে, কেউ তার নিজস্ব চিন্তায় হানা দিতে পারবে না। বর্তমান দেখে সে শীতল চোখে, ভবিষ্যৎ দেখে সবদিক বিচার করে।

'মার্টিন হেডকে রাজি করালে কি করে?'

'হেড?' শ্রাগ করল গানম্যান। 'সে আসলে···আসলে আমার কাছে ধরা।' লিউইসের গলার স্বরটাই এমন তিক্ত যে বোঝা যায় এব্যাপারে আর কোন কথা বলার ইচ্ছে তার নেই।

দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকটা ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় ভুগল, তারপর বলল, 'আমি তোমার কাছে খবর পৌঁছে দেব। খোঁজ রেখো বেনন কার সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

কথা শেষ বোঝাতে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা। এক মুহূর্ত নিশ্চুপ ভাবে স্যাডলে বসে থাকল লিউইস, তারপর নিষ্ঠুরভাবে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল ফুলটনের দিকে।

*

দক্ষিণ দিক থেকে ফুলটনে ঢুকল মার্টিন হেড। স্যাডলে ঢিলেঢালা

ভঙ্গিতে বসে আছে বুড়োদের মতো। কে কি ভাবল তাতে তার কিছু যায় আসে না। একবার আইন মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছিল সে, এখন আবার ভয় হচ্ছে, এবারও বোধহয় আইনের গণ্ডির বাইরে চলে যেতে হবে। নৈতিকতার বিরুদ্ধে স্নেহ। কোন্ বোধটা বেশি জোরাল? মানুষে মানুষে বিচারটা আলাদা হয়ে যায়।

জেমস ওয়েন কে সেটা মার্টিন হেড ভাল করেই জানে। ওকে কি বিশ্বাস করা যায়? হৃদয়ের গভীরে বড় একটা ক্ষত আছে মার্টিনের। বাইবেল থেকে মৃদু গলায় আউড়াল সে, 'রক্ত পানির চেয়ে গাঢ়।'

কর্তব্যের চেয়েও কি রক্তের টান বেশি? আত্ম মর্যাদার চেয়েও?

নিজেকে গাল দিল মার্টিন হেড। অনুশোচনা হচ্ছে বেননকে মিথ্যে বলেছে তাই।

দুই

হিরা আকৃতির রেল ইঞ্জিনটা ছোট্ট ডিপোর পাশে দাঁড়িয়ে প্রাগৈতিহাসিক ড্রাগনের মতো হিস হিস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। একটু পরই হিসহিসানি বেড়ে গেল, একটু পিছিয়ে গেল এঞ্জিনটা, তারপর জোড়া লাগল তিনটে বক্স কারের সঙ্গে। কাপলিঙের তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দের কারণে মেয়েটার আর্তচিৎকার চাপা পড়ে গেল।

ডিপোর সামনে দিয়ে রেল লাইন পার হচ্ছে বেনন, এমন সময় আবছা ভাবে চিৎকারটা শুনতে পেল। দেরি না করে

স্পিডিকে ঘুরিয়ে এগোল ও শব্দ লক্ষ্য করে।

স্টেশনটা লম্বাটে, রেললাইনের পাশেই। শহর থেকে আলাদা, যেন এটাই ছোটখাটো একটা বসতি, রেললাইন আঁকড়ে গড়ে উঠেছে। স্টেশনের পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লোডিং করাল আর টুল শেড।

এঞ্জিনটা ফোঁস ফোঁস করতে করতে ধীরে ধীরে পিছাচ্ছে বেননের দিকে। ওটার শব্দে কিছুই আর শুনতে পাচ্ছে না বেনন। একবার ভাবল ভুল শুনেছে। চলে যেতে গিয়েও সিদ্ধান্ত পাল্টাল। একটু দেরি হয় হোক, তবু জানা দরকার কোন মেয়ে আসলেই বিপদে পড়েছে কিনা।

রেল এঞ্জিনটা পাশ কাটানোয় একটু ভয় পেল স্পিডি। ওর ঘাড়ে চাপড় দিয়ে আশ্বস্ত করল বেনন। এঞ্জিনের বাষ্পে দশ সেকেন্ড ওরা হারিয়ে গেল। ধীরে ধীরে গতি বাড়ছে এঞ্জিনের, একটু পরই বেশ দূরে চলে গেল।

ডিপোর ছায়ার নিচে হলুদ চাকাওয়ালা একটা বাগি দাঁড়িয়ে। ওটার সামনে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে একটা স্যাডল চাপানো ঘোড়া।

ডিপোর কাছে পৌঁছে চট করে স্পিডির স্যাডল থেকে পিছলে নামল বেনন, দু'হাতের জোরে শরীরটা উঠিয়ে ফেলল প্ল্যাটফর্মের ওপর। ওর চলাফেরায় চিতার ক্ষিপ্রতা। ওয়েইটিং রুমের দিকে পা বাড়াল। ওই একই সময়ে এগিয়ে এলো এঞ্জিনটা, ধূসর বাষ্প ছাড়ল। প্ল্যাটফর্ম ঢেকে গেল বাষ্পে।

ওয়েইটিং রুমটা ছোট। কেউ নেই। অন্তত প্রথম দর্শনে তাই মনে হয়। কিন্তু বেননের চোখ এড়াল না, অফিস এরিয়ার ভেতর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন লোক। রেলিঙের ওপাশে চারজন মানুষ।

সাদা চুলওয়ালা এক লোক বসে ছোট একটা ডেস্কের পেছনে, চেহারায় অসহায় রাগ। ঠোঁট চেপে বসেছে ঠোঁটে। তার কাছেই রেলিঙে পাছা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বেঁটে মোটা এক লোক। তার একহাত সিক্সগানের বাঁটে। বাঁটকু বেননের অনুপ্রবেশ টের পেল না, চেয়ে আছে সে ঘরের উল্টোপাশের দেয়ালের কাছে দাঁড়ানো লোকটার দিকে। একটা মেয়ের সঙ্গে জোরাজুরি করছে লোকটা।

মেয়েটা চলে গেছে ঘরের কোণে। হালকা পাতলা দেহ তার। পরনে একটা স্কার্ট আর শার্টওয়েইস্ট। এখানে কাজ করে নিশ্চয়ই। যে লোকটা মেয়েটার দিকে এগোচ্ছে তার পরনে একটু টাইট শহুরে পোশাক। লোকটা বাঁটকুর দিকে পেছন ফিরে ব্যস্ত। আশা করছে কোন ঝামেলা হলে বাঁটকু সেটা সামাল দেবে।

মেয়েটা মরিয়া হয়ে উঠেছে, ডান হাত উঁচু করে রেখেছে, মুঠোর ভেতর একটা পেপার ওয়েইট। চিল কণ্ঠে বলল, 'আর এক পা সামনে বাড়লে মাথা ফাটিয়ে দেব, রুব!'

ঝট করে এক পা এগোল রুব, ডানহাতে জড়িয়ে ধরল মেয়েটার কটি। কাছে টানল। আরও কাছে। গায়ের জোরে পিষছে নিজের শরীরের সঙ্গে। আর্তচিৎকার করে উঠল মেয়েটা। হাত থেকে পড়ে গেছে পেপারওয়েইট। এক হাতে লোকটার বুকে কিল মারছে সে। রুব চাইছে মেয়েটার ঠোঁটে চুমু খেতে। মুখ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে মেয়েটা।

গভীর মনোযোগে ব্যাপারটা দেখলেও বেখেয়াল নয় বাঁটকু, চোখের কোণে বেননকে অফিসে ঢুকতে দেখে ফেলল সে। 'রুব, মানুষ আসছে!' বলেই বেননের দিকে ঘুরতে শুরু করল সে। হাতে উঠে আসছে কোল্ট সিক্সগান।

লাফ দিয়ে সামনে বেড়ে লোকটার চৌকো চোয়ালে হাতের উল্টোপিঠে চড় মারল বেনন। কাঁধের পুরো শক্তি ব্যয় করেছে।

রেলিঙের গায়ে বাড়ি খেল বাঁটকু, তারপর উল্টে পড়ল ওপাশে। মাথাটা ঠক করে ঠুকে গেল মেঝেতে। সিক্সগানটা হাত থেকে ছিটকে চলে গেল একটা বেঞ্চির নিচে। চারপাশে কি হচ্ছে দেখার অবস্থা নেই বেঁটের, ক্ষণিকের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা।

রুব নামের লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, হাত ভরে দিল কোটের ভেতরে। হাতটা অমনই থাকল। জমে বরফ হয়ে গেছে রুব, তাকিয়ে আছে বেননের উদ্যত সিক্সগানের দিকে।

রুবের কাছ থেকে হোঁচট খেয়ে সরে গেল মেয়েটা। ফোঁপাচ্ছে এখনও। সরু হয়ে গেল বেননের চোখ। কোল্ট নেড়ে ইশারা করল ও।

'ঠিক আছে, রোমিও, তোমার জুলিয়েট তোমাকে ভালবাসতে রাজি না। কেটে পড়ো।'

ক্রোধ আর সতর্কতাবোধের মধ্যে লড়াই চলছে, রুবের চেহারাতেই তা স্পষ্ট। শহুরে পোশাকে তাকে বেকুবের মতো লাগছে। গায়ের রং দেখে বোঝা যায় রোদের নিচে কাজ করে অভ্যস্ত। বয়স পঁচিশের বেশি হবে না, তবে আরও বয়স্ক দেখায় তাকে। মাথায় টুপি নেই, হলুদ চুলগুলো মাঝখানে সিঁথি করা। তেলতেলে চুল। নাকটা টিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো। তার নিচে হলদে গোঁফ যত্নের সঙ্গে মোম পালিশ করা সেজেগুজে মেয়েটাকে পটাতে এসেছিল সে, কিন্তু স্বভাব দোষে জোরাজুরি করতে গিয়ে সুযোগটা হারিয়েছে বোধহয়।

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল রুব। হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে গেল। 'ব্যক্তিগত ব্যাপার মিস্টার,' বলল ঠোঁট বাঁকিয়ে, 'সরে পড়ো জানে বাঁচতে চাইলে।'

রুবের ওপর থেকে চোখ সরল না বেননের, কিন্তু কথা বলল ও মেয়েটার উদ্দেশে। 'কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর

ইচ্ছে আমার নেই, ম্যাম। এই ফিটফাট পোশাক পরা লোকটা কি তোমাকে বিরক্ত করছে?'

মেয়েটা সাদাচুলো বয়স্ক লোকটার পাশে, ডেস্কের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চেহারায় ভয় আর স্বস্তির মিলিত ছাপ। আস্তে করে মাথা দোলাল বেননের কথায়। তারপর গলা খুঁজে পেল। 'হ্যাঁ।'

বেননের চোখে স্পষ্ট নিষেধ ফুটে উঠল, তাকিয়ে আছে রুবের দিকে। 'ঠিক আছে, মিস্টার, মহিলার বক্তব্য তুমি শুনেছ। তোমার মোটা বন্ধুটাকে তুলে নিয়ে দূর হও শিগ্‌গির।

বেননকে উপেক্ষা করে মেয়েটার দিকে তাকাল রুব। এত রেগেছে যে গলা প্রায় বুজে গেছে। 'সেজ, আজকে আমি ভদ্রভাবে এসেছিলাম। কথাটা মনে রেখো। বাগি ভাড়া করেছিলাম। এমনকি উপহারও এনেছিলাম!'

ডেস্কের কাছ থেকে সরে ছোট্ট লেযার বেঞ্চের কাছে চলে গেল সেজ। ওটার ওপর গোলাপী ফিতে দিয়ে বাঁধা চৌকো একটা ছোট বাক্স রাখা আছে। বাক্সটা তুলে নিল সেজ, ছুঁড়ে দিল রুবের দিকে।

'তোমার উপহার নিয়ে যাও, রুব। আমি কস্মিনকালেও তোমার কাছে কিছু চাইব না সেটা তুমি ভাল করে জানো। আমি এমন কোন ধারণা তোমাকে দিইনি যে তোমাকে বা তোমার উপহারকে কোন গুরুত্ব দেব কখনও।'

শান্ত গলায় বলল বেনন, 'যাচ্ছ তুমি, রুব, নাকি ঘাড় ধরে তোমাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে?'

বেননের দিকে ঘুরে দাঁড়াল রুব। জ্ঞান ফিরে আসছে তাই বেননের পায়ের কাছে মোচড় খাচ্ছে বাঁটকু। ঘাড় ধরে লোকটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলল বেনন, ঠেলা দিল দরজার দিকে। একবারও নজর সরল না রুবের ওপর থেকে।

ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খেতে খেতে রেলিঙের দরজাটা পার হয়ে গেল বেঁটে, ঘুরে তাকিয়ে বেননকে দেখল রক্তলাল চোখে। হাত নামিয়ে বুঝল হোলস্টার খালি। 'পরে, শর্টি,' গম্ভীর গলায় কথাটা বলে পা বাড়াল রুব। বেননকে দেখিয়ে আবার বলল, 'ওর সঙ্গে আমাদের পরে বোঝাপড়া হবে।'

দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রুব। বেনন বুঝতে পারছে শহুরে পোশাকে অর্ধসভ্য লোকটাকে মোটেও মানাচ্ছে না। কিন্তু সে নিজে নিশ্চয়ই বোঝে না। ভোঁতা চেহারাটা এখন রাগে কালচে হয়ে আছে। কোন মতে রাগে ফেটে পড়া থেকে নিজেকে সামলে রেখেছে। চোখ সরু করে বেননের দিকে তাকাল।

'এই শহরে তোমার মতো লোকদের জন্যে একটা জায়গা আছে, মিস্টার,' ধীর গলায় বলল রুব। 'যারা অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় তাদের জন্যে একটা জায়গা। জায়গাটা ছয় ফুট লম্বা আর তিন ফুট গভীর। কবর হয়ে যাবে তোমার।'

দরজার দিকে পা বাড়াল বেনন। সিক্সগানের হ্যামার ওঠাল বুড়ো আঙুলে। গমগমে স্বরে বলল, 'থাকো এখানে কিছুক্ষণ, কবরে তোমারই জায়গা হয়ে যাবে।'

*

রুব লোকটা বাকবোর্ডে উঠে গজগজ করতে করতে চলে যাওয়া পর্যন্ত স্টেশনের ছায়ায় অপেক্ষা করল বেনন। বাঁটকু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তার ঘোড়ায় উঠল। ঘাড় ডলল বার কয়েক, তারপর চোখ সরু করে তাকাল বেননের দিকে। চেহারাটা চিনে রাখতে চাইছে। দু'জন কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল পরস্পরের দিকে, তারপর শহরের দিকে রওনা হলো বাঁটকু। স্টেশন পার হওয়ার আগেই থুতু ফেলল বেননকে তাচ্ছিল্য করার ভঙ্গিতে।

বেনন স্টেশনের ভেতর ঢুকে দেখল মেঝেতে পড়ে থাকা

লোকটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে মেয়েটা। লোকটার মাথা ফেটে গেছে। সে জায়গায় হাত বোলাচ্ছে সেজ। রক্ত পড়ছে এখনও, চুলগুলো লেপ্টে যাচ্ছে। ক্ষতটা ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে।

বেননের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমার বাবা,' আহত লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'স্টেশনে ঢুকেই সিক্সগান দিয়ে বাবাকে মেরেছে শর্টি।'

'দেখি আমাকে দেখতে দাও,' মেয়েটার পাশে বসে পড়ে বলল বেনন।

গুঙিয়ে উঠল বয়স্ক লোকটা, জ্ঞান ফিরছে। চোখ খুলল। দৃষ্টি দেখে মনে হলো কিছু দেখছে না।

ডেস্কে বসা সাদাচুলো লোকটা দাঁড়িয়ে এখন এক পাশে। তার দিকে তাকাল বেনন। 'শহরে ডাক্তার আছে?' লোকটা নড করায় বলল, 'নিয়ে এসো জলদি!'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল বিলিং ক্লার্ক।

মেয়েটা ভয় পেয়েছে। 'বাবা কি মারাত্মক আহত?'

ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। 'তা নয়, তবে একদিন দু'দিন ভুগবে মাথা ব্যথায়। আমি তো ডাক্তার নই, তাই ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম। দেখুক ডাক্তার পরীক্ষা করে মাথার অবস্থা, মিস···?'

'সেজ গ্রোভার,' বলল মেয়েটা। 'বাবা টম গ্রোভার, স্টেশন এজেন্ট।'

টম গ্রোভার উঠে বসার চেষ্টা করছে। এক হাত পিঠে দিয়ে তাকে সাহায্য করল বেনন। আলোতে চোখে কষ্ট হচ্ছে লোকটার, দু'হাতে চোখ কচলাল।

'ওরা কোথায়, সেজ? রুব কোথায়?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল প্রৌঢ়। বেননের দিকে তাকাল। 'এ কে?'

'রুব চলে গেছে,' জবাব দিল সেজ। 'এ···' বেননের দিকে

কৌতূহলী চোখে তাকাল মেয়েটা।

'রক,' বলল বেনন। 'বাকি নামের কোন দরকার নেই, তাই না?'

হাসল সেজ। ওর চোখ দুটো প্রশংসার দৃষ্টিতে বেননকে দেখছে। গলার স্বরেও পছন্দটা চাপা থাকল না। 'রুব আর শর্টিকে ঠেকিয়েছে ও,' বাবাকে বলল সেজ। 'জেঙ্কিন্সকে পাঠিয়েছে ডাক্তার আনতে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল লোকটা। মৃদু স্বরে বলল, 'ধন্যবাদ রক।' আড়ষ্ট ঠোঁটে বলল, 'মাথাটায় মনে হচ্ছে হাতুড়ি পেটা করছে কেউ।'

টম গ্রোভার উঠে দাঁড়ানোয় একটা বেঞ্চিতে বসল বেনন। লণ্ঠনের আলোয় বুড়ো লোকটাকে ক্লান্ত শ্রান্ত এবং ভীত লাগছে দেখতে। মুখটা কুঁচকে আছে ব্যথায়।

'ফুলটনে তুমি নতুন, তাই না?'

শ্রাগ করল বেনন।

'বিপদে এগিয়েছ সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমিও চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি।' বড় করে শ্বাস নিল গ্রোভার। 'সেজের চিৎকার শুনে দৌড়ে এসেছিলাম, কিন্তু কিছু করার আগেই শর্টি মাথার ওপর সিক্সগান নামিয়ে আনল।' নিচু স্বরে কথা বলছে গ্রোভার, তিক্ততার সঙ্গে। 'জানি না কি কাজে ফুলটনে এসেছ তুমি, রক, কিন্তু একটা কথা বলব, কথাটা শুনো, জান নিয়ে পালাও এখান থেকে।'

ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। 'কেন? রুব আর শর্টির ভয়ে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল স্টেশন এজেন্ট। 'রুব স্মিথ ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের সৎ ভাই। ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ ফুলটন শহরটা চালায়। জানো নিশ্চয়ই?'

'শুনেছি।'

দীর্ঘদেহী লোকটার গলার স্বরে এমন কিছু একটা আছে যে চোখ তুলে ওকে দেখতে বাধ্য হলো গ্রোভার। কালো চোখ দুটোয় শান্ত নিরুদ্বিগ্ন চাহনি, যেন একটু আগে কিছুই ঘটেনি। নিশ্চিত একটা ভঙ্গি রয়েছে আগন্তুকের। দেখলে হঠাৎ করে মনে হয় ফুলটনের খুনীদের সঙ্গে এর কোন তফাৎ নেই। কিন্তু একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় কোথায় যেন মস্ত একটা তফাৎ লুকিয়ে আছে। বড় বেশি শান্ত এই আগন্তুক, বড় বেশি নিশ্চিত, লোকটার গভীরতা সহজে ঠিক মাপা যায় না, কিন্তু বোঝা যায় সুন্দর একটা অন্তর আছে লোকটার। এমন একটা অন্তর যে অন্তর বিপদাপন্ন মানুষকে সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত।

'রুব এখানে কি জন্যে এসেছিল?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

মুখে রক্ত জমল সেজ গ্রোভারের। 'আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে এসেছিল। রুব স্মিথ ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের সৎ ভাই। সেই সুবাদে ওর ধারণা...'

'বেশ কিছুদিন হলো সেজের পেছনে লেগেছে লোকটা,' টম বলল বিরক্তি নিয়ে। 'আমি ওকে বলেছি বিরক্ত না করতে, কিন্তু...' চোয়াল শক্ত হয়ে গেল প্রৌঢ়ের। 'মাত্র একটা উপায় আছে ওর মাথায় কথাটা ঢোকানোর। আগামীকালই আমি একটা উইনচেস্টার রাইফেল কিনব।'

বেননের মনে পড়ল রুব স্মিথ শোল্ডার হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। তখন লোকটার চেহারা কেমন হয়েছিল সেটাও মনে পড়ল। যেমুহূর্তে টম গ্রোভার রাইফেলের দিকে হাত বাড়াবে সেমুহূর্তে খুন হয়ে যাবে, কোন সন্দেহ নেই। গ্রোভারের বাঁচার একমাত্র উপায় রুবকে পেছন থেকে গুলি করা। কিন্তু দেখে স্টেশন এজেন্টকে তেমন মানুষ বলে মনে হয় না।

এতক্ষণে বেননের মনে পড়ল কেন সে এশহরে এসেছে। টম গ্রোভারের ঝামেলা প্রৌঢ়ের নিজেকেই সামলাতে হবে, বুঝতে পারছে ও এখন। ওর নিজের অনেক কাজ পড়ে আছে।

প্রথমেই একজন মহিলা এবং তার মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে ওর। তাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের হাতের আওতার বাইরে। জানতে হবে কেন স্মিথ রেলওয়ের অগ্রগতি রুখতে চাইছে। রেললাইন হওয়া বা না হওয়ায় ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের কি!

কাটা কয়েনের সঙ্গে যে চিঠিটা ওর হাতে এসেছে সেটার ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। জানতে হবে সত্যিই কোন সহায়তা পাওয়া যাবে নাকি ওটা আসলে একটা ফাঁদ।

ডাক্তার নিয়ে ফিরল জেঙ্কিন্স। ডাক্তার দীর্ঘদেহী, কিন্তু স্বাস্থ্যটা ভাল নয়। সুদর্শন। বয়স বড়জোর তিরিশ। কৌতূহলী চোখে বেননকে একবার দেখে নিয়ে টম গ্রোভারের দিকে মনোযোগ দিল সে। পরীক্ষা শেষে বলল, 'শক্ত মাথা আপনার, গ্রোভার। দু'তিন দিন একটু মাথা ব্যথা থাকবে, আর কিছু না।' ডাক্তার বাচ্চাদের মতো সরল হাসে। সেজের দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে তার চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে। মাথার কাটা ক্ষতে কাঁচি চালাচ্ছে, রক্তে ভেজা চুলগুলো কেটে ফেলছে। বলল, 'এবার হয়তো আপনার শিক্ষা হবে, গ্রোভার। ফুলটনে থাকা উচিত না আপনার। ডেজার্ট লাইন শেষ। ও লাইন আর বসবে না। সেজকে সঙ্গে নিয়ে পুবে চলে যান।'

'যতক্ষণ আমি স্টেশন এজেন্ট ততক্ষণ এক পাও নড়ব না এখান থেকে,' গোঁয়ার্তুমির সঙ্গে বলল টম গ্রোভার। 'লংনেকার যতক্ষণ নিজে না বলছে যে ডেজার্ট লাইনের আশা নেই, ততক্ষণ আমি আছি। ফ্ল্যানাগানের অধীনে পনেরোশো মজুর এখনও ট্র্যাক

টাউনে কাজ করছে। ওরা সবাই আশা করছে ক্রিস লংনেকার ঠিকই কাজ বের করে নিয়ে যাবে, মজুরি পাবে ওরা। ওদের ডোবাতে পারব না আমি। ওরা যতক্ষণ আছে আমিও আছি।'

'আর কতদিন?' বলল ডাক্তার। 'ছ'মাস শুধু খোরাকিতে কাজ করেছে ওরা গত তিনমাস সেটুকুও পায়নি। ডাকাতি হয়ে গেছে। বিনা বেতনে আর কয়দিন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে ফ্ল্যানাগান?'

চুপ করে থাকল টম গ্রোভার।

দরজার দিকে পা বাড়াল বেনন, ভাবছে পেকোস বারে যাওয়ার কথা। ওখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে মার্টিন হেড আর জেমস ওয়েন।

মেয়েটা ওর দিকে ফিরে বলল, 'রক, দুঃখিত, কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ারও সময় পাইনি আমি।'

হাসল বেনন। 'অন্য সময় কখনও ধন্যবাদ দিয়ো। আগামীকাল? হতেও পারে। যে কাজে এসেছি সেকাজ যদি শেষ করতে না পারি তাহলে হয়তো তোমার বাবার কাছে চাকরি চাইতে আসব।'

ডাক্তারকে ভ্রূ কুঁচকাতে দেখল বেনন। সম্ভবত মেয়েটার কারণে ওকে দেখতে পারছে না যুবক ডাক্তার, মজা পেল বেনন।

আস্তে করে মাথা দোলাল টম গ্রোভার, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। 'তোমার মতো লোক আসলেই আমার কাজে আসবে, রক। কিন্তু আমার ধারণা এমনিতেই তুমি যথেষ্ট বিপদে জড়িয়ে গেছ।'

'বিপদের সঙ্গে বাস করতে করতে অভ্যেস হয়ে গেছে,' বিড়বিড় করে বলল বেনন। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলো স্টেশন থেকে।

সময় হয়ে গেছে। মাল-পত্র তুলে নিয়ে পুবে রওনা হচ্ছে রেল এঞ্জিন। রেলের বাঁশি বাজল। কেমন একটা হুতাশ ভরা আওয়াজ।

তিন

দীর্ঘদেহী আগন্তুক চলে যেতে স্টেশনটা হঠাৎ করেই খুব বিপজ্জনক একটা জায়গা বলে মনে হলো টম গ্রোভারের। জেঙ্কিন্স চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ছোটখাটো অসহায় একজন মানুষ। আর আছে নিরব ডাক্তার, বিপদ এলে তারও করার কিছু নেই।

বাবা, জেঙ্কিন্স আর ডাক্তার রবার্ট কূক, তিনজনের চোখে একই অনুভূতির ছাপ দেখতে পেল সেজ। রাতটা একাকিত্ব ভরা, আজকে একটু বেশি ঘন আঁধার, আকাশ মেঘে ঢাকা। দূরাগত ট্রেনের হুইসেলের অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো। আওয়াজটা কাঁপ ধরিয়ে দিল সেজের বুকে। ওই ট্রেন ছিল সভ্য জগতের সঙ্গে ওদের শেষ যোগাযোগ।

নিরবতার কারণে মেয়েটা ওদের মনোভাব টের পেয়েছে, বুঝতে পারল ডাক্তার। সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল তিক্ততায়। একটু থেমে থেমে বলল, 'মিস্টার গ্রোভার, শেষবারের মতো বলছি, চলে যান আপনি ফুলটন ছেড়ে।' স্টেশন এজেন্টকে মাথা নাড়তে দেখে যোগ করল, 'অন্তত সেজকে পুবে কারও কাছে পাঠিয়ে দিন।'

শ্রাগ করল টম গ্রোভার। 'আমি কোথাও যাব না, রবার্ট, লংনেকারকে হতাশ করতে পারব না, এখানে আমার কাজ আছে।' মেয়ের দিকে তাকাল সে।

বাবা কি বলতে পারে আগেই আন্দাজ করে নিয়েছে সেজ। 'না।' আস্তে করে মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'আমিও তোমার সঙ্গে এখানেই থাকব।'

চোখে প্রশংসা নিয়ে রেলওয়ের যুবক ডাক্তারকে দেখল সেজ। লোকটা একটু আগে চলে যাওয়া আগন্তুকের সমানই লম্বা। চোয়ালে চারিত্রিক দৃঢ়তার একটা অস্পষ্ট ছাপ আছে। চেহারাটা পছন্দ হলো সেজের। মানুষটা রবার্ট অত্যন্ত যোগ্য, কিন্তু ওর যোগ্যতা অন্য লাইনের, ফুলটনে ওই যোগ্যতার তেমন একটা গুরুত্ব আপাতত নেই। একথা ডাক্তার নিজেও জানে, বিচলিত চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারল সেজ। সেজন্যে ডাক্তারকে ওর খারাপ লাগল তা নয়। তবে একথা ঠিক যে একটু আগের সেই আগন্তুকের মতো ওকে নিরাপত্তার অনুভূতি দিচ্ছে না রবার্ট কূকের উপস্থিতি, পুরুষালী শক্তিমত্তার প্রবলতা তার মধ্যে নেই।

মেয়েটার মনের কথা যেন পড়তে পারছে রবার্ট কূক। কিছু বলতে পারছে না, অসহায়তা প্রকাশ পাচ্ছে মুঠিবদ্ধ দু'হাতে। টম গ্রোভারের দিকে ফিরল ডাক্তার। কথা বলতে গিয়ে লজ্জা পাচ্ছে বোঝা গেল তার কণ্ঠস্বরে। 'আমি লড়াকু লোক নই,' মিস্টার গ্রোভার। আমি সাধারণ এক ডাক্তার। ফুলটনে এসেছি রেলরোডের চাকরি নিয়ে।' রবার্ট কূক মুখ ফুটে বলতে পারল না সে এখানে রয়ে গেছে শুধু মাত্র সেজের কারণে, কিন্তু না বলা কথা বলা হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বরে, চোখের ভাষায়। চলে যাবার জন্যে মেডিকেল ব্যাগটা মেঝে থেকে তুলে নিল রবার্ট, ঠোঁটের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসল ঠোঁট। বলল, 'অফিসে আমার একটা পিস্তল আছে। এখন থেকে ওটা সঙ্গে রাখব। রুব বা ওর মতো কোন গানম্যান যদি তোমাদের বিরক্ত করে তাহলে, সেজ...'

চট করে ডাক্তারের বাহুতে হাত রাখল সেজ। 'না, রবার্ট! ওরা

তোমাকে মেরে ফেলবে!'

লাল হয়ে উঠল ডাক্তারের মুখ। নিচু গলায় বলল, 'তুমি তো জানো তোমার ব্যাপারে আমার কি অনুভূতি। আজ এখানে যা হলো সেটাও তো দেখলে। রুব আবার ফিরে আসবে। হাল ছেড়ে দেয়ার মতো লোক না সে। ও যা চায়...' রাগ আর হতাশায় অন্যরকম শোনাল রবার্ট কুকের কণ্ঠস্বর। 'তুমি যদি ফুলটন ছেড়ে না যাও তাহলে আমার আর কোন উপায় নেই।' থামল ডাক্তার, সেজের চোখে তাকিয়ে তিক্ত স্বরে বলল, 'পরেরবার রুব যখন আসবে তখন রক এখানে নাও থাকতে পারে।'

'রবার্ট,' সেজের কণ্ঠ মৃদু, উষ্ণতা ভরা, 'আমি সত্যি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি জানি আমার ব্যাপারে তোমার অনুভূতি। কিন্তু বাবাকে ছেড়ে যেতে পারব না আমি। আর আমি মনেও করি না রুব আবার আমাকে বিরক্ত করবে।' কথাটা বলার জন্যে বলা, সেজ নিজেও বিশ্বাস করে না তা প্রকাশ পেয়ে গেল ওর গলার স্বরে।

টম গ্রোভার বলল, 'আমার মনে হয় ঝামেলায় মাত্র পড়তে শুরু করেছে রুব স্মিথ।...রবার্ট, আমার হয়ে একটা কাজ করো, প্লীজ। সেজকে বাসায় পৌঁছে দাও। তুমিও বাসায় থেকো. সাপার করে যাবে।'

মাথা দোলাল ডাক্তার। 'বেশ। সাপারের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। কাল আমি ট্র্যাক টাউনে যাচ্ছি। আপনার হয়ে ফ্ল্যানাগানকে কিছু বলতে হবে?'

'ওকে বোলো ছেলেদের যাতে কাজে ব্যস্ত রাখে,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল গ্রোভার, 'লংনেকারের কাছ থেকে খবর আসবে সেজন্যে অপেক্ষা করছি আমি। ওকে বোলো সপ্তাহের শেষে বেতন আসবে আশা করছি। যা খুশি বোলো ওকে, কিন্তু দেখো গোঁয়ার

লোকটা যাতে শ্রমিকদের বিদায় করে না দেয়।'

ডাক্তারের হাসিটা আড়ষ্ট। সেজের হাত ধরল সে। একসঙ্গে পাশাপাশি চলেছে দু'জন। সেজ যাচ্ছে একটু অনিচ্ছার সঙ্গে। দরজার কাছে ঘুরে তাকাল মেয়েটা। 'সারা আধঘণ্টা পর সাপার দেবে, বাবা। আমাদের অপেক্ষা করিয়ে রেখো না।'

অনিচ্ছুক অধৈর্য ভঙ্গিতে সায় দিল টম গ্রোভার। ভ্রূ কুঁচকে আছে মাথার ব্যথায়। মেয়ে আর ডাক্তারকে স্টেশন অফিস থেকে বের হতে দেখল সে, তারপর দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল।

রাতের বাতাসটা ভেজা ভেজা, বৃষ্টির গন্ধমাখা। দরজায় দাঁড়াল টম গ্রোভার। শহরের দিক থেকে একটু পর পরই গুলির আওয়াজ পাচ্ছে। হঠাৎ করে রুব আর তার সঙ্গীর কথা মনে পড়ল। সেজের সঙ্গে জোরাজুরি করছিল ওরা। ভয় লেগে উঠল অসহায় বুড়ো মানুষটার। শেরিফ জন ওয়েন মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত টম গ্রোভার জানত না আতঙ্ক কাকে বলে। শেরিফের মৃত্যুর পর তার ডেপুটিকে পিটিয়ে আধমরা করেছে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের লোক। সে বেচারা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে এই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়েছে। হঠাৎই ফুলটন শহরটা অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এখানে এখন আছে শুধু আতঙ্ক আর অসহায়তা।

ট্র্যাক টাউনের দিকে রওনা হওয়া প্রথম ট্রেনটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার খবরটা জেনেই পরিস্থিতি জানিয়ে ক্রিস লংনেকারকে টেলিগ্রাফ করেছে সে। এক ডেপুটি ইউ এস মার্শাল এসেছিল। বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিল তাকে। দু'দিন পর তার লাশ পাওয়া যায় একটা গলিতে। পিঠে গুলি খেয়ে মরেছে।

অন্ধকারে মিশে যাওয়া রেল ট্র্যাকের দিকে চেয়ে রইল গ্রোভার। ট্র্যাক টাউনের মজুররা ক্রমেই কাজ করতে অনিচ্ছুক

হয়ে উঠছে। মাইক ফ্ল্যানাগান ভাল ফোরম্যান। তাকে দোষ দেয়া যায় না। কত দিন আর বিনা বেতনে মজুরদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারবে সে? এমনিতেই কয়েক সপ্তাহের বেতন বকেয়া হয়ে গেছে ওদের।

অসন্তুষ্ট, ক্লান্ত টম গ্রোভার ফিরে এলো অফিসের ভেতর। টেবিলে বসে একগাদা বিলের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করছে জেঙ্কিন্স, চিন্তিত ভঙ্গিতে কান চুলকাচ্ছে একটা পেন্সিল দিয়ে। ঘরের কোনায় একটা লোহার সিন্দুক আছে, সেটার সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল গ্রোভার। সিন্দুক খুলে কাগজটা বের করে দেখল। তিনদিন আগে ক্রিস লংনেকারের কাছ থেকে টেলিগ্রাফটা এসেছে। কোড করা মেসেজ। জেঙ্কিন্স বার্তাটা রিসিভ করলেও অর্থটা টম গ্রোভার ছাড়া আর কেউ জানে না। নিশ্চিত হবার জন্যে আরেকবার বার্তাটা পড়ল টম গ্রোভার।

বুধবার রাত আটটার সময় স্পেশাল ট্রেনে এই কয় মাসের সমস্ত বেতন আসছে। নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা প্রয়োজন। আশা করছি টাকাগুলো তুমি ট্র্যাক টাউনে পৌঁছে দেবে।

ক্রিস লংনেকার॥

বিরাট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বার্তাটা আবার সিন্দুকের ভেতর রেখে দিল গ্রোভার, সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে লক আটকে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে খেয়াল করল জেঙ্কিন্স কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্লান্ত একটা মুখোভঙ্গি করল গ্রোভার। 'বিল নিয়ে তাড়া নেই, জেঙ্কিন্স। বাড়ি চলে যাও। আমিও স্টেশনে তালা মেরে বাড়ি ফিরব।'

দরজা পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল সে। চওড়া কাঁধের সেই দীর্ঘদেহী আগন্তুকের কথা মনে পড়ল। আজকে লোকটা হাজির হওয়ায় স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে সেজ বেইজ্জত

হওয়া থেকে।

'রক' নিজের নাম বলেছে লোকটা। বাকি নামের দরকার নেই তা-ও বলেছে। লোকটার পেশা তার চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। লোকটা সম্ভবত নামকরা কোন খুনী। আইনের শাসন নষ্ট হবার পর খুনীদের অনেকের কাছেই ফুলটন একটা চমৎকার আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোন কারণ নেই, কিন্তু লোকটাকে পেশাদার খুনী বা আইনের ওপাশের লোক ভাবতে পারল না গ্রোভার। লোকটার নিরব নিশ্চিত ভঙ্গি বুকের মধ্যে সাহস এনে দেয়। হালকা পায়ে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে চলে এলো টম গ্রোভার।

*

ডিপো-অ্যাভিন্যু ধরে ফুলটনে প্রবেশ করল বেনন। কিছুদিন আগেও ছোট্ট একটা শহর ছিল এটা। তারপর রেলরোড এলো। রাতারাতি ঝর্নার ওপাশে গফারের গর্তে ভরা প্রেয়ারির বুকে গজিয়ে উঠল শহরের বাড়তি অংশ। এখন দুটো অংশই আকারে সমান। ডিপো অ্যাভিন্যু কাঠের একটা ব্রিজ পার হয়ে শহরের নতুন অংশের সঙ্গে পুরোনো অংশের সংযোগ ঘটিয়েছে।

নতুন অংশের কোনায় ব্রিজ আর পুরোনো শহরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে পেকোস বার। এবড়োখেবড়ো আচাঁছা কাঠের তৈরি কিম্ভূতকিমাকার তিনতলা দালানটায় রঙের কোন প্রলেপ নেই। পেছন থেকে চাঁদ উঠছে। সে আলোয় দালানের মাথার ওপর হলদে-লাল একটা মুকুট মতো দেখা যাচ্ছে। মুকুট না, বেননের মনে হলো দালানের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওটা দোজখের আগুন।

শেরিফ মারা যাওয়ায় শহরটা এখন চোর ডাকাতদের জন্যে উন্মুক্ত। রাতের নিরবতা একটু পর পর ভাঙছে গুলি আর

মাতালদের চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজে। হৈ-চৈ বেশি হচ্ছে শহরের নতুন অংশে। পুরোনো অংশের বেশিরভাগ বাড়িঘরের আলো নিভে গেছে, মনে হচ্ছে আবহাওয়ার অত্যাচারে জর্জরিত বাড়িগুলো দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত।

নতুন অংশের দিকে তাকাল বেনন। সতর্ক হয়ে উঠল। গায়ে কাঁটা দিল ওর। অশুভ একটা জায়গা মনে হলো রাস্তার দু'পাশের বাড়ি আর সেলুনগুলোকে।

নিজের সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই বেননের। অতি সাহস দেখানোর কোন ইচ্ছেও নেই। যেকোন সময় অন্ধকার গলি থেকে শটগানের একটা গুলি আসতে পারে, অথবা সিক্সগানের একটা বুলেট–তাহলেই জীবনের সমাপ্তি, এটা ভাল করে জানে ও। এটাও জানে, নিজের পরিচয় ফাঁস না হওয়া পর্যন্ত চলাফেরায় কোন বাধা আসবে না। শহরের ক্ষমতাশালী লোকরা দেখবে ওকে, ওজন বোঝার চেষ্টা করবে। অল্প খানিক সময় পাবে ও, তারপরই হয় বিরোধিতা নয় সহযোগিতা করতে হবে বেননকে। অল্প একটু সময়–একদিন কি দু'দিন, তারমধ্যেই জানতে হবে ক্রিস লংনেকারের বউ আর মেয়েকে কারা আটকে রেখেছে। জানতে হবে ডেজার্ট লাইন প্রজেক্ট বন্ধ করতে কে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজটা সহজ নয়। একটু অসতর্ক হলেই মরতে হবে বেঘোরে।

স্পিডির খুরের নিচে ফাঁপা আওয়াজ করল কাঠের ব্রিজ। পেকোস বারে পিয়ানো বাজাচ্ছে কেউ নাচের সুরে। হৈ-হট্টগোলে আওয়াজটা চাপা পড়ে যাচ্ছে প্রায়ই। সেলুনের জানালার কাঁচগুলো কখনও মোছা হয় না, কাদা লেপ্টে আছে। তারই ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু হলদে আলো এসে পড়েছে অন্ধকার রাস্তায়। উল্টোপাশের একটা বাড়ির আলোয় দেখা যাচ্ছে সেলুনটার সাইনবোর্ড।

সেলুনের হিচর‍্যাকে অনেক ঘোড়া। নাক দিয়ে গুঁতো মেরে দুটো ঘোড়ার মাঝখানে নিজের জায়গা করে নিল স্পিডি। বেনন লক্ষ করল, মার্টিন হেডের ঘোড়ার পাশেই থেমেছে স্পিডি। জেমস ওয়েনের বে ঘোড়াটাও আছে একটু দূরে। তার মানে ওরা দু'জনই এখন সেলুনে। এখনও সব ঠিকঠাক চলছে। ব্যাটউইং ঠেলে ভেতরে পা রাখল বেনন। মেঘের মতো জমাট ধোঁয়া ভাসছে বিরাট ঘরটার ছাদের কাছে। বাতাসে মদ আর সিগারেটের জঘন্য গন্ধ। কথা বলছে সবাই। সর্বক্ষণ টানা গুঞ্জন চলছে। আওয়াজ বেশি সেলুনের পেছন দিকে। ওখানে সংক্ষিপ্ত জামা পরে পিয়ানোর তালে তালে নেচে চলেছে ছ'জন যুবতী মেয়ে। বারে দাঁড়ানো খদ্দেররাও কথার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের নাচ দেখছে। মাত্র কয়েকটা টেবিলে বসে আছে কিছু বেরসিক লোক। তাদের মনোযোগ হাতের তাসে। পোকার খেলছে।

মার্টিন হেড এমনই একটা টেবিলে বসে আছে, নিস্পৃহ চেহারায় তাকিয়ে আছে হাতের তাসের দিকে। তার সামনে একটা হুইস্কির বোতল। এরইমধ্যে আধখালি হয়ে গেছে। আরেক দফা ড্রিঙ্ক ঢেলে নিল সে।

কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে বেননকে দেখল। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্যে গুঞ্জন কমল একটু, তারপর মনোযোগ ফিরিয়ে নিল সবাই। স্বস্তি বোধ করতে পারল না বেনন। মার্টিন হেড আর জেমস ওয়েন জানে ওর পরিচয় এবং আসার কারণ। এক অর্থে ওদের হাতে নিজের প্রাণটা তুলে দিয়ে এখানে ঢুকেছে ও।

বারের দিকে পা বাড়িয়ে জেমস ওয়েনকে দেখতে পেল বেনন। সিঁড়ির ধাপগুলোর নিচে পাতা একটা টেবিলে বসে আছে শেরিফের ভাই। চেয়ারটা কাত করে দেয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখেছে। ঠোঁটের কোণে ঝুলছে একটা সিগার, আগুন ধরানো

হয়নি। চোখের ওপর হ্যাট টেনে রেখেছে। বসার জন্যে ভাল জায়গা বেছেছে। ওখান থেকে সেলুনের দরজা আর বারের ওপর একই সঙ্গে নজর রাখা যায়। দেখে যদিও মনে হচ্ছে না কারও ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ আছে। বেননকে যদি ঢুকতে দেখেও থাকে, চেহারা দেখে তা বোঝার কোন উপায় নেই।

অজান্তেই ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। মার্টিন হেড কখন কি করবে তার ঠিক নেই। কিন্তু জেমস ওয়েন কার্তুজ ভরা রাইফেলের নলের মতো, অনুভূতিহীন এবং মৃত্যুবর্ষী।

বারে দাঁড়িয়ে আশেপাশে নজর বোলাল বেনন, অপেক্ষা করছে। অন্যদের ড্রিঙ্ক দিয়ে ওর সামনে আসবে বারটেন্ডার। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে লাল ফ্লানেলের শার্ট পরা বেঁটে মোটা এক লোক। তার শার্টটা অন্তত তিন সপ্তাহ ধোয়া হয়নি। মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তেল চিটচিটে ধূসর কোঁচকানো হ্যাটটা সঙ্গীর নাকের কাছে দোলাচ্ছে সে। বেননের সঙ্গে তার কাঁধের ধাক্কা লাগল। দোষটা ওই লোকেরই। একটু পিছু হটেছিল। ঘুরে দাঁড়াল বেঁটে। বেননের দিকে তাকিয়ে প্রাণ খোলা মাতালের হাসি দিল। বিজয়ীর মতো চকচক করে উঠল তার উৎসাহী চোখ দুটো। নিঃসন্দেহে নতুন শ্রোতা পাবার আশা করছে। অনেক দুঃখ জমেছে তার মনে, এখন মদের নেশায় কিছুটা উগরে দিতে পারলে নেশার খরচটা পোষায়!

হ্যাট তুলে ক্রাউনের গোল ফুটোটির ভেতর আঙুল ভরে দেখাল সে। রাগের সঙ্গে বলল, 'বিশ পেসো, দোস্ত! বিশ পেসো! পাঁচবছরও হয়নি হ্যাটটা ব্যবহার করেছি, বলতে গেলে একদম নতুন, আর কোন্ শালা হারামজাদা বদমাশ আমার হ্যাট ফুটো করে দিল।' বুকে টোকা দিল সে। 'নিজের কাজ করছিলাম, দোস্ত। কোন্ হারামজাদা...'

মাতালের রুগ্ন সঙ্গী মাতাল নয়। বেঁটেকে থামাবার চেষ্টা করল সে। কে শোনে কার কথা, মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে সঙ্গীর হাতটা সরিয়ে দিল ফ্লানেল শার্ট। 'ইন্ডিয়ান ট্যাঙ্কের ওখানে, দোস্ত। ইন্ডিয়ান ট্যাঙ্কের ওখানে ছিলাম। নিজের কাজ করছিলাম। কাজ করছিলাম আর ভাবছিলাম মেক্সিকান সুন্দরীদের নাচ দেখতে এদিকে আসব কিনা। ঠিক তখন মরীচিকা দেখলাম। মরী…'

সঙ্গীর ধৈর্যে কুলাল না। ইতিমধ্যে অনেকবার শুনেছে সে মাতাল বন্ধুর দুঃখের ইতিকথা। বন্ধুকে এবার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সে দরজার দিকে। মুখে বলছে, 'চলো, ফোলি, অনেক হয়েছে। অনেক খেয়েছ তুমি। এত খেয়েছ যে কালকে সকালে অমন আরও দশটা মরীচিকা দেখতে পাবে। চলো, ফোলি…বাড়ি চলো।'

'সাদা ঘোড়ার পিঠে পরী!' গোঁয়ারের মতো সঙ্গীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল বেঁটে, 'পরী! বিশ্বাস করো…পরিষ্কার দেখেছি। ঠিক এখনকার মতো।' সঙ্গীর ওপর স্থির হলো তার ঘোলা চোখের দৃষ্টি। ভ্রূ কুঁচকে আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'পরিষ্কার দেখেছি। বুঝলে? পরিষ্কার…একদম পরিষ্কার…কিন্তু পরীটা দেখতে ভাল ছিল, তোমার মতো এত কুৎসিত ছিল না কিন্তু!' বিরাট একটা ঢেকুর তুলল সে। 'তারপর কোন্ হারামজাদা আমার নতুন হ্যাটে গুলি করে দিল! আমি যদি ওকে হাতে পাই…আমি পরী দেখছিলাম। পরী!' হ্যাট মুখের সামনে তুলে ফুঁপিয়ে উঠল মাতাল। বোঝা গেল না হ্যাটের দুঃখে, বন্ধুর চেহারা কুৎসিত হওয়ায় নাকি পরীকে হারানোর দুঃখে ফোঁপাচ্ছে।

মাতালের রুগ্ন সঙ্গীটি খেটে খাওয়া মানুষ, হাতের মুঠোয় মাংস বলতে কিছু নেই। আর সহ্য করল না সে, বন্ধুর চোয়ালে একটা ঘুসি মারল গায়ের জোরে। টলতে টলতে পেছনে পড়ে

যাচ্ছিল মাতাল ফোলি, জ্ঞান হারিয়েছে। বন্ধুই আবার চট করে ধরে ফেলল তাকে। বেননের দিকে তাকিয়ে দুঃখ প্রকাশ করল, 'মাতাল হলে ফোলি বহু কিছু দেখে, মিস্টার। তুমি কিছু মনে নিয়ো না।'

ফোলিকে নিয়ে কোনমতে দরজার দিকে চলেছে তার বন্ধু। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল বেনন। ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বারটেন্ডার। ঘেউ করে উঠল লোকটা। 'কি দেব, মিস্টার?'

'রাই!' চমকে গিয়ে মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে গেল বেননের। বারের দিকে ফিরল।

বারটেন্ডার বোতল থেকে গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢালছে। পকেটে হাত ভরে রাঁদা করা কয়েনটা বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল। চেয়ে আছে সেলুনের পেছনে। প্রথম দর্শনে মনে হয় মেয়েদের নাচের দিকে নজর। একটু খেয়াল করলে অভিজ্ঞ চোখ টের পাবে মেয়েদের দেখছে না ও, তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে।

ড্রিঙ্ক সামনে বাড়িয়ে কয়েনটা দেখল বারটেন্ডার। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি হাতের তালুর নিচে ওটা চাপা দিল সে। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি এক্ষুণি খুচরো এনে দিচ্ছি!'

বেননের চোখ বারটেন্ডারকে অনুসরণ করল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গেল লোকটা। পলকের জন্যে তাকে দেখা গেল দোতলার ঝুল বারান্দায়। একটা দরজায় টোকা দিল লোকটা, তারপর ভেতরে ঢুকে গেল।

সেলুনের বিদঘুটে কাঠামো মনে পড়ল ওর। ঘরটা বাড়ির নিচের উইঙে হবে, আন্দাজ করল। সেলুনে সমবেত লোকজনের ওপর দৃষ্টি ফিরে এলো ওর, দেখল জেমস ওয়েন খানিকটা সরে বসেছে। কপালের ওপর এখন তার হ্যাটের ব্রিম নেই। বেননকে

দেখছে না সে।

চটাস করে বাড়ি খেল ব্যাট উইং দরজা। দ্রুত পায়ে সেলুনে ঢুকেছে একজন। তার ডান হাতের মুঠোয় একটা মোচড়ানো খবরের কাগজ। দরজা পেরিয়ে মুহূর্তের জন্যে থামল সে, ঘরের ভেতরে নজর বোলাল, তারপর পা বাড়াল একটা টেবিলের দিকে। ওই টেবিলেই তিনজনের সঙ্গে পোকার খেলছে মার্টিন হেড। হেডের পাশের জনের পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধে টোকা দিল আগন্তুক। ঝপ করে কাগজটা ফেলল তার সামনে, টেবিলে। তর্জনী তাক করে গুরুত্বপূর্ণ কি যেন দেখাল।

তাস খেলোয়াড়ের দিকে চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে বেনন। লোকটার কাঁধ দুটো শীর্ণ। সরু একটা কালো সিগার ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। মাথার পেছনে লটকে আছে ফ্ল্যাট ক্রাউনের কালো হ্যাট। চুল উঠে যাওয়ায় চওড়া কপালটা বেমানান রকমের প্রশস্ত। কে যেন কপালে ছুরি চালিয়েছিল, ক্ষতটা বহু আগেই শুকিয়ে গেছে, কিন্তু সময় মতো চিকিৎসা না হওয়ায় চোখের কোণে চামড়া ঝুলছে—কুৎসিত একটা ক্ষত।

ওই লোকের চেহারা আগেও দেখেছে বেনন। ওয়ান্টেড পোস্টারে। পিপ হোলসার নাম। ওয়াইয়োমিঙের কয়েকটা শহরে তাকে খোঁজা হচ্ছে। গানম্যান লোকটা। বাজারে বদনাম আছে লোভী লোক বলে।

হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে নিল পিপ হোলসার। বাতাসে দুলিয়ে ফেলে দিল মেঝেতে। কিছু একটা খবর ওটায় আছে যেটা তার জন্যে জরুরী, অথচ লোকটার চেহারায় অনুভূতির কোন ছাপ নেই।

যে লোকটা খবরের কাগজটা নিয়ে এসে দিয়েছে ভ্রূ কুঁচকে গেছে তার। টেবিল থেকে সরে বারের সামনে এসে দাঁড়াল। কাছে

আসতে বেনন বুঝল লোক নয়, ক্ষুধার্ত চেহারার হালকা পাতলা এক ছোকরা আসলে সে। সরু মুখটা ছুঁচোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ঠোঁটের কোণে টিটকারির হাসি লেগে আছে সর্বক্ষণ। হাসিটা অভ্যেস করে নিয়েছে। যার দিকেই তাকাচ্ছে ওই হাসির কারণে মনে হচ্ছে অবজ্ঞা করছে ছোকরা। এক নজর তাকিয়েই বেনন বুঝে গেল নীচ মনের মানুষ। সামান্য টাকার জন্যে এবয়সী ছোকরা বিগড়ে যেতে পারে। এ অনেক আগেই বিগড়েছে।

বেননের পাশেই বারে কনুই রেখে দাঁড়াল সে। উদ্ধত দৃষ্টিতে বেননকে এক পলক দেখে নিয়ে টোকা দিল কাউন্টারে। বারটেন্ডারকে ডাকছে।

একটা বোতল হাতে ধীরে সুস্থে আসছিল বারটেন্ডার। ছোকরাকে দেখতেই তার চলার গতি বেড়ে গেল। চট করে গ্লাস আর বোতল নামিয়ে রাখল সে ছোকরার সামনে।

ধীরে সুস্থে ড্রিঙ্ক শেষ করল বেনন, নির্বিকার চাহনিতে বিচলিত বারটেন্ডারকে দেখল। 'আমার খুচরো পাওনাটা?' জিজ্ঞেস করল শান্ত গলায়।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজাল বারটেন্ডার। সামান্য একটু মাথার ইশারা করে সিঁড়ি দেখিয়ে দিল। ঘামছে দরদর করে।

ঘুরে দাঁড়াল বেনন। কাউন্টারে কনুই রেখে নৃত্যরত মেয়েদের দেখল। নাচ শেষ হতেই স্টেজ থেকে নেমে এলো মেয়েরা, দর্শকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হাসি তামাসায় মেতে উঠল। উঁচু স্বরে বেসুরো হাসছে ওরা। হাসিতে প্রাণ নেই। কিন্তু সেটা বোঝার ক্ষমতাও বেশিরভাগ মানুষের নেই।

বেশির ভাগের মনোযোগ মেয়েদের ওপর। একটু পরই আবার নাচ শুরু হবে। এই সময়টাই বেছে নিল বেনন, বার থেকে সরে ধীর পায়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। বেননকে যেতে দেখল পাশে

দাঁড়ানো ছোকরা। ঢক করে এক ঢোকে ড্রিঙ্কটা শেষ করে দরজার দিকে পা বাড়াল।

অলস ভাবে উঠে দাঁড়াল জেমস ওয়েন, তারপর তাকে অনুসরণ করে দরজা লক্ষ্য করে হাঁটা দিল।

সিঁড়ি বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে এসেছে বেনন, ওদের কাউকে সেলুন ছাড়তে দেখল না।

মার্টিন হেডের তীক্ষ্ণ নজর তিনজনের ওপরই সমান ভাবে ছিল। কিছুই তার নজর এড়াল না। পিপ হোলসারের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার। সরু ঠোঁট দুটো পরস্পর চেপে বসল। গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। যা হবার ছিল তা ভণ্ডুল, আর কেউ না বুঝলেও সে অনুভব করতে পারছে।

বারটেন্ডার যে দরজায় টোকা দিয়েছিল সেটায় বেননও টোকা দিল। নিচু মহিলা কণ্ঠস্বর ওকে ভেতরে যেতে আমন্ত্রণ জানাল।

এক পলকের জন্যে দ্বিধা করল বেনন; ঘরে ঢুকবে? এটা কোন ফাঁদ না তো? নিচে তাকিয়ে মার্টিন হেডকে দেখল। মনোযোগ দিয়ে হাতের তাস দেখছে লোকটা। জেমস ওয়েনকে এখান থেকে দেখা যায় না।

বুক ভরে দম নিল বেনন, তারপর নবে মোচড় দিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ঘরে।

চার

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। ওই জানালায় দাঁড়ালে আবছা আলোয় কাঠের ব্রিজটা দেখা যায়।

ঘরটা প্রকাণ্ড। মাঝখানের টেবিলে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। বেশ জোরাল আলো ছড়াচ্ছে। কিন্তু মহিলার কাছে সে আলো ক্ষীণ। পেছনেও আলোর জোর নেই। ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। ছায়া তার প্রতি অবিচার করছে না। বয়স হয়েছে, মোটা থলথলে হয়ে গেছে মহিলা। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, ঝুলে গেছে। তার পেশার জন্যে বয়স হওয়াটা একটা অভিশাপ।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, কিন্তু বেনন জানে, নিচের কোন দৃশ্য সে দেখছে না। শূন্যতায় তাকিয়ে নিজের ভাবনায় ডুবে আছে।

ঘুরে দাঁড়াল মহিলা। হাত নাড়তেই মৃদু আলোয় ঝিক করে চমক মারল আঙটির একটা পাথর। নিশ্চয়ই সুসময়ের কেনা।

'এসো, ভেতরে এসো,' বলল নিচু খসখসে পুরুষালী স্বরে।

টেবিলের সামনে দাঁড়াল বেনন। টেবিল ক্লথের ওপর পড়ে আছে রাঁদা করা কয়েনটা।

'আমি ভিক্টোরিয়া কেয়ার্ন্‌স,' বলল মহিলা। 'পেশাদারী কাজে যারা আসে তারা আমাকে ভিকি ডাকে।' হাসল একটু। তিক্ত শোনাল। 'আজকাল কেউ আমাকে আর ভিক্টোরিয়া ডাকে না।'

চুপচাপ অপেক্ষা করছে বেনন। জানালার কাছ থেকে সরে এলো ভিকি। লণ্ঠনের নিষ্ঠুর আলোয় চেহারা পরিষ্কার দেখা গেল। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। একসময় নিঃসন্দেহে অপূর্ব সুন্দরী ছিল। পরবর্তী বছরগুলোয় পূর্ণ যৌবনময় ভরাট শরীরে চর্বি জমেছে। এখন সে স্থূলকায়া। চুলে জায়গায় জায়গায় সাদা ছোপ।

আঙুল তুলে কয়েনটা দেখাল। 'এটা তোমার?'

'আমার কাছেই ছিল।' এক পলকে ঘরটা পুরো দেখে নিল বেনন। ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে সাজানো ঘর। আসবাবপত্র ভারী, দামী কাঠের, এবং কালচে রঙের। পাশের ঘরের দরজাটা খোলা। বিরাট চওড়া একটা আরামদায়ক খাটের অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছে।

'তাহলে তোমরা আমার চিঠি পেয়েছ!' কিছুটা অধৈর্য শোনাল মহিলার গলা। 'খবরটা এতদিনে বের করে নিয়েছে ও নিজেও। সে এখন জানে তুমি আমার কাছে আসবে।'

শ্রাগ করল বেনন। কিছুতেই মন থেকে অস্বস্তি দূর করতে পারছে না। ঠিক করল নিজের পরিচয় না দিয়ে যতটা পারা যায় তথ্য আদায় করার চেষ্টা করবে।

ভ্রূ কুঁচকাল মহিলা। 'হিউস্টনে ইউ এস মার্শালদের অফিসে চিঠি আর কয়েনটা পাঠিয়েছিলাম আমি। কয়েন যে নিয়ে আসবে সে নিশ্চয়ই...' একটু থামল মহিলা। বেননের মুখে স্থির হলো দৃষ্টি। মুখটা ফ্যাকাশে। ভীত। 'তুমি তো ইউ এস মার্শালের অফিস থেকে এসেছ? ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'হিউস্টনের নির্দেশেই আমি এসেছি,' স্বীকার করল বেনন। তাড়াতাড়ি যা জানার জেনে নিয়ে কেটে পড়ার তাগাদা অনুভব করছে।

শুকনো ঠোঁট চাটল ভিকি। 'তাহলে এবার তোমরা সতর্ক

হয়েছে।' শ্রাগ করল। 'স্বাভাবিক। গতবার যে এসেছিল দু'দিনের বেশি টিকতে পারেনি।'

'তোমার জানা আছে কে ওকে মেরেছে?'

'কেউ দেখেনি কে মেরেছে। তবে খবর যা পেয়েছি তা থেকে মনে হয় রুব স্মিথ। ব্ল্যাকজ্যাকের সৎ ভাই ও।'

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে টেবিলের ওপর, কয়েনের পাশে রাখল বেনন। চিঠিতে তুমি লিখেছ কেউ যোগাযোগ করলে জানাবে লংনেকারের মেয়ে আর বউকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে। কে ওদের আটকেছে, ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ?'

মাথা নাড়ল ভিক্টোরিয়া কেয়ার্নস। ক্ষণিক নৈঃশব্দের মাঝে তার বেডরুমে একটা তক্তা কটকট আওয়াজ করল। মুখ খুলল সে। ঘুরে দাঁড়াল, আবার গিয়ে থামল জানালার সামনে। বাইরে তাকিয়ে আছে। তিক্ত শোনাল গলা। 'ব্ল্যাকজ্যাক শুধু নির্দেশ পালন করে।'

'তাহলে আর কে?'

গভীর করে শ্বাস নিল ভিক্টোরিয়া। এমন একজন যাকে একসময় আমি বিয়ে করব বলে ভাবতাম। ভালবাসতাম ওকে পাগলের মতো।' স্মৃতি রোমন্থন করছে সে, মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে গলা। জানালার কাছ থেকে সরে এলো। মোটা মানুষ, থুতনির নিচে চর্বি, তারপরও মাংস ঠেলে বেরিয়ে এসেছে এখন চোয়ালের হাড়। দাঁতে দাঁত চেপে আছে মহিলা।

অপেক্ষা করছে বেনন, বুঝতে পারছে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে ভিক্টোরিয়া। ভয় আর ভালবাসার টানাপড়েন চলছে হৃদয়ে। ভালবাসা? ভুল হলো। ছিল। এখন সেটা নগ্ন ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়েছে। লোকটা যেই হোক একসময় সে ছিল ভিক্টোরিয়া কেয়ার্নসের সব কিছু।

'নামটা বলে দিলে আমরা সবাই অনেক অযথা ঝামেলা থেকে বাঁচব, মিস কেয়ার্ন্‌স,' মৃদু স্বরে প্রচ্ছন্ন তাগাদা দিল বেনন।

আস্তে করে মাথা নাড়ল মহিলা। 'কাল বলব। সকাল নটায়। আমি তোমার সঙ্গে যাব, দেখিয়ে দেব কোথায় আছে লংনেকারের বউ আর মেয়ে। ওখানেই তুমি যাকে খুঁজছ সেলোককে পেয়ে যাবে।'

'আগামীকাল আমি হয়তো এখানে থাকব না,' সোজাসুজি নিজের আশঙ্কার কথা বলল বেনন। 'সেরকম সম্ভাবনা সব সময়েই আছে। এখনি বলে দিলে ভাল হয়।'

'আগামীকাল,' আবার বলল মহিলা। এবার গলার স্বর আগের চেয়ে দৃঢ়। 'ওকে যখন গ্রেফতার করবে তখন আমি সামনে থাকতে চাই।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'বেশ, তাহলে আগামীকাল।' সামান্য মাথা নুইয়ে বয়স্কা মহিলাকে সম্মান দেখাল বেনন, ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে চলল। চোখের কোণে দেখল ভারী টেবিলটায় ঠেস দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে ভিক্টোরিয়া কেয়ার্ন্‌স্। বোধহয় ভাবছে অতীতের কথা। স্মৃতি হাতড়ে দেখছে কি হতে পারত আর কি হয়েছে। হিসেব মেলাচ্ছে হয়তো।

পেছনে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল বেনন। নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা এখনও।

বেডরুম থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। ঘুরে দাঁড়াল মাতালের মতো টলে উঠে।

'ভুল করেছ, ভিকি, আগামীকাল রক বেননের সঙ্গে তুমি কোথাও যাবে না। কোথাও না।'

থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে ভিকি কেয়ার্ন্‌সের সমস্ত শরীর। মুখটা পলকে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'কে···কে···তুমি!

এখানে এলে কিভাবে!'

গলাটা হাসি হাসি হলো। 'পেছন সিঁড়ি দিয়ে। তোমার বেডরুমের জানালাটা খোলা ছিল।...আসা যাওয়ায় তেমন কোন শব্দ হবে না। খুনটাও আমি নিঃশব্দেই সারব, দেখো!'

হাতে একটা পিস্তল আছে লোকটার। চোখে কোন দয়া নেই। ধীর পায়ে এগোচ্ছে।

তীক্ষ্ণ একটা ছুরির ফলার মতো আতঙ্কের খোঁচা খেল মহিলা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সরতে গিয়ে টেবিলে ধাক্কা লাগল। লণ্ঠনটা দুলতে শুরু করেছে। পড়ল না। টেবিলের ওপাশে চলে গেল ভিকি। দৌড় দিল দরজার দিকে। গলা চিরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে আর্তচিৎকার।

ক্ষিপ্র চিতার মতো ভিক্টোরিয়াকে ধরে ফেলল লোকটা, সিক্সগানের চওড়া দিকটা দিয়ে মাথায় বাড়ি মারল বেশ জোরে। ধড়াস করে একটা কাউচের ওপর পড়ল মেয়েটা। এখনও জ্ঞান আছে। ঠোঁট ফাঁক হলো। গুঙিয়ে উঠল একটু। গা মুচড়ে চিত হয়ে আততায়ীকে দেখার চেষ্টা করল। বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। আতঙ্কে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় দয়া ভিক্ষা করল।

খুনীর যেন তাড়া নেই, ধীরেসুস্থে অস্ত্রটা হোলস্টারে পুরল। কাউচ থেকে একটা কুশন নিয়ে চেপে ধরল ভিক্টোরিয়ার নাকে-মুখে। দেহের ভার চাপিয়ে দিল খুনী কুশনের ওপর। শ্বাস আটকে মারবে।

মাথায় বাড়ি খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে ভিক্টোরিয়া। শরীর মুচড়ে ছাড়া পাবার চেষ্টা করল। সুন্দর নখগুলো খামচে ধরল কুশন। তারপর আততায়ীর আঙুল। চামড়ায় গেঁথে গেল ম্যানিকিউর করা নখ। ব্যথা পেয়ে নিচু স্বরে গাল বকল লোকটা।

কুশনের ওপর থেকে চাপ কমাল না একবিন্দু।

বেশ কিছুক্ষণ পর দেহের দু'পাশে পড়ে গেল ভিকির শিথিল দু'হাত। এক পা বেরিয়ে গেল কাউচ থেকে, মৃদু মৃদু আছড়াতে লাগল মেঝের কার্পেটে। তারপর থেমে গেল।

ছাড়ল না খুনী। অনেক তার অভিজ্ঞতা। মনে মনে সেকেন্ড গুনছে। ঠিক তিন মিনিট পর কুশনটা সে সরিয়ে নিল ভিক্টোরিয়ার মুখের ওপর থেকে। একদিকে হেলে পড়ল ভিক্টোরিয়ার মাথা। মুখটা দম নেয়ার শেষ চেষ্টায় হাঁ হয়ে আছে। ডান চোখ আধ খোলা, তাকিয়ে আছে ছাদে। মনে হচ্ছে চোখ টিপছে কাউকে।

পাল্‌স্ দেখার ঝামেলায় গেল না খুনী। সদর দরজায় বল্টু লাগিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল বেডরুমে। জানালা গলে বেরিয়ে গেল। কোন আওয়াজ হলো না এবার।

*

সিঁড়ি বেয়ে ধোঁয়াভরা সেলুনে ফিরে এলো বেনন। মেয়েরা আবার স্টেজে উঠেছে, নাচছে। তাদের মাঝখানে অশ্লীল একটা গান গাইছে লাল চুলের একটা মেয়ে।

মার্টিন হেড এখনও পোকার খেলছে টেবিলে। বেননকে এক পলক দেখল উদ্বিগ্ন চাহনিতে।

খসখসে যৌনাবেদনময়ী কণ্ঠস্বর গায়িকার, শরীর দুলিয়ে গান গাইছে। মাতিয়ে রেখেছে দর্শক-শ্রোতাদের। তালে তালে শিস মারছে তারা। পা ঠুকে তাল দিচ্ছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে থেমে পড়ল বেনন। পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরাল। ভাবছে ওপরতলার মহিলার কথা। দেখল এই মাত্র সেলুনে ঢুকেছে রুব স্মিথ। বারে এসে দাঁড়াল। বেননকে খুঁজছে। কেন এসেছে বুঝে নিতে পারছে বেনন। রুবের হাতটা সিক্সগানের বাঁট থেকে বড় একটা সরছে না। ফুলবাবুর সাজ ছেড়ে

কালো একটা ফ্ল্যানেলের শার্ট আর ধূসর ট্রাউজার্স পরেছে সে। এখন দেখতে আর ততটা খারাপ লাগছে না।

বেননকে দেখতে পেয়েই ঝট করে এক পা সরে দাঁড়াল রুব। গম্ভীর চেহারা আরও কঠোর হয়ে গেল। চোখ সরু করে বেননকে ভস্ম করে দিতে চাইছে।

সেলুনের দরজা খুলে গেল আবার। শর্টি ঢুকল। তার সঙ্গে খবরের কাগজ নিয়ে একটু আগে যে ছোকরা এসেছিল সে-ও আছে। ঠোঁটে তার সার্বক্ষণিক ব্যঙ্গাত্মক হাসি।

বেনন আর রুবকে পালা করে দেখল দু'জন, বুঝে নিল পরিস্থিতি। শর্টি আর ছোকরা সরে দাঁড়াল। অবস্থান নিল দু'জন ব্যাট উইং দরজার দু'পাশে।

একজন দু'জন করে ক্রেতারা বুঝতে পারছে কোথায় যেন গোলমাল হয়ে গেছে, পরিবেশটা আর আগের মতো নেই। আস্তে আস্তে থেমে গেল সমস্ত কোলাহল। গান গাইয়ে হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেল। থম থমে নিরবতা। একবার বেননকে দেখছে সবাই, তারপর চোখ সরে যাচ্ছে রুবের দিকে। শর্টি আর লম্পট ছোকরাও তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে মাঝে মাঝে।

ছোট ছোট দৃঢ় পদক্ষেপে বেননের দিকে এগোল রুব। নিশ্চিত সে। হাতটা সিক্সগানের হাতল ছুঁই ছুঁই।

বরফের মতো জমে গেছে মার্টিন হেড, পাথরের মূর্তির মতো দেখছে অপলক।

'তোমার খোঁজে ফুলটনের অর্ধেকটা ঘুরে এসেছি আমি,' খরখরে গলায় জানাল রুব। 'অনেক আগেই পালানো উচিত ছিল তোমার।'

এড়ানোর কোন উপায় নেই, বুঝতে পারছে বেনন। এটাও বুঝতে পারছে তিনজনের বিরুদ্ধে তেমন কিছু করার নেই ওর।

তা-ও তিনজন পাশাপাশি থাকলে একটা কথা ছিল। তিনজন দাঁড়িয়ে আছে একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মতো। এই মাত্র আরেকজন যোগ হলো। মার্টিন হেডের সঙ্গে টেবিলে বসা পিপ হোলসার উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। হাত উরুর পাশে। বেননকে দেখছে অপলক।

চুপ করে বসে আছে মার্টিন হেড। যেন কোন দিকে কোন খেয়াল নেই, উদাস হয়ে হাতে ধরা শূন্য গ্লাসটা দেখছে।

'কি ব্যাপার, রুব?' কর্কশ গলায় জানতে চাইল পিপ হোলসার।

'এমন কিছু না,' জবাবে বলল রুব, 'আমি একাই যথেষ্ট।' বেননকে দেখাল। 'এই জোকারটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়েছে। ঠিক করেছি লাশ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেব ওর।'

শক্ত হয়ে গেছে বেনন। রুবকে শেষ করতে পারবে ও। সম্ভবত শর্টি আর ছোকরাকেও। কিন্তু পিপ? অত সময় ওকে দেবে না গানফাইটার। বেননের চোখ জেমস ওয়েনকে খুঁজল। নেই সে। এখনও সিঁড়ির তলার সেই টেবিলে যদি বসে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। মার্টিন হেড কিছু করবে বলেও মনে হচ্ছে না।

রুব স্মিথের ওপর এসে স্থির হলো বেননের শান্ত দৃষ্টি। শীতল স্বরে বলল ও, 'বড় বেশি কথা বলো তুমি, রুব। এটা তোমার বদঅভ্যাস।'

'কথা বেশি বলি?' টিটকারির হাসি রুবের ঠোঁটে। 'যা বলি তার বেশিই করব এখন। লাথি মেরে ওই সিঁড়ি থেকে তোমাকে ফেলব আমি, তারপর ঘরময় গড়াগড়ি খাওয়াব, তবে আমার নাম রুব স্মিথ।...অবশ্য অতটা আমাকে করতে হবে না তুমি একটু সাহস দেখিয়ে পিস্তলটা ছুঁলে।'

বেননের কাছে চলে এসেছে রুব, হিংস্র দেখাচ্ছে মুখটা। বাম হাত বাড়াল বেননের শার্টের কলার ধরতে। ডান হাতের থাবা সিক্সগানের বাঁট ছুঁয়ে আছে।

হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল না বেনন। ওর ডানহাত ঝটকা মেরে উঠল। হাতটাকে ঝাপসা দেখাল গতির কারণে। দড়াম করে শক্ত মুঠোটা এসে পড়ল রুবের বাম চোয়ালে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল রুবের মাথা। আধপাক ঘুরে গেল রুব। ওর পেটে হাঁটু চালাল বেনন। রুব ব্যথায় কুঁজো হতেই দেরি না করে বাম হাতের ছোবলে বের করে আনল সিক্সগান। রুবের মাথার ওপর দিয়ে গুলি করল শর্টিকে। মাত্র ড্র করতে শুরু করেছিল শর্টি, বেল্টের বাকলে ·৪৫ বুলেট গাঁথতেই ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল। দেয়ালে বাড়ি খেল। পিঠ ঘষটে বসে পড়ল মেঝেতে। ব্যথায় মুখ বিকৃত করে গোঙাতে শুরু করল।

শর্টির মতো সৌভাগ্য নিয়ে আজকে এখানে আসেনি ছোকরা মস্তান। রিভলভার বের করে ফেলেছে সে। সেটাই তার কাল হলো। বেননের দ্বিতীয় গুলি তার পেটে গাঁথত, কিন্তু সিক্সগানে পিছলে গিয়ে বুকে ঢুকল।

'ভুলেও চেষ্টা কোরো না,' নিচু গলায় সাবধান করল মার্টিন হেড।

পিপ হোলসার পিস্তলের বাঁটে হাত দিয়েছিল। বেননকে সে অনায়াসে গুলি করতে পারত। কিন্তু মাথার ওপর হাত তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। এখনও টেবিলে বসে আছে মার্টিন হেড, কিন্তু এখন তার হাতে তাস নেই। স্টীলের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা চকচক করছে তার হাতে। পিপ হোলসারের বুকে তাক করেছে হেড পিস্তলটা। এক চুল কাঁপছে না তার হাত।

মেঝেতে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে বসে আছে রুব স্মিথ।

মাথা নেড়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চাইছে। চোখের সামনে থেকে ঘোলা ভাবটা কাটতেই মুখ তুলে বেননকে দেখল সে। দ্রুত হাত বাড়াল সিক্সগানের দিকে। হলদে চোখ থেকে বিদ্বেষ ঝরছে।

লাথি মেরে লোকটার হাত থেকে সিক্সগান খসিয়ে দিল বেনন। অস্ত্রটা মেঝের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল কাছের টেবিলটার তলায়। ব্যথায় একটা চিৎকার করে থেঁতলানো আঙুল চেপে ধরল রুব, হিংস্র কুকুরের মতো দাঁত আর মাড়ি বের হয়ে এসেছে তার।

এক পা এড়িয়ে সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নামল বেনন। একই সময় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রুব, শরীর ঘুরিয়ে ডান হাতে ঘুসি মারল বেননের থুতনি লক্ষ্য করে। বাম হাত দিয়ে জুডোর কায়দায় ঘুসিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল বেনন। রুবের মুঠো বের হয়ে গেল ওর কানের পাশ দিয়ে। দেরি না করে এগিয়ে আসা রুবের দিকে আরেক পা এগোল বেনন। গায়ের ওজন চাপিয়ে দিল সিক্সগান ধরা শক্ত হাতে। সিক্সগানের প্রায় পুরো নলটা গেঁথে গেল রুব স্মিথের পেটে।

ব্যথায় কুঁকড়ে গেল রুব। পেটে বেননের লাথি পড়ল। ছিটকে পিছিয়ে গেল লোকটা। পড়ে যাচ্ছে। চট করে সামনে বেড়ে তার কলার চেপে দাঁড় করাল বেনন, পরমুহূর্তে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিল। কাটা কলাগাছের মতো মেঝেতে পড়ে গেল রুব শরীর মোচড়াচ্ছে ব্যথায়।

পিপ হোলসার তিক্ত, বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। দেখছে মেঝেতে পড়ে থাকা রুব স্মিথকে।

গানম্যানের দিকে তাকাল বেনন। রুবকে আঙুল তুলে দেখাল। 'এ কি তোমার বন্ধু নাকি?'

ঠোঁট চাটল হোলসার। শ্রাগ করল।

সিক্সগানটা হোলস্টারে পুরে বারের দিকে পা বাড়াল বেনন। বারে কনুই ঠেঁকিয়ে দাঁড়াল। ওখান থেকে দেখল গানম্যানকে। শান্ত স্বরে বলল, 'উঠে বসার মতো অবস্থা হলে ওকে বুঝিয়ে দিয়ো যে ইচ্ছে করলে ওকে আমি মেরে ফেলতে পারতাম।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে হোলসার। 'হাত নামাও, সাবধানে।' মার্টিন হেডের অনুমতি পাবার পর হাত দুটো ধীরে ধীরে নামাল লোকটা মাথার ওপর থেকে।

সেলুনের দরজার কাছে চলে এসেছে বেনন। ওখানেই দাঁড়াল। উদ্যত পিস্তল হাতে পিছিয়ে ওর পাশে চলে এলো মার্টিন হেড। দু'জন একসঙ্গে বেরিয়ে এলো নিরব সেলুন থেকে। ওদের পেছনে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে এদিক ওদিক করছে ব্যাট উইং দরজা।

ওরা বাইরে বেরিয়ে অপেক্ষা করল। সেলুনের ভেতর হঠাৎ করে কোন কোলাহল শুরু হলো না। নিচু স্বরে কথা বলছে সবাই। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জরন।

হিচরেইল থেকে দড়ি খুলে ঘোড়ায় চেপে বসল দু'জন। 'জেমস কোথায়?' বেনন জিজ্ঞেস করল।

'জানি না।' মাথা নাড়ল হেড। কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি লুকানো থাকল না।

ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের। অন্ধকার গলি থেকে একটা ছায়া বেরিয়ে এলো। এক চিলতে হলুদ আলোয় জেমস ওয়েনের কঠোর চেহারাটা দেখা গেল।

'তাজা বাতাসের জন্যে একটু বেরিয়েছি, অমনি ভেতরে দোজখ ভেঙে পড়ল।' হতাশ শোনাল জেমস ওয়েনের কণ্ঠ। স্যাডলে এসে উঠল লোকটা।

হিচর‍্যাক থেকে স্পিডিকে সরিয়ে নিল বেনন'। ওর পাশে চলে এলো মার্টিন হেড। 'যাচ্ছি কোথায়, বেনন?'

'স্ট্যান্ডিশ হাউজ হোটেলে,' জবাব দিল বেনন। 'রাতটা আমরা ওখানেই কাটাব। দেখা যাক সকালে ঘটনা কোন্ দিকে গড়ায়।'

হাসল জেমস ওয়েন। 'আমি ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের নামে যা শুনেছি তা সত্যি হলে সকালে অনেক কিছুই ঘটবে।'

ভ্রূ কুঁচকে আছে বেননের। জেমস ওয়েনকে দেখল একবার। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'যাই ঘটুক পিছাব না আমরা।'

মাথা দোলাল ওয়েন। 'তা ঠিক।'

জেমস ওয়েনের মুখে তাকিয়ে আছে মার্টিন হেড। দৃষ্টিতে অদ্ভুত বিতৃষ্ণা।

*

অনেক অনেকক্ষণ পর পেকোস বার ছেড়ে বের হলো রুব স্মিথ। এতক্ষণ লেগেছে তার সামলে নিয়ে দু'পায়ে উঠে দাঁড়াতে।

বাইরে এসে ঘোড়ায় চেপেছে সে, এগিয়েছে সরু একটা ময়লা গলি ধরে। শহরের পুব প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে গলিটা। তারপর আছে অস্পষ্ট একটা প্রায়-অব্যবহৃত ট্রেইল। সেই ট্রেইল ধরেছে সে। বেশ খানিক দূরে টিলার কোলে আছে ছোট্ট একটা কেবিন। দেখে ওটাকে পোড়ো মনে হয়। ওটার সামনে ঘোড়া থামিয়েছে সে।

মাথার ওপর চাঁদটা ঝাপসা দেখাচ্ছে। বাতাস ভেজা ভেজা।

কেবিনের সামনে অপেক্ষা করছে রুব। অধৈর্য লাগছে তার।

বেশ কিছুক্ষণ পর কেবিনের দরজা খুলল। যে খুলল সে আঁধারেই থাকল, দেখা গেল না তাকে।

'রুব?'

'ঝামেলা হয়েছে,' কর্কশ গলায় জানাল রুব স্মিথ। 'পিট মারা গেছে এক আগন্তুকের হাতে। শর্টি একটুর জন্যে বেঁচে গেছে।' উত্তেজিত গলায় পেকোস বারে কি ঘটেছে জানাল সে। শেষের

দিকে এসে তার খেয়াল হলো নিজের সম্মান বাঁচানো দরকার। এই বলে শেষ করল, 'আমি ওকে গুরুত্ব না দিয়ে আজকে একটা ভুল করেছি। আগামীবার একই ভুল হবে না। তুমি তো জানোই, কাল ওকে শেষ করে দেব আমি।'

এতক্ষণ চুপ করে শুনেছে কেবিনের লোকটা। এবার তিক্ত স্বরে বলল, 'আরে, গাধা, পরেরবার মাতবরী করতে গেলে বেঘোরে মরবে তুমি ওর হাতে। দীর্ঘদেহী সেই আগন্তুকের পরিচয় জানো? ও রক বেনন! মন্ট্যানার বেনন!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রুব স্যাডলে। 'সত্যি!'

'না জেনে কখনও তোমাকে কিছু বলেছি!' জবাবে খেঁকিয়ে উঠল অন্ধকারের বাসিন্দা। গলা একটু নরম করে উপদেশের সুরে বলল, 'ওর কাছ থেকে দূরে থেকো। তোমার ভাই রক বেননের ব্যবস্থা করবে।'

'ও তো ট্র্যাক টাউনে।' চোখ চকচক করে উঠল রুবের। 'রক বেননের ব্যবস্থা আমিই করব।'

'একবার তো বলেছি ব্ল্যাকজ্যাকের হাতে ওকে ছেড়ে দাও। মিথ্যে গর্বের কারণে মরার কোন অর্থ হয় না। এখন কোন ভুল করে বোসো না, সব পণ্ড হয়ে যাবে।'

কথা শেষে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারের আগন্তুক ধরেই নিয়েছে তার কথা মেনে নেবে রুব।

দরজা বন্ধ হবার পরও নড়ল না রুব। চোখে ঠাণ্ডা রাগ নিয়ে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরতি পথ ধরল।

পাঁচ

ফুলটনের পুরোনো স্থাপনাগুলোর মধ্যে স্ট্যান্ডিশ হাউজই সবচেয়ে প্রাচীন এবং বিশাল। হোটেলের ডাইনিং রুমটাও আনুপাতিক হারে প্রকাণ্ড, কিন্তু প্রতিদিন খাবারের সময় হলঘরে চেয়ারে টান পড়ে। আজকে সকাল অবশ্য ব্যতিক্রম। মাত্র কয়েকটা টেবিল পূর্ণ হয়েছে। জানালার কাঁচে বাড়ি খাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা। ঘরের তাপমাত্রা বেশি বলে জানালার কাঁচগুলো অস্বচ্ছ হয়ে গেছে।

নাস্তার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে বেনন, এমন সময়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো মার্টিন হেড। বেননের টেবিলেই বসল। মার্টিন হেড আর জেমস ওয়েন একই রুমে উঠেছে খরচা কমানোর জন্যে।

'ওয়েন এখনও ঘুমাচ্ছে,' বেননকে সিঁড়ির দিকে তাকাতে দেখে বলল হেড। বেননের সামনে একটা কাগজ রাখল। 'কাউন্টারে এটা পেয়ে নিয়ে এলাম। মনে হয় তোমার পড়া দরকার।'

হেডকে দেখে মনে হচ্ছে সারারাত ঘুমায়নি। মুখটা ক্লান্ত, গম্ভীর, বিষণ্ন।

কাগজে চোখ বোলাল বেনন।

ওয়ান্টেড!

ফুলটনের জন্যে টাউন মার্শাল।

অস্বস্তিকর কোন প্রশ্ন করা হবে না। পর্যাপ্ত বেতন।

যোগাযোগের ঠিকানা:

জন কার্লসন,

সিটি কমিশনার।

'শহরের মানুষ নিশ্চয়ই অতিষ্ঠ,' বেননের পড়া শেষ হতে মন্তব্য করল মার্টিন হেড। 'বাধ্য না হলে এরকম বিজ্ঞাপন দিত না ওরা।' পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে নাকের দুই ফুটোয় ঠুঁসল সে। জোরে জোরে বারকয়েক শ্বাস টেনে মাথা দোলাল আরামে। 'আহ্!' তাকাল বেননের দিকে। 'কাল রাতে কোন অগ্রগতি হলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'তেমন কিছু না। শুধু জানা গেছে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ অন্য কারও নির্দেশ পালন করছে কেবল, সে নিজে এসবের হোতা নয়।' ভ্রূ কুঁচকাল। 'আমার ধারণাটাই সঠিক হলো। ব্ল্যাকজ্যাক নিজে ডেজার্ট লাইন বন্ধের সঙ্গে জড়িত হলেও এসবের মাথা অন্য কেউ।'

'ব্ল্যাকজ্যাককে চালাচ্ছে কে?'

'জানি না এখনও। আশা করছি আজকে জানব। অবশ্য মহিলা যদি শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে না যায়।' ভিক্টোরিয়া কেয়ার্নসের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটা মার্টিন হেডকে খুলে বলল বেনন।

বেননের কথা শেষ হতে মাথা নাড়ল হেড। 'মহিলা পিছাবে না। ওর আক্রোশ আছে লোকটার প্রতি।' চোখ জোড়া সরু হলো তার। 'ওকে হারালে আর কোন সূত্র নেই, বেনন।' আরও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। বেননের পেছনে তাকাল। মুখটা

কঠোর হয়ে উঠল। হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে। নিচু গলায় বলল, 'লোক আসছে আমাদের কাছে।'

ঘাড় ফেরাল বেনন। দরজা ঠেলে ঢুকেছে দু'জন লোক, ওখানেই দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তাদের একজন লম্বা, চুলগুলো ধূসর। দেখলেই মনে হয় বেশ দক্ষ সে তার কাজে। কাজটা কি তা আল্লাই জানেন। ব্যাঙ্কার হতে পারে, হতে পারে বড় কোন ব্যবসায়ী। এই মুহূর্তে তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। তার সঙ্গের লোকটা বেঁটে, গোলগাল গোছের। এর নাম দেয়া যেতে পারে ডিব্বা, ভাবল বেনন। তার মুখটা চওড়া, লম্বা সঙ্গীকে কি যেন বলে পা বাড়াল বেননের টেবিলের দিকে।

বাইরে ঝরঝর করে ঝরছে বৃষ্টি। ছাঁট এসে লাগছে জানালার কাঁচে। পরিবেশটা এমন যে মন বিষণ্ন করে দেয়। যে দু'একজন নাস্তা খাচ্ছে, বসে আছে তারা বিরস বদনে। হলঘরে কথা বলছে না কেউ। শুধু আগুয়ান দু'জনের জুতোর মশ্‌মশ্‌ আওয়াজ হচ্ছে।

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন। 'শুপ্রভাত,' মাথা নুইয়ে আনুষ্ঠানিকতা করে বলল লম্বা লোকটা। তার কণ্ঠস্বর চমৎকার। মসৃণ, গাইয়েদের মতো। 'আমি জন কার্লসন।' মাথা কাত করে বেননের সামনে পড়ে থাকা কাগজটা দেখাল সে। 'আমার বিজ্ঞাপনটা তাহলে তোমার চোখে পড়েছে।' বেঁটেকে দেখাল সে। 'এ জর্জ মেলভিল। খবরের কাগজটা ওরই।'

নিজের পরিচয় দিল না বেনন। মার্টিন হেডকেও পরিচয় করিয়ে দিল না আগন্তুকদের সঙ্গে। শুধু হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসো।'

আসন গ্রহণ করল দু'জন। কার্লসন চকিতে তাকাল মার্টিন হেডের দিকে। পরমুহূর্তে মনোযোগ দিল বেননের প্রতি। সময় নষ্ট করার লোক নয় সে, সরাসরি কাজের কথা পাড়ল। 'জর্জ কাল

রাতে পেকোস বারে ছিল। ওর কাছে শুনলাম কি ঘটেছে।'

অপেক্ষা করল বেনন। আধখোলা চোখে চেয়ারে হেলান দিল মার্টিন হেড।

'টাউন মার্শাল হিসেবে তোমাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। কাজটা আমরা তোমাকেই দিতে চাই।' যতটা নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করল ততটা পারল না কার্লসন। তাগিদটা ঠিকই প্রকাশ পেয়ে গেল কণ্ঠস্বরে।

ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের। ভাবল খানিকক্ষণ। এভাবে শহরের ঝামেলায় নিজেকে জড়ানোর ইচ্ছে নেই ওর। অন্য কাজে এসেছে ও, প্রতিশোধ নিতে।

'হঠাৎ আমি কেন?' অলস গলায় জিজ্ঞেস করল ও। 'তোমরা তো আমাকে চেনো না।'

এতক্ষণে মুখ খুলল ডিব্বা। রুক্ষ কর্কশ তার কণ্ঠ এবং বলার ভঙ্গি। এক মুহূর্তে বেনন বুঝে গেল পচা খাবারের ডিব্বা ছাড়া লোকটা আর কিছু না। *পচা খাবার নাকি···খবর?* আর কিছু ভাবতে পারল না, মনোযোগ দিতে হলো ডিব্বার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা শব্দে।

'কাল রাতে দেখলাম তোমাকে!' দেখেই কৃতার্থ করে দিয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলছে ডিব্বা। 'ভালই দেখিয়েছ। রুব স্মিথ একটা শিক্ষা পেয়েছে। একজন মরেছে সেটাও ভাল। ওদের মরাই উচিত। যারা অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের মরাই উচিত।' চট করে একবার বেননকে দেখল কার্লসন অপ্রস্তুত চেহারায়। ডিব্বার কোন খেয়াল নেই, বলে চলেছে, 'আমি তোমাকেই মার্শাল করলাম।'

'তোমার একার সে অধিকার নেই,' ধীর গলায় বলল বেনন। 'থাকলেও পারতে না, কারণ আমি রাজি নই।'

ডিব্বার মুখ হাঁ হয়ে গেল। 'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।' সায় দিল বেনন। 'আমি রাজি নই।'

'আমরা ভাবছিলাম তুমি মার্শাল হতে রাজি হবে,' হতাশ গলায় বলল কার্লসন। অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। 'শহরে আর এমন কেউ নেই যে ব্ল্যাকজ্যাকের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। দলে ওরা অনেক ভারী। বাজে লোক সবাই।' আফসোস করে মাথা নাড়ল্। বেনন চুপ করে শুনছে দেখে একটু আশান্বিত হয়ে বলল, 'পরিস্থিতি তাহলে খুলেই বলি। শেরিফ জন ওয়েন মারা যাবার পর থেকে শহরে আইন বলতে কিছুই নেই। কেউ রাজি না মার্শালের দায়িত্ব নিতে। আমরা যোগাযোগ করায় ইউ এস মার্শালের অফিস থেকে একজন অফিসার এসেছিল। দু'দিন পরই আততায়ীর হাতে মারা যায় লোকটা।

'আমরা যে শুধু শহরের জন্যে আইনরক্ষী খুঁজছি তা নয়। এখন পর্যন্ত শহরের ভেতরে ব্ল্যাকজ্যাক তার গুণ্ডাদের মোটামুটি সামলেই রেখেছে। সমস্যা হচ্ছে কে যেন রেলরোড ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। গতমাসে ডিনামাইট দিয়ে দুটো ট্রেন লাইনচ্যুত করা হয়েছে। অথচ আমাদের এই ফুলটন শহরের জন্যে রেলরোড অত্যন্ত জরুরী। রেলরোড না থাকলে শহরটা মরে যাবে।'

কিছুক্ষণ নিরব থেকে জিজ্ঞেস করল বেনন, 'তোমার কি ধারণা, ব্ল্যাকজ্যাক-স্মিথ রেলরোড ধ্বংস করছে?'

ঠোঁট উল্টে নিশ্চিত ভাবে জানে না সেটা প্রকাশ করল কার্লসন। কাঁধ ঝাঁকাল। চুপ করে আছে।

'ও দায়ী হলেও একটা লোক পাবে না তুমি যে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।' গোল মাথাটা নাড়ল পাবলিশার। 'বলতে হয় না কে দায়ী। ব্ল্যাকজ্যাক তার দলবল নিয়ে হাজির হওয়ার পরই রেলরোড নিয়ে সমস্যা শুরু হয়েছে। শেরিফ জন ওয়েনও এই

লাইনেই চিন্তা করছিল, সেজন্যেই গে ডগ সেলুনে গিয়ে ব্ল্যাকজ্যাককে শাসিয়েছিল। ওখানেই বেশিরভাগ সময় কাটায় বদমাশগুলো। গে ডগ সেলুনটা শহরের নুতন অংশে, ব্রিজের ওপারে।...সে যাই হোক, শেরিফ ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথকে বলেছিল দলবল নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। সাহসী আর সৎ লোক ছিল ওয়েন, খোদ শয়তানকেও ভয় পেত না, কিন্তু মরে যেতে হলো তাকে। মেরে ফেলা হলো। উইলকার রবিন্স ছাড়া আর কেউ দেখেনি ওয়েনের ফাঁসি, কিন্তু উইলকার নিজেও মারা গেছে, কাজেই সাক্ষ্য দেবার কেউ নেই। পরের রাতে ওয়েনের ডেপুটিকে কারা যেন একটা গলির ভেতরে নিয়ে গিয়ে পেটাল। প্রায় পঙ্গু হয়ে গেল লোকটা। মনোবল ভেঙে গেল। শারীরিক ভাবে সেরে উঠেই শহর ছেড়ে চলে গেছে বেচারা।'

আবার মাথা নাড়ল বেনন। টাউন মার্শাল হয়ে সমস্যার সমাধানের কোন ইচ্ছে ওর নেই। 'আমি সত্যি দুঃখিত,' নরম গলায় বলল ও, 'ওয়েন যেটা পারেনি সেটা আমি পারব এটা ভাবার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া কাজটা আমি নিতে ইচ্ছুক নই।'

গাল চুলকাল কার্লসন। 'জর্জ কালকে তোমাকে লড়তে দেখেছে। ওর ধারণা তুমি পারবে। তাছাড়া কালকের ঘটনার পর তোমার সামনে এখন দুটো মাত্র পথ খোলা আছে। হয় তোমাকে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে, নয়তো ব্ল্যাকজ্যাকের দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। যদি থাকাই মনস্থ করো তাহলে টাউন মার্শালের বাড়তি সুবিধেটুকু ছাড়বে কেন? আমাদেরও উপকার হয়।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল বেনন। সিটি কমিশনার একটা কথাও ফালতু বলেনি। চিন্তিত চেহারায় নিশ্চুপ মার্টিন হেডের দিকে তাকাল ও। নজরটা একটু ওপরে উঠল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে

আসছে জেমস ওয়েন। ওদের টেবিলে আরও দু'জন লোক আছে দেখে মুহূর্তের জন্যে সে একটু থমকাল। তারপর নামতে শুরু করল আবার।

'আমি নিজস্ব কারণে তোমাদের প্রস্তাবে রাজি হতে পারছি না,' বলল বেনন। কফিতে চুমুক দিল। 'কিন্তু শেরিফের ভাই হয়তো মার্শাল হতে রাজি হতে পারে।'

কার্লসনের ভ্রূ কুঁচকে গেল। 'ভাই? আমি জানতাম না জন ওয়েনের কোন ভাই আছে!'

এই প্রথমবারের মতো মুখ খুলল মার্টিন হেড। 'তোমরা মার্শাল খুঁজছ। সে তার দায়িত্ব পালন করলেই চলবে, এই তো? আমি তোমাদের প্রস্তাবে রাজি আছি।'

ভ্রূ কুঁচকে মার্টিন হেডকে দেখল বেনন। মার্টিন হেড তাকিয়ে আছে আগুয়ান জেমস ওয়েনের দিকে। ঠোঁটের কোণে সিগার ছাড়া তাকে আজকেই প্রথম দেখল বেনন।

'কি প্রস্তাব, হেড?'

'টাউন মার্শাল,' বলল খর্বকায় প্রাক্তন রেঞ্জার। কার্লসন আর পাবলিশারের ওপর থেকে ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। 'রাতে পেকোস বারে যা ঘটেছিল তাতে আমিও ছিলাম।' মনে করিয়ে দিল সে। 'ওই পরিস্থিতি আমিও সামলাতে পারতাম। যতটা প্রয়োজন সেটা আমি করেওছি।...আর আপাতত শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন ইচ্ছেও আমার নেই।'

দ্বিধা করছে কার্লসন। মেলভিলের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হতাশ হয়েছে সে।

'আমি বেননের মতো অস্ত্রে অত চালু নই,' বলল মার্টিন। জেমস ওয়েনকে দেখাল। 'কিন্তু আমার পার্টনার আমার সঙ্গে থাকবে।...কি, সঙ্গে থাকবে না, জেমস?'

'থাকব,' একটু দ্বিধা করে বলল ওয়েন। 'ঠিক আছে, আছি আমি। কিন্তু একটা কথা না বললেই নয়, হেড, মার্শালের চাকরি নেয়াটা তোমার একটা বোকামি হলো।'

চেয়ার ছাড়ল কার্লসন। 'ঠিক আছে, এক ঘণ্টা পর তোমরা শেরিফের অফিসে এসো, মার্শালের ব্যাজ পেয়ে যাবে।' বেননের দিকে তাকাল। 'তুমি কি শহরেই থাকার কথা ভাবছ নাকি?'

'আপাতত।

কার্লসনের পাশে উঠে দাঁড়াল মেলভিল। গম্ভীর চেহারা। বলল, 'জানি না কি নিয়ে তোমার আর রুব স্মিথের মধ্যে গণ্ডগোল, হয়তো তুমিও ব্ল্যাকজ্যাকের লোকদের মতোই আরেক ফাস্ট গান, কিন্তু একটা কথা বলছি, মনে রেখো বাঁচতে চাইলে, এখন থেকে অন্ধকার গলির ব্যাপারে খুব সাবধান।'

কার্লসনের পিছু নিয়ে সে-ও হোটেল থেকে বেরোবার দরজার দিকে চলল।

বেননের উল্টোপাশের চেয়ারে বসল জেমস ওয়েন। রং চটা রেঞ্জের পোশাকের ওপর একটা ব্রাশ জ্যাকেট পরে আছে। জ্যাকেটের বোতামগুলো খোলা। কোমরে গানবেল্ট দেখা যাচ্ছে, বুলেটের পিতলের খোল ঠাণ্ডা হলদেটে সোনালী আলো ছড়াচ্ছে। দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত স্কিন টাইট কালো গ্লাভসে ঢাকা।

কৌতূহলে চকচকে চোখে মার্টিন হেডের দিকে তাকাল সে। 'তুমি কি সত্যিই সিরিয়াস?'

কফির কাপ থেকে চোখ তুলল না মার্টিন হেড। বেননের মনে হলো মনের ওপর মস্ত একটা বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে লোকটা। সম্ভবত এমন কিছু গোপন করছে যেটা ওর জানা প্রয়োজন। এ'দুজন জোটার পর যে অস্বস্তি লেগেছিল সেই বোধটা আবার ফিরে এলো ওর মনে। মনে হচ্ছে ওদের নিজেদের ভেতরেও কোন

গণ্ডগোল আছে।

'আবার আইনের ব্যাজ পরতে ভাল লাগবে আমার,' অবশেষে বলল হেড। 'এবার আমি দায়িত্ব পালনে পিছ পা হবো না।' নিচু গলায় বলল, 'ওয়েন, তুমি তো ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এসেছ। সেই সুযোগ এসেছে। তোমার সাহায্য পেলে সত্যিই আমার উপকার হবে, বাছা।' কফির কাপ থেকে চোখ তুলে সরাসরি ছেলের বয়সী জেমস ওয়েনের দিকে তাকাল।

মৃদু হাসছে জেমস ওয়েন। সরু দু'ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধার ছাপ পড়ল চোখে। চোয়ালের একটা পেশি তিড়িক করে লাফিয়ে উঠল। এই প্রথম লোকটার চেহারায় অনুভূতির ছাপ দেখতে পেল বেনন।

'ঠিক আছে,' শ্বাস ফেলে বলল ওয়েন। 'আমি আছি তোমার সঙ্গে।'

চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে পড়ল বেনন। 'আমিও আছি, মার্টিন,' বলল ও। 'তিনজন আমরা একই সঙ্গে শহরে এসেছি। আমিও আছি। এখন আমি যাব একজনের সঙ্গে দেখা করতে। আশা করছি ফেরার পর তোমাদের বলতে পারব ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ ছাড়াও আর কার বিরুদ্ধে আমাদের লাগতে হবে।'

'আমি শেরিফের অফিসেই থাকব,' কথা দিল মার্টিন হেড। বেননকে দৃঢ় পায়ে চলে যেতে দেখল। দীর্ঘ সময় নিরব থাকল সে। তারপর শীতল চোখে জেমস ওয়েনকে মাপল। ধীর অথচ কড়া গলায় বলল, 'আমরা কথা দিয়েছি দরকার হলে ওকে সাহায্য করব। বাছা, ওর বিশ্বাস আমরা নষ্ট করব না, কেমন?'

মার্টিন অনিশ্চিত বোধ করছে তাই শেষ দিকে কথাটা প্রশ্ন হয়ে গেল। ওর চোখ জেমস ওয়েনের মুখের ওপর ঘুরছে। আস্থা করার মতো কিছু দেখছে না। অসুস্থ বোধ করল সে।

'আর কি করতে পারতে, মার্টিন? যা করেছ তা তো করেছ। ছোঁড়া তীর ফেরানো যায় না।' মনের ভেতর আশাহত কণ্ঠস্বর তাকেই বিদ্রূপ করল যেন।

*

হোটেলের স্টেবল থেকে স্পিডিকে বের করে রওনা হলো বেনন। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে মাথা নিচু করে রেখেছে। পথে ডাক্তার রবার্ট কূকের সঙ্গে দেখা হলো ওর। বাকবোর্ড চালিয়ে শহরের বাইরে যাচ্ছে লোকটা খারাপ আবহাওয়ার তোয়াক্কা না করে। নিশ্চয়ই দূরে কোথাও কল পড়েছে। বেননকে দেখে কথা বলার জন্যে থামল ডাক্তার, হাত নাড়ল। বেনন পাশে আসতেই স্পিডির সঙ্গে তাল রেখে পাশপাশি বাকবোর্ড ছোটাল।

'মিস্টার গ্রোভার কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'ভাল,' পেশাদারী ভঙ্গিতে মতামত দিল ডাক্তার। 'ওঁর কাজটাই এমন যে মাথা ব্যথা হতে বাধ্য।' একটু দ্বিধা করল সে। 'শুনলাম কাল রাতে কি ঘটেছে। শর্টির পেটে আমি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছি।' সামনে ঝুঁকে বসল। চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ। 'রুব স্মিথ মারা গেলে আমি খুশি হতাম, রক।'

শ্রাগ করল বেনন। 'আমার ধারণা বেশ অনেক দিন সেজকে বিরক্ত করার সাহস পাবে না রুব স্মিথ।'

কথাটা ডাক্তারকে নিজের অযোগ্যতা মনে পড়িয়ে দিল। আড়ষ্ট গলায় জবাব দিল সে। 'তুমি চলে যাওয়ার পর সেজও গতকাল এই একই কথা বলল। আমিও ওর মতো নিশ্চিন্ত হতে পারলে বেঁচে যেতাম। সমস্যা হচ্ছে, আমি চিনি না তোমাকে কেন ফুলটনে এসেছ তাও জানি না। ধরে নেয়া যায় যে তুমিও ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের মতোই আরেক গানম্যান। সেজ তোমাকে বিশ্বাস করছে যদিও।' লাল হয়ে উঠল ডাক্তারের চেহারা। কণ্ঠস্বর

কর্কশ হয়ে গেল। 'মনে হচ্ছে সেজ তোমার প্রেমে পড়ে গেছে। সেজন্যে ওকে আমি দোষ দিতে পারছি না। এই শহরে যা পরিস্থিতি তাতে যেকোন মেয়ে নিরাপত্তার অভাব বোধ করবে। ও-ও করছে তাই। ওর বাবা এত বুড়ো হয়ে গেছে যে...আর আমি...'

'তুমিই সেজের নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট,' নিচু গলায় বলল বেনন। 'আমি হলে সেজকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতাম না।...আর একটা কথা, জানতে চাইছ তাই বলছি, এখানে আমি যেকাজে এসেছি তাতে রেলরোডের লাভ হবে। গ্রোভারদেরও উপকার হতে পারে আমার কারণে।'

'কথাটা শুনে ভাল লাগল।' সীটে হেলান দিল রবার্ট কৃক। রাশ হাতে নিয়ে বলল, 'আমি ট্র্যাক টাউনে যাচ্ছি।' থামল একটু, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ক্রিস লংনেকারকে চেনো?'

'কেন?'

'সকালে দূর থেকে একজনকে দেখলাম। মনে হলো ক্রিস লংনেকারকে দেখলাম।' মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'ভুল দেখেছি।' হাসল সে শঙ্কা এবং সন্দেহমুক্ত চেহারায়। 'সেজ তোমাকে রাতে সাপারের দাওয়াত দিয়েছে। গ্রোভারদের বাড়ি ফ্লিন্ট স্ট্রিটে। বিরাট একটা কটনউড গাছের নিচে সাদা বাড়িটা।'

হাত নেড়ে বিদায় নিল বেনন। দেখল বাকবোর্ডের চাকা গড়াতে শুরু করেছে কাদার ওপর দিয়ে। ডাক্তারের কথাটা একটু নেড়েচেড়ে দেখল ও। সত্যি যদি লংনেকার আসত তাহলে ডিপোতে নিশ্চই যেত। না গেলেও যোগাযোগ অন্তত করত গ্রোভারের সঙ্গে যেভাবেই হোক।'

রাস্তার দু'পাশে বৃষ্টিভেজা কাঠের বাড়িগুলো ঝিম মেরে আছে। মাথার ওপর ধূসর আকাশ আর রাস্তায় প্যাচপ্যাচে কাদা–মনটা বিষণ্ন আর একাকী করে দেয়া জঘন্য একটা

পরিবেশ। চিন্তার মোড় ভিক্টোরিয়া কেয়ার্নসের দিকে ঘুরিয়ে দিল বেনন। বাইরে বেরোনোর জন্যে আজকের দিনটা একেবারেই অনুপযুক্ত। এই আবহাওয়ায় বেরোতে রাজি হবে তো, নাকি আবার দেরি করিয়ে দেবে?

ব্রিজ পেরোনোর সময় স্পিডির খুর ফাঁপা শব্দ তুলল। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। সতর্ক হয়ে আছে বেনন, চোখ দুটো সর্বক্ষণ বিপদ খুঁজছে। কাল রাতের ঘটনার পর অসতর্ক হবার অবকাশ নেই। ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের দলবল ওকে এত সহজে ছেড়ে দেবে না।

কোন বিপদ ঘটল না। সেলুনের হিচর‍্যাকে স্পিডিকে বেঁধে বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল বেনন। ব্যাট উইঙের পেছনে পেকোস বারের ভারী দরজাটা বন্ধ। সকালে বার খোলে না এরা।

সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে দরজায় জোরে জোরে নক করল বেনন। কোন সাড়া নেই। একটু অপেক্ষা করে দ্বিতীয়বারের মতো টোকা দিল। নাহ্, খুলছে না। অন্য কোন পথে ঢোকার চেষ্টা করবে কিনা ভাবছে বেনন, এমন সময়ে মৃদু পায়ের শব্দ শুনতে পেল, এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। ছিটকিনি খোলা হলো। সামান্য ফাঁক হলো দরজাটা। সন্দেহপ্রবণ একটা চেহারা উঁকি দিল। লোকটার হাতে ঘর মোছার কাপড়।

'কি চাই?'

ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল বেনন। 'মিস কেয়ার্নসের কাছে এসেছি। ঘুম থেকে উঠেছে সে?'

'অ্যাঁ?'

ভ্রূ কুঁচকে নিয়ে দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করল বেনন। ঘুরে দাঁড়াল ঝাড়ুদার, অনিশ্চিত চেহারায় মহিলার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা দেখল। 'সকালে তো ওকে দেখিনি। রাতে দেরি করে

ঘুমায়।'

আবছা অন্ধকার খালি ঘরে ঘুরে এলো বেননের দৃষ্টি। চেয়ার-টেবিলগুলো সরিয়ে দেয়ালের কাছে রাখা হয়েছে। বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়ার বাসী গন্ধ।

সাদা-কালো একটা বিড়াল নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। ওটার গলায় একটা নীল রিবন। মাঝখানের দূরত্ব নির্বিকার ভাবে পার হয়ে বেননের পায়ে বারকয়েক শরীর ডলল ওটা, তারপর আরাম পেয়ে মিঁয়াওঁ করে ডেকে উঠল।

বিড়বিড় করে ওটাকে গাল দিল ঝাড়ুদার। ঘর মোছার কাপড় দিয়ে বিড়ালটাকে বাড়ি মারার চেষ্টা করল। 'বিড়াল আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। মর্!'

বারের ওপর লাফ দিয়ে উঠল বিড়ালটা, তারপর নেমে গেল ওপাশে। ওটাকে আর দেখা গেল না।

ঝাড়ুদারকে পাত্তা না দিয়ে দোতলায় উঠে এলো বেনন, ভিকির দরজায় টোকা দিল।

কোন প্রশ্ন করছে না কেউ ভেতর থেকে। কোন আগুয়ান আওয়াজ নেই। বেডরুমটা বেশ দূরে, মনে পড়তেই টোকার জোর বাড়াল বেনন।

নিচতলায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে ওর কার্যকলাপ দেখছে ঝাড়ুদার।

আরেক দফা টোকা দিল বেনন। জবাব নেই কোন। ঘরের নিথর নিরবতা উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করছে। মনে হচ্ছে কোথায় কি যেন গোলমাল হয়ে গেছে। নবটা ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করল। ঘুরল না নব। দরজা তালা বন্ধ। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল। মজবুত দরজা সামান্যতম কঁকাল না। দরজা ভাঙতে হলে অনেক কসরৎ করতে হবে।

নিচে নেমে দরজার কাছে চলে এলো বেনন। নিশ্চুপ ঝাড়ুদার নিরবে দেখছে ওকে।

বাড়িটার পেছনে চলে এলো বেনন। হ্যাটের ওপর বৃষ্টির কণা পড়ছে। ঘাড় বেয়ে নেমে যাচ্ছে পানির সরু স্রোত। দ্বিধা জাগছে ওর মনে। ভিকি কেয়ার্নস মনোভাব পাল্টায়নি তো? হয়তো পিছিয়ে গেছে শেষ মুহূর্তে। নিশ্চিত হওয়া দরকার।

বাড়ির উইঙের পাশ দিয়ে ইমার্জেন্সি সিঁড়ি। সিঁড়ির ল্যান্ডিংটা ছোট, কিন্তু মাথার ওপর কাঠের ছাদ থাকায় ওখানে বৃষ্টি পড়ছে না। ল্যান্ডিঙে উঠে এলো বেনন। এদিকের দরজাটাও বন্ধ। বার কয়েক জোরে জোরে নক করল বেনন। কেয়ার্নস যদি ভেতরে থেকেও থাকে, বোধহয় ঠিক করেছে জবাব দেবে না। এখন বোধহয় নিরব থেকে বেননকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

ঘুরে দাঁড়াল বেনন, নেমে আসবে সিঁড়ি বেয়ে, হঠাৎ খেয়াল করল ল্যান্ডিঙের পাশেই ভিক্টোরিয়া কেয়ার্নসের বেডরুমের জানালা। কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ছে। ল্যান্ডিঙের রেলিঙের ওপর ঝুঁকে কাঁচে হাত বোলাল বেনন, ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল।

একটা বিছানার বেশিরভাগটা দেখা যাচ্ছে। দেয়ালের পাশে ওয়ার্ড্রোব। বিছানায় রাতে কেউ শোয়নি, চাদরটা নিভাঁজ।

কৌতূহলী হয়ে উঠল বেনন। সতর্কতা বেড়ে গেল। আস্তে করে জানালার কাঁচ ওপরে তোলার চেষ্টা করল। মসৃণ ভাবে উঠে গেল কাঁচটা। চৌকাঠের ওপর দিয়ে বাম পা গলিয়ে দিল বেনন, সাবধানে ঢুকে পড়ল ভিকির বেডরুমে।

পেকোস বারের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে দু'জন লোক। বেনন জানল না ল্যান্ডিঙের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারা।

'রক বেনন!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রুব স্মিথ। 'এবার ওকে বাগে

পেয়েছি, শর্টি! এমন সুযোগই তো খুঁজছিলাম! বেআইনী ভাবে আরেকজনের বাসায় লুকিয়ে ঢুকেছে শালা!'

সায় দিল শর্টি। 'আমি ওদিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, রুব।' দেরি না করে সিক্সগান বের করে ফেলল সে। পা বাড়াল গলি ধরে।

পেকোস বারের সামনের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল রুব। চট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। লাথি দিয়ে দরজাটা পেছনে বন্ধ করে ঝাড়ুদারের দিকে মনোযোগ দিল।

আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ঝাড়ুদার। রুব স্মিথকে চিনতে পেরে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল তার।

'দূর হও!' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল রুব।

দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন হলো না, হাতের কাপড়টা মেঝেতে ফেলে প্রায় দৌড়ে দরজার কাছে চলে গেল লোকটা। বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

ঝাড়ুদার বিদায় নিতেই দরজাটা বল্টু মেরে বন্ধ করল রুব স্মিথ। হাসছে সে। শীতল, জমাট হাসি। প্রাণহীন। উদ্দেশ্যমূলক।

ছয়

বেডরুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল বেনন। বাতাসে পারফিউমের মিষ্টি মৃদু গন্ধ। গোছানো একটা ঘর। বিছানার চাদর নিভাঁজ। ক্লজিটের ডালা খোলা। কার্পেটের ওপর পড়ে আছে কয়েকটা কাপড়। বেনন

চলে যাবার পর মহিলা বোধহয় বাইরে যাবার কথা ভেবেছিল।

বেডরুম থেকে লিভিং রুমে চলে এলো বেনন। থমকে দাঁড়াল। বুঝতে পারল কেন এত ডাকাডাকিতেও সাড়া দেয়নি ভিকি কেয়ার্নস। হাত-পা ছড়িয়ে একটা কাউচে শুয়ে আছে মহিলা বেকায়দা ভঙ্গিতে। আর কখনও সে কারও ডাকে সাড়া দেবে না।

রিগার মর্টিসের কারণে শক্ত হয়ে গেছে লাশটা।

চটপট পরীক্ষা সেরে নিল বেনন। চুলের নিচে খুঁজে পেল আঘাতের চিহ্ন। বুঝতে পারল এই আঘাতে মরেনি ভিকি। হাঁ করা মুখটা দেখে বোঝা যায় দম নিতে চেষ্টা করেছিল। শ্বাস আটকে খুন করা হয়েছে মহিলাকে। গলায় চাপাচাপির কোন চিহ্ন নেই। মাথার আঘাতটা ছাড়া আর কোন আঘাতের কোন ছাপ নেই।

ভিকি কেয়ার্নসের হাতের আঙুল পরীক্ষা করল বেনন। যা ভেবেছিল তাই। সুন্দর করে ম্যানিকিউর করা নখগুলোর একটা ভাঙা। মাথার পাশে পড়ে আছে কুশনটা। ওটার দিকে এক পলক তাকিয়েই বুঝে ফেলল বেনন, কিভাবে মারা গেছে মহিলা।

সম্ভবত ও বের হয়ে যাওয়ার পরপরই খুন করা হয়েছে মহিলাকে। খুনী বোধহয় বেডরুমে লুকিয়ে ছিল। সবই শুনেছে লোকটা। তারপর কাজ সেরে নিরাপদে চলে গেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল বেনন। গম্ভীর হয়ে উঠেছে চেহারা। মনে হচ্ছে হঠাৎ করেই পথ হারিয়ে ফেলেছে। কাল রাতে ভীত ছিল মহিলা। তবুও সাহায্য করতে চেয়েছিল। এখন সে নিজেই চলে গেছে সব সাহায্যের বাইরে। সমস্ত রহস্য কেন ফাঁস করতে চেয়েছিল মহিলা? ভিকি কেয়ার্নসের বলার ভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছিল লোকটাকে খুব ভাল ভাবে চেনে সে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইঙ্গিত ছিল কথাগুলোয়।

কি বলতে চেয়েছিল মহিলা সেটা জানার আর কোন উপায় নেই? এই অ্যাপার্টমেন্টে এমন কোন চিঠি বা প্রমাণ থাকতে পারে যেটা থেকে বোঝা যাবে কে আসলে নাটের গুরু।

ঘরের মাঝখানে টেবিল। ওটার দিকে পা বাড়িয়ে থমকে গেল বেনন। জমে গেল মূর্তির মতন। জানালার চৌকাঠে বুট ঘষা খেলে যেমন আওয়াজ হতে পারে ঠিক তেমন আওয়াজ হয়েছে বেডরুমের দিক থেকে। এখন কোন আওয়াজ নেই, শুধু বৃষ্টির একটানা ঝিরঝির শব্দ। অপেক্ষা করছে বেনন। দু'মিনিট পেরিয়ে গেল। অস্বাভাবিক কোন আওয়াজ নেই।

টেবিলের কাছে চলে এলো বেনন নিঃশব্দ পায়ে। কালকে কয়েন আর চিঠিটা ওর কাছ থেকে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখেছিল ভিকি কেয়ার্নস। কেউ নেয়নি, ওগুলো সেখানেই আছে। কয়েন আর চিঠিটা পকেটে ভরল বেনন। খেয়াল করল লণ্ঠনের কাঁচ কালো হয়ে গেছে। কেরোসিন শেষ হওয়ার পর সলতে পুড়ে এমন হয়েছে।

ঘরের ওপাশে দেয়ালের গায়ে সাঁটানো আছে একটা ছোট ডেস্ক। ডেস্কের ড্রয়ারগুলো খোলা। ডেস্কের ওপর পড়ে আছে চিঠি আর কাগজপত্র। সব অগোছাল। কিছু একটা খুঁজেছে কেউ তাড়াহুড়োয়। নিঃসন্দেহে খুনীর কাজ। এখন আর ওগুলো ঘেঁটে কোন লাভ নেই। নিশ্চয়ই কোন প্রমাণ রাখেনি খুনী।

ডেস্কের ড্রয়ার বন্ধ করতে গিয়ে আওয়াজটা আবার পেল বেনন। হালকা পায়ের শব্দ। বেডরুমে! স্পষ্ট টের পেল কেউ ওকে দেখছে। ঘাড়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল ওর।

স্রেফ সহজাত প্রতিক্রিয়ার কারণে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেল বেনন। পরের লাফে চলে এলো সদর দরজার কাছে। ঝটকা দিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেলল। এক ধাক্কায় দরজাটা খুলেই ঝট

করে সরে গেল এক পাশে। পিছিয়ে গেল কয়েক পা। ড্র করেই ঘুরে দাঁড়াল বেডরুমের দরজার দিকে।

তাড়া করার ভঙ্গিতে বেডরুম থেকে ধেয়ে বের হলো শর্টি। ডান হাতে সিক্সগান উঁচিয়ে রেখেছে। দরজার কাছে বেননকে পাবার বদলে ঘরের মাঝখানে ওকে দেখে একটু চমকে গেল লোকটা। ওই দ্বিধাটুকুই কাল হলো তার।

পরপর দু'বার গম্ভীর গর্জন ছাড়ল বেননের .৪৫ কোল্ট। ধুলো উড়ল শর্টির শার্ট থেকে। প্রথম গুলিতে থমকে দাঁড়াল শর্টি, দ্বিতীয় গুলির ধাক্কায় পিছিয়ে গেল কয়েক পা। বিস্ফারিত চোখে বেননকে দেখল এক মুহূর্ত। তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। একবার পা আছড়াল মেঝেতে। একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

ঘরের চারদেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল গুলির শব্দ। আস্তে আস্তে দুর্বল হতে হতে মিলিয়ে গেল। নিরবতায় জোরাল শোনাল বৃষ্টির শব্দ। বাতাসের বাড়িতে জানালার কাঁচে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। আগের চেয়ে জোরে নেমেছে বৃষ্টি।

লম্বা পা ফেলে লাশটার কাছে পৌঁছে গেল বেনন, টপকে চলে এলো বেডরুমের দরজায়। ওঘর খালি। বাতাসে খোলা জানালার পর্দা নড়ছে, এছাড়া আর কোন নড়াচড়া নেই। ওই জানালা দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের খুনী স্যাঙাত।

দোতলায় কোন আওয়াজ নেই, কিন্তু তিনতলা থেকে মেয়েদের চেঁচামেচি ভেসে আসছে। তিনতলায় পেকোস বারের নাচুনে মেয়েরা থাকে।

এখানে থেকে আর কোন লাভ নেই। থাকলে ভীত মেয়েদের শত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সে ইচ্ছে নেই বেননের। বারে নামার দরজা গলে ব্যালকনিতে চলে এলো সে। নিচে প্রায়

অন্ধকার বাররূম।

অস্ত্র হাতে তরতর করে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

বামদিকে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল একটা বিড়াল। প্রচণ্ড ব্যথা!

ঝট করে আওয়াজ লক্ষ্য করে ঘুরল বেনন।

রুব স্মিথের প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল পায়ের নিচে বিড়ালটা পড়ায়। চমকে উঠেছিল সে। বেননের মাথার তিনফুট ওপরে কাঠে গাঁথল বুলেট। চাপা স্বরে গাল দিল রুব স্মিথ। বেননকে ব্যালকনিতে দেখে একটু সরে দাঁড়াতে চেয়েছিল সে। কে জানত ভিকির বিড়ালটা আদর পেতে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে! বেখেয়ালে ওটার লেজ মাড়িয়ে দিয়েছে সে।

চমকে দেয়ার সুযোগটা আর নেই। বুড়ো আঙুলে দ্বিতীয়বারের মতো হ্যামার তুলল রুব। ট্রিগারে চাপ দেয়ার আগেই সিঁড়িতে ঝিকিয়ে উঠল একটা লালচে-কমলা আগুন।

গুলির ধাক্কায় আধপাক ঘুরে গেল রুব। বারে পিঠ ঠেকিয়ে নিজেকে সামলাল। গুলি করল আবার। দেখল ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে বেনন। ওপরে আবার আগুনের ঝিলিক। কাঁধে একটা ধাক্কা অনুভব করল রুব। এমনিতেই পড়ে যাচ্ছিল সে। বসে পড়ল মেঝেতে। তারপর শুয়ে পড়ল। কোন ব্যথা অনুভব করছে না। চোখের সামনে মিটমিট করছে অসংখ্য নক্ষত্র।

খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নামল বেনন। সিক্সগান কক করে রেখেছে, বিপদ দেখলেই গুলি করবে। বিরাট ঘরটায় ঘুরে এলো ওর নজর। আর কেউ নেই পেকোস বারে। এমনকি বিড়ালটা পর্যন্ত উধাও, চলে গেছে ভিকির অ্যাপার্টমেন্টে।

গোলাগুলির আওয়াজে মেয়েদের চিৎকার থেমে গিয়েছিল। এখন আবার শোনা যাচ্ছে। এবার আগের চেয়ে জোরাল। সিঁড়ি

বেয়ে নেমে আসছে তারা।

বন্ধ দরজার কাছে চলে এলো বেনন। বল্টু খুলে ফেলল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো বোর্ডওয়াকে। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে আরও।

রাস্তার অপর পাশের একটা দরজায় দাঁড়িয়ে বেননকে পেকোস বার থেকে বের হতে দেখল ঝাড়ুদার। দেখল বিরাট ঘোড়াটায় চড়ে চলে যাচ্ছে লোকটা। ব্রিজ পার হয়ে শহরের পুরোনো অংশের দিকে চলেছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ঝাড়ুদার, তারপর কাদা মাড়িয়ে রাস্তা পার হলো। তার পেছন পেছন আসছে কৌতূহলী জনতা। বৃষ্টি ভেজা অলস সকালে এরকম পাইকারী গোলাগুলিতে শহরে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম মেয়েটা নিচে নেমে এসেছে এমন সময়ে দরজা ঠেলে ঢুকল ঝাড়ুদার। একে একে নেমে আসছে মেয়েরা। তাদের পরনে এখনও উলের পোশাক। বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। চোখে এখনও ঘুম লেগে আছে। মেকআপ নেই। দেখতে ভাল লাগছে না একজনকেও।

রুব স্মিথকে বারের সামনে দেখল ঝাড়ুদার। উঠে বসতে চাইছে লোকটা, দুর্বলতার কারণে পারছে না। ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে একটা মেয়ে। রুবের চোখ তার ওপর স্থির হলো।

'মিলি,' ফিসফিস করে বলল সে, 'রেডকে ডাকো···রেড···' আর কিছু বলতে পারল না, জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল।

অনিশ্চিত চেহারায় চারপাশে তাকাল মিলি। চট করে এক ডলার কামানোর সুযোগটা চিনতে ভুল করল না ঝাড়ুদার, ঘুরে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে ছুটে চলল।

সাত

মৃত শেরিফ জন ওয়েনের অফিস।

ডান হাত ওপরে তুলে কার্লসনের সামনে শপথ গ্রহণ করল মার্টিন হেড।

ঘরের ভেতরে ভ্যাপসা একটা পরিবেশ। শেরিফের ডেপুটিকে পিটিয়ে পঙ্গু বানানোর পর আর কেউ এতদিন এই অফিসে ঢোকেনি। আসবাবপত্রের ওপর ধুলোর একটা মিহি আস্তরণ পড়ে আছে।

বাড়ির পেছন দিকে দুটো সেল। দুটোরই দরজা খোলা। নিরবে যেন বলছে: ফুলটনে আইনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

কার্লসনের সঙ্গে মেলভিলও এসেছে। আরও আছে গম্ভীর কয়েকজন নাগরিক। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা তাদের অস্বস্তিতে ফেলেছে। কেউ তারা কার্লসনের মতো আত্মবিশ্বাসী নয়। ভাবছে না মার্টিন হেড আইনের শাসন কায়েম করতে পারবে।

বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন কৌতূহলী দর্শক। দরজার কাছ থেকে ভেতরের কর্মকাণ্ড দেখছে গভীর মনোযোগে। দু'একজন ফিসফিস করে বাজি ধরছে নতুন মার্শাল কতক্ষণ টিকবে।

কার্লসনের পরিয়ে দেয়া স্টারটা দেখল মার্টিন হেড। চোখ

তুলল। দেখে ফেলল টিটকারির হাসি হাসছে জেমস ওয়েন। একটু থতমত খেয়ে হাসি লুকাল সে।

কার্লসন বলল, 'তুমি যে দায়িত্ব নিচ্ছ তার সম্মানী দেবার টাকা ফুলটন শহরের নেই, হেড।'

থামল সে, ডেস্কের সামনে দাঁড়ানো ক্লান্ত চেহারার খর্বকায় মানুষটাকে দেখল। কার্লসনের নজর স্থির হলো দীর্ঘকায় জেমস ওয়েনের ওপর। সেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। চোখে ঠাট্টা নিয়ে আনুষ্ঠানিকতা দেখছে। কেমন যেন দ্বিধান্বিত হয়ে গেল কার্লসনের মনটা। মার্শাল নিয়োগ করে ঠিক কাজ করছে তো সে?

'আমিই কাজটার জন্যে আবেদন করেছি,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল হেড। 'পারিশ্রমিক নিয়ে চিন্তা করছি না।'

শ্রাগ করল কার্লসন। 'কাজটা অবশ্য সাময়িক।'

মেলভিল বলল, 'যা বলার পরিষ্কার করে বলা উচিত, কার্লসন। এটুকু ওর প্রাপ্য।' মার্টিন হেডের দিকে তাকাল সে। 'নির্বাচনের মাধ্যমে এখানে শেরিফ নির্ধারণ হয়। জন ওয়েন মারা যাবার পর নির্বাচন করার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। দ্বিগুণ বেতনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম।' তিক্ত হাসল সে। 'কেউ চাকরিটা নিতে চায়নি। চেষ্টাই করেনি নিতে। ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেউ চেষ্টা করবেও না। ঝুঁকির পরিমাণটা তোমার জানা প্রয়োজন, তাই বললাম।'

'আমি জানি,' নিচু গলায় বলল হেড।

লম্বা শ্বাস টানল কার্লসন। ধীর গলায় শুরু করল, 'তোমার বেতন...'

'যোগ্যতা দেখে যা ভাল মনে করো দিয়ো,' তাকে থামিয়ে দিল হেড। অধৈর্য বোধ করছে। চাইছে লোকগুলো এখন বিদায়

নিক।

আস্তে করে মাথা দোলাল কার্লসন। 'যদি কোন সাহায্য দরকার মনে করো···পরবর্তীতে বিপদ দেখলে আমাদের···' থেমে গেল সে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

খর্বকায় মানুষটাকে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের দলের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তারা। সাহায্য করতে পারবে বলতে মৌখিক সাহায্য কেবল সম্ভব। তাতে কোন লাভ হবে না। কার্লসন বুঝল এটা মার্টিন হেডও বুঝেছে।

সবাইকে নিয়ে জেল অফিস থেকে বের হয়ে গেল কার্লসন। দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিল হেড, তারপর দরজা বন্ধ করে জেমস ওয়েনের দিকে তাকাল। গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েন। 'বাইরে। অপেক্ষা করছিলাম।'

'কিসের জন্যে?'

জবাব দিল না ওয়েন। হাসছে সে। আনমনে।

মার্টিন হেডের কণ্ঠে সন্দেহের ছোঁয়া। 'আমরা বেননের সঙ্গে ফুলটনে এসেছি কারণ তুমি তাই চেয়েছিলে। আমার সঙ্গে তুমি দেখা করেছ কারণ তুমি জানতে ওপথে আসবে বেনন। আগে তো কখনও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসোনি তুমি! এতগুলো বছর কোথায় ছিলে?'

তিক্ততা চেপে রাখতে চেষ্টা করছে হেড। একটু থেমে কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণে আনল, তারপর বলল, 'তুমি আগেই জানতে রক বেনন ফুলটনে আসবে, তাই না?'

'তোমাকে আগেই বলেছি আমি জানতাম।' সেলের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েন। অলস ভঙ্গি। পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী।

'চমৎকার একটা গপ্প বলেছ তুমি আমাকে,' কড়া গলায় বলল হেড। 'তুমি কে তা জানা থাকায় আমি বিশ্বাস করেছি। আসলে বিশ্বাস করতে চেয়েছি আমি। সেজন্যেই বেননকে মিথ্যে বলেছি যে তুমি শেরিফ জন ওয়েনের ভাই। বেনন আমার কথা বিশ্বাস করায় তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখছে না। বেনন আর আমাকে বন্ধু বলতে পারো। ও আমাকে বিশ্বাস করে!' সশব্দে শ্বাস টানল সে। 'আমি এখন জানি না কি করা উচিত। আমি এটাও বুঝতে পারছি না কেন তুমি এখানে এসেছ।

যুবকের সামনে দাঁড়াল হেড। সন্দেহ, অপরাধবোধ আর তিক্ততা তার দৃষ্টিতে। 'কেন এখানে এসেছ, লিউইস?'

'ওয়েন, মার্টিন, ওয়েন বলে ডাকো,' ঠাণ্ডা স্বরে সতর্ক করল লিউইস।

'কি চাও তুমি এখানে!' আবার জিজ্ঞেস করল হেড। আরও গম্ভীর হয়ে গেছে চেহারাটা।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ওয়েন ওরফে লিউইস। মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো তীব্র ঘৃণা উদ্গিরণ করল। ওই দৃষ্টি দেখেছে মার্টিন হেড। চমকে গেল সে। দু'পা পিছাল।

'আগেই তোমাকে বলেছি,' শান্ত স্বরে বলল লিউইস। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

লিউইস জানে হেড তার কথা বিশ্বাস করছে না। কিন্তু তাতে তার কিছু যায় আসে বলে মনে হলো না। মার্টিন হেডের ওপর থেকে নজর সরাল সে, একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো শীতল হাসিতে। জেল অফিসের দরজাটা খুলে গেছে, ভেতরে ঢুকল বেনন। কনুইয়ের কাছে ওর কোটটা ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া অংশের পর থেকে কোটের রং গাঢ় হয়ে গেছে রক্তে। বৃষ্টির ফোঁটার চেয়ে রংটা গাঢ়।

ভ্রূ কুঁচকে ঘুরে তাকাল মার্টিন হেড।

এক মুহূর্ত দু'জনকে দেখল বেনন, তারপর হাসল। 'ব্যাজ পরায় তোমাকে মানিয়েছে, হেড।' লিউইসের দিকে তাকাল। 'তোমারটা কই?'

শ্রাগ করল লিউইস। 'ভাইয়ের খুনীদের শেষ করতে ব্যাজের সাহায্য লাগবে না আমার।' বেননের প্রতিক্রিয়া দেখছে সে তীক্ষ্ণ নজরে। 'ব্যক্তিগত দায়িত্ব সারার জন্যে বেতন নেব না আমি।'

দু'জনের মাঝখানে সরে এলো হেড। কোটের হাতার দিকে তাকিয়ে আছে। 'গুলি খেয়েছ মনে হচ্ছে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল বেনন। ব্যথাটা এখনও টের পাচ্ছে না। প্রাথমিক শকটা কেটে গেলেই জ্বলতে শুরু করবে। মনটা ব্যস্ত হয়ে আছে পেকোস বারের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করতে।

'সামনে এগোনোর পথ বন্ধ হয়ে গেছে,' বলল ও।

'মেয়েটা পিছিয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল হেড।

'মারা গেছে। আমি কালকে রাতে বেরিয়ে আসার পর কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। একটা কুশন চেপে ধরে শ্বাস আটকে মারা হয়েছে।'

থম মেরে তাকিয়ে থাকল মার্টিন হেড। সেলের সামনে থেকে সরে এলো লিউইস। বুড়ো আঙুল দুটো অলস ভঙ্গিতে কার্ট্রিজ বেল্টের ভেতর গুঁজে রেখেছে। হাতে এখনও সেই কালো রঙের টাইট গ্লাভ্‌স্।

'কুশন চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে, এসব কি বলছ, বেনন?' জিজ্ঞেস করল সে।

ওয়েনকে মহিলার কথা বলেনি, মনে পড়ল বেননের। এখন খুলে বলল। রাঁদা করা কয়েন আর চিঠির কথা গোপন করে আর লাভ নেই।

শেষে বলল, 'আমার কপালটা ভাল। রুব যদি বেড়ালের গায়ে পা না দিত তাহলে বেঁচে ফিরতে পারতাম না।'

আস্তে করে শিস বাজাল লিউইস। 'তারমানে শর্টি আর রুবকে খতম করে দিয়েছ তুমি? খবরটা জানলে যেখানেই থাকুক দেরি না করে চলে আসবে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। যেখানেই থাকো না তোমাকে খুঁজে বের করবে।'

ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। 'শর্টি মারা গেছে। রুবের ব্যাপারে অতটা নিশ্চিত নই।' শ্রাগ করল। 'ওকে পরীক্ষা না করেই বেরিয়ে এসেছি সেলুন থেকে।' ওয়েনের উদ্দেশে বলল, 'ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথকে নিয়ে চিন্তা করছি না। সে যখন আসবে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আমি যাকে খুঁজছি সে ব্ল্যাকজ্যাকের বস্। তার কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ভিকির।'

'তোমার কি মনে হয়,' জানতে চাইল হেড। 'খবরটা কোন ভাবে জেনে যাওয়ায় মহিলাকে খুন করেছে সে?'

'হতে পারে। আবার অন্য কেউ হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'হয়তো ব্ল্যাকজ্যাকের বস্ বলে আসলে কেউ নেই,' বলল লিউইস। 'ব্ল্যাকজ্যাক সম্বন্ধে যতটা শুনেছি, কারও অধীনে কাজ করে না লোকটা।' জানালার কাঁচে বাড়ি খাওয়া বৃষ্টির ফোঁটা দেখল সে। 'হয়তো মহিলা তোমাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। হয়তো চাইছিল ব্ল্যাকজ্যাক আর তার দলবলের কাছ থেকে তুমি দূরে সরে যাও।'

'মনে হয় না।' মাথা নাড়ল বেনন। 'কালকে রাতে আমরা যখন কথা বলছিলাম, আড়ি পেতে শুনেছে কেউ। জানালা দিয়ে ঢুকেছিল লোকটা। বেডরুমে লুকিয়ে ছিল। রুব বা শর্টি নয়। ব্ল্যাকজ্যাকও হতে পারে না। সে শহরে নেই। খুনটা যে-ই করে

থাকুক, সে চায়নি সকালে মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হোক।' হেডের দিকে পাশ ফিরল বেনন। 'শহরে এখন আইন বলতে তুমি, হেড। ব্রিজ পার হয়ে এদিকে খবরটা পৌঁছে যেতে বেশি দেরি হবে না। ধরে নাও ঝামেলা সামলাতে হবে। কাল রাতে সেলুনের ঘটনায় ওরা জানে তুমি আমার সঙ্গে শহরে এসেছ। কাজেই বিপদের প্রথম ঝাপটা তোমার ওপর দিয়েই যাবে।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দোলাল হেড। 'আমি জানি। আইনের তারাটা যখন পরেছি তখনই বিপদের মুখোমুখি হবার মানসিক প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেছে আমার।'

ওয়েনের দিকে তাকাল বেনন। 'তুমিও তো এজন্যেই শহরে এসেছিলে, তাই না? ব্ল্যাকজ্যাকের দল তোমার ভাইকে খুন করেছে। তুমি থাকছ মার্টিনের সঙ্গে?'

'অস্ত্রের মুখেও আমাকে শহর ছাড়া করতে পারবে না তুমি,' জবাবে শীতল স্বরে বলল লিউইস। 'বলেছি তো আমি আছি। থাকব আমি শেষ পর্যন্ত। শেষ না দেখে যাব না।'

মৃদু হাসল বেনন। বুঝতে পেরেছে লোকটার অনুভূতি। আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল। বলল, 'তাহলে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত। হেডকে একা রেখে যেতে খারাপ লাগত আমার।'

লিউইসের চোখ বিস্ময়ের ছাপ পড়েই মিলিয়ে গেল। 'যাচ্ছ কোথাও তুমি?'

'হ্যাঁ। শহরের বাইরে যেতে হবে।'

'আমি সঙ্গে আসব?' জিজ্ঞেস করল লিউইস।

মাথা নাড়ল বেনন। 'আমি ফেরার আগেই সম্ভবত ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ শহরে চলে আসবে। এখানেও আসতে পারে লোকটা, আমাকে খুঁজতে।'

'আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করব,' নিচু স্বরে বলল হেড।

আবার মাথা নাড়ল বেনন। 'একা ওর সঙ্গে দেখা করো না। লোকটা সাঙ্ঘাতিক ফাস্ট।' প্রৌঢ়ের বাহুতে হাত রাখল ও। 'আমি তোমাকে হারাতে চাই না।'

আঙুল তুলে বেননের আহত হাতটা দেখাল হেড। 'ডাক্তার দেখানো দরকার। শহরে কোন ডাক্তার নেই?'

'ডাক্তার রবার্ট কুক আছে,' বলল বেনন। 'অবশ্য সে গেছে ট্র্যাক টাউনে।'

'তাহলে আমি যতটা পারি করে দিচ্ছি,' বলল হেড। 'খামোকা ইনফেকশনের ঝুঁকি নিয়ে কোন লাভ নেই।' লিউসের দিকে তাকাল। 'একবোতল হুইস্কি যোগাড় করো যেখান থেকে পারো।'

লিউইস বেরিয়ে যেতে বেননের দিকে ফিরল সে। মৃদু হেসে বলল, 'সামান্য জ্বলবে, তবে ইনফেকশনের চেয়ে ভাল।'

কোট খুলে ফেলল বেনন। ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখল মার্টিন হেড। এখনও সরু ধারায় রক্ত গড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ছোট একটা বোতল হাতে অফিসে ঢুকল লিউইস।

'হাতটা মুঠো করো,' নির্দেশ দিল হেড। বেনন মুঠো করতে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যথা লাগছে?'

'তেমন না।'

'কপাল ভাল,' বলল হেড। 'নার্ভ ছেঁড়েনি, হাড়েও লাগেনি, চামড়া মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেছে।' বোতলের কর্ক খুলল সে। শক্ত হাতে বেননের বাহু ধরে বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢালল ক্ষতটার ভেতরে। ঝাঁকি খেল বেনন। দাঁতে দাঁত চেপে বসল। ক্ষতটায় যেন আগুন জ্বলে উঠেছে।

'ধন্যবাদ, মার্টিন,' একটু পরে বলতে পারল।

নির্বিকার চেহারায় দেখছে লিউইস। ক্ষতের ওপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল হেড। তার কাজ শেষ হতে আবার কোট পরে নিল

বেনন। পালা করে দু'জনকে দেখল, তারপর বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসার চেষ্টা করব আমি।' দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, বেরিয়ে যাবার আগে বলল, 'সাবধান থেকো, মার্টিন।'

বেনন চলে যাবার পরও ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল মার্টিন হেড। দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। অস্থির বোধ করছে সে। নড়ে উঠল লিউইস। হেডকে এক নজর দেখে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

সামনে বাড়ল হেড। নিচু কিন্তু কড়া গলায় বলল, 'না, লিউইস!'

থমকে থেমে দাঁড়াল লিউইস, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। হেডের গলার স্বরে স্পষ্ট নিষেধটা তার কান এড়ায়নি। বিদ্রোহী হয়ে উঠল মনটা। শীতল স্বরে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

মাথা নাড়ল হেড। হাতটা উঠে এলো বুকের কাছে। স্টারটা ছুঁলো আঙুলের ডগা দিয়ে। তারপর শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে আনল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন।

অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকল লিউইস।

'না!' আবার বলল হেড। গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'তুমি এখানে আমার সঙ্গে থাকবে। দু'জন আমরা ব্ল্যাকজ্যাকের জন্যে এখানে অপেক্ষা করব। মনে নেই তুমি বলেছ তা-ই তুমি চাও?'

দেহের দু'পাশে হাত মুঠো হয়ে গেল লিউইসের। তিক্ত অধৈর্য চোখে মার্টিন হেডকে দেখছে। একটু পর হাসল সে। চেহারা থেকে রাগের ছাপ দূর হয়ে গেল। বাতাসে হাত নাড়ল। 'ঠিক আছে, মার্টিন। আমি ভেবেছিলাম খাবার কিনতে যাব।' হেডের দিকে পা বাড়াল সে। 'পারবে তুমি অস্ত্রটা আমার ওপর ব্যবহার করতে? চিন্তা করে দেখো তো!'

'বাধ্য হলে পারব,' তিক্ত গলায় জানিয়ে দিল হেড।

'তুমি তো জানো, একা তোমাকে আমি ব্ল্যাকজ্যাকের বিরুদ্ধে ছাড়ব না।' থেমে দাঁড়াল লিউইস। শ্বাস টানল বড় করে। 'তোমার আর আমার অনেক কিছু ভাবা দরকার। অনেক ব্যাপারে আলাপ হওয়া দরকার। ভুলে যাওয়া দরকার অনেক কিছু। আমাকে যদি কেউ বলে যে হয় ব্ল্যাকজ্যাক নয় তুমি, তাহলে...' হেডের কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'মার্টিন, বিশ্বাস করো আমাকে! জীবনে এই একবার, বিশ্বাস করো।'

বুকের ভেতরের সন্দেহের সঙ্গে লড়াই চলছে মার্টিন হেডের। দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে লিউইসের মুখে। সামনে দাঁড়ানো এই মানুষটাকে সে বিশ্বাস করতে চায়। অন্তর দিয়েই চায় বিশ্বাস করতে।

'ঠিক আছে, লিউইস,' ফিসফিস করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করলাম তোমাকে।'

শোল্ডার হোলস্টারে অস্ত্রটা ভরে রাখল সে। 'বেননকে এক সঙ্গে সাহায্য করব আমরা, কেমন?'

'জাহান্নামে যাক রক বেনন,' হালকা গলায় বলল লিউইস। 'ওর জন্যে কোন ঝুঁকি নেব না আমি।' বুড়ো আঙুলে দরজা দেখাল। 'চলো, বাবা, আজকে তোমাকে আমি লাঞ্চ খাওয়াব।'

মার্টিন হেডের চোখ ছলছল করে উঠল। 'লিউইস!' অস্ফুট স্বরে ছেলেকে ডাকল সে। হাত রাখল তার বাহুতে। 'আমি সব সময় চেয়েছি তুমি আমার সঙ্গে থাকো।'

দরজার দিকে পা বাড়াল মার্টিন। আবেগে বুকের ভেতরটা কাঁপছে। 'আজকে সবচেয়ে বড় আর সেরা স্টেক খাব আমরা, লিউইস! চলো!'

মার্টিন হেড দেখল না কত দ্রুত তার ছেলে। এক ঝটকায়

সিক্সগান বের করে আনল লিউইস, বাঁট দিয়ে মেরে বসল মার্টিন হেডের মাথায়।

একটা নক্ষত্র বিস্ফোরিত হয়েছে মনে হলো মার্টিন হেডের। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। কাটা কলাগাছের মতো মেঝেতে পড়ে গেল সে। আগেই জ্ঞান হারিয়েছে।

আট

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে টম গ্রোভার। সামনে বৃষ্টি ভেজা রেললাইন দূরে মিলিয়ে গেছে। সেদিকেই তাকিয়ে আছে সে। ওদিকে চোদ্দো মাইল গেলে নিচু টিলাগুলোর ওপারে ট্র্যাক টাউন।

সেজ অফিসে বসে লেযারে এন্ট্রি তুলছে। মেয়েটা চোখের সামনে থাকায় কিছুটা নিরাপদ বোধ করছে গ্রোভার। গতরাতের পর শপথ করেছে সে, আর কখনও রুবের সামনে অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকবে না।

বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আগন্তুককে দেখতে পেল সে। চওড়া কাঁধ লোকটার। চমৎকার একটা ঘোড়ায় বসে আছে। বেননকে চিনতে পেরে বুকের ওপর থেকে একটা পাষাণ নেমে গেল তার। প্ল্যাটফর্ম ধরে হেঁটে এগোল সে বেননের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

স্পিডির পিঠ থেকে নামল বেনন। ওটাকে গ্রাউন্ড হিচ করে রেখে প্ল্যাটফর্মে উঠল। টম গ্রোভারকে এগিয়ে আসতে দেখে বলল, 'একটা প্রশ্ন আছে আমার। তুমি কি বেশি ব্যস্ত?'

'আরে না।' হাতের ইশারায় বেননকে পথ দেখাল প্রৌঢ়। 'ভেতরে চলো। ওখানে বসে কথা হবে। এখানে বৃষ্টির ছাঁট লাগছে।' বেননের পাশে পা বাড়িয়ে বলল, 'এমনকি আবহাওয়াও আমাদের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করেছে! ব্ল্যাকজ্যাক ঝামেলা করুক বা না করুক এক মাইলও ট্র্যাক বসাতে পারবে না ট্র্যাক টাউনের ওরা এই আবহাওয়ায়।'

স্টেশন অফিসে বাবা আর বেনন ঢোকায় টেবিলের এক পাশে লেযার সরিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সেজ। বেননকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। সহজ আচরণ মেয়েটার, ভাল লাগল বেননের। 'গুড মর্নিং, রক!'

মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে পাল্টা হাসল বেনন। ঘরের চারপাশে ঘুরে এলো ওর নজর। দেয়ালের কাছে এক জায়গায় একটু থমকাল। ওখানে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছে একটা আনকোরা নতুন রাইফেল। চিন্তিত চোখে টম গ্রোভারকে দেখল বেনন।

'যদি দরকার পড়ে...' কৈফিয়তের সুরে বলল গ্রোভার।

'দরকার পড়বে না,' জানাল বেনন। 'তোমার মেয়েকে বিরক্ত করতে আপাতত আর আসবে না রুব।'

গ্রোভারের কৌতূহলী দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে বেননের মুখে। রেলিঙের সামনে এসে দাঁড়াল সেজ। ভ্রূ একটু কুঁচকে গেছে। দেখতে পেল বেননের কোটের হাতা ছেঁড়া। শুকনো রক্তের কারণে ওই জায়গাটা কালো হয়ে আছে। রেলিঙের মাঝখানের ছোট দরজাটা খুলে এপারে চলে এলো সেজ, বেননের সামনে এসে দাঁড়াল। 'রক,' বলল কাঁপা গলায়, 'রুব স্মিথ কি...' বেননের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, অপেক্ষা করছে বেনন কিছু বলবে। দু'চোখে আতঙ্কের ছাপ।

'আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল,' শান্ত স্বরে জানাল বেনন।

'আমি ওকে গুলি করেছি।'

মেয়ের চেয়ে কম ভয় পেয়েছে গ্রোভার। জিজ্ঞেস করল, 'মারা গেছে?'

'জানি না।' সেজের দিকে তাকাল বেনন। 'রুব তোমাকে বিরক্ত করবে না। অন্তত বেশ কিছুদিন।'

'তুমি আহত হয়েছ।' বেননের বাহুতে আলতো করে হাত রাখল সেজ।

'এই অবস্থায় ঘোড়ায় চাপা মোটেই উচিত হবে না,' বলল গ্রোভার। 'আমি দেখছি কাকে পাঠানো যায় ডাক্তারকে ডাকতে।'

'ডাক্তার শহরে নেই।' হাত তুলে গ্রোভারকে থামাল বেনন। 'সকালেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ট্র্যাক টাউনে গেছে সে।'

'আমাদের এখানে ব্যান্ডেজ আর অ্যান্টিসেপটিক আছে,' বলল সেজ। 'কখন দরকার পড়ে তাই রাখা। আপাতত আমিই ক্ষতটার একটা ব্যবস্থা করতে পারব।' একটা কাবার্ডের সামনে চলে গেছে মেয়েটা, বাবার উদ্দেশে বলল, 'বাবা, ওর কোট খুলতে সাহায্য করো।'

'দরকার পড়বে না,' বলল বেনন। সেজ এদিকে ফিরতে হাসল। 'সামান্য একটু আঁচড়। মার্টিন হেড ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে।'

'মার্টিন হেড?' বাবার দিকে তাকাল সেজ। গ্রোভার কাঁধ ঝাঁকানোয় বেননের দিকে ফিরল। 'আরেক ডাক্তার?'

'আমার বন্ধু,' জানাল বেনন। 'একই সঙ্গে এশহরে এসেছি আমরা। সে এখন তোমাদের নতুন মার্শাল।'

'ও!' সেজকে দেখে বেশ হতাশ মনে হলো।

'কথা দিচ্ছি পরেরবার আহত হলে তোমার কাছেই আসব,' বলল বেনন। ও মেয়েটার সাহায্য করার মনোভাবকে প্রশংসা

করতে কথাটা বলেছিল, কিন্তু সেজের মুখটা পাকা আপেলের মতো লাল হয়ে গেল।

'তাকে দরকার আছে ভাবতে মহিলারা পছন্দ করে, সামলে নিয়ে বলল সেজ, 'বিশেষ করে কাউকে যদি প···তার ভাল লাগে।' থুতনি উঁচু করে বেননের দিকে তাকিয়ে আছে সেজ। চোখের দিকে একপলক তাকিয়েই নিরব প্রশ্নটা বুঝতে পারল বেনন, বুঝে গেল তার প্রতি সেজের মনোভাব। এখনই মানা করে দেবার উপযুক্ত সময়। এরপর মেয়েটা কষ্ট পাবে।

'রবার্ট কূকের তোমাকে ভীষণ দরকার,' নিচু স্বরে বলল বেনন। বুকের মাঝে অনুভব করল, সত্যি বড় একা ও। এটাই নিয়তি হয়তো। চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল।

আহত বোধ করেছে সেজ। মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অপ্রস্তুত ভাবটা দ্রুতই কাটিয়ে উঠল যদিও। জোর করে হাসল। 'রবার্ট? ও নিজেই নিজের দেখভালের জন্যে যথেষ্ট।'

মনে মনে নিজের পাছায় কষে একটা লাথি মারল বেনন। কোন প্রয়োজন ছিল না আগ বাড়িয়ে ডাক্তারের হয়ে ওকালতি করার। যা এড়াতে চেয়ে মুখ খুলল, তাই হয়েছে। কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা। নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে করছে।

'আমি আসলে ওসব কিছু ভেবে বলিনি,' হড়বড় করে বলল বেনন। 'ভাবছিলাম ডাক্তার আর তোমাকে দারুণ মানায় তো···তাই!'

গলা খাঁকারি দিল টম গ্রোভার। কাশি আর থামতে চায় না।

তার দিকে ফিরল বেনন। খুশি এই বাধা পড়ায়। বলল, 'আমি এসেছিলাম একটা টেলিগ্রাফ পাঠাতে।'

মাথা দোলাল গ্রোভার। 'জেস্কিন্স দেখে ওসব, তবে আমিও অভ্যেস রাখি। চাকরিজীবন শুরু করেছিলাম আমি টেলিগ্রাফার

হিসেবে।'

টেলিগ্রাফ মেশিনের সামনে চলে এলো গ্রোভার, একটা চেয়ার টেনে যন্ত্রটার সামনে বসল। দু'হাত নাচিয়ে তাকাল বেননের দিকে। 'মুখে বলবে, নাকি কাগজে লিখে রেখেছ?'

'মুখে বলব।'

'কার কাছে পাঠাবে?'

'রিজিওনাল অফিস, ইউ এস মার্শাল, অস্টিন।'

চোখ বিস্ফারিত হলো টম গ্রোভারের।

'শুরু করব?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

আস্তে করে মাথা দোলাল গ্রোভার, পূর্ণ মনোযোগ চাবিগুলোর ওপর।

'জরুরী তথ্য দরকার। জন ওয়েনের কোন ভাই আছে? থাকলে তার নাম, চেহারার বর্ণনা এবং ঠিকানা প্রয়োজন।'

চাবি টিপে চলেছে গ্রোভার। ছোট্ট স্টেশন ঘরে চাবির আওয়াজ জোরাল শোনাচ্ছে। সেজ তাকিয়ে আছে বেননের দিকে। দৃষ্টিতে কৌতূহল এবং দ্বিধা। চিন্তিত সে। জানতে চায় সামনে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী লোকটা আসলে কে।

গ্রোভারের কাজ শেষ হয়নি। বেনন যোগ করল, 'জানা দরকার ক্রিস লংনেকার এখনও অস্টিনে আছে কিনা। সেই সঙ্গে রেলওয়ের জমি কেনার একটা পূর্ণাঙ্গ হিসাব চাই। রেল ব্যবসার লাভ-ক্ষতির হিসাবটা সহজ ভাষায় লিখে পাঠালে ভাল হয়।'

চমকে বেননকে দেখল গ্রোভার। 'কি বললে? লংনেকার?'

'তথ্যটা পাঠাও,' নির্দেশের সুরে বলল বেনন। 'লংনেকার যদি অস্টিনে থেকে থাকে তাহলে তার সঙ্গে আমার আলাপ আছে।'

'আচ্ছা!' চাবির ওপর ঝুঁকে পড়ল গ্রোভার। একটু পরই ক্লিক ক্লিক আওয়াজ হলো। ওপ্রান্তে রিসিভ করেছে মেসেজ। বেননের

দিকে ফিরল সে। 'তোমাকে কোথায় পাব?'

'আমিই আসব পরে,' বলে দরজার কাছে চলে গেল বেনন। ওখান থেকে বলল, 'ও, আরেকটা ব্যাপার, মিস্টার গ্রোভার, কাল রাতে পেকোস বারে দু'জন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার।' চেহারার বর্ণনা দিল বেনন যতটা নিখুঁত ভাবে সম্ভব। 'একজনের নাম ফোলি। বেঁটে লোক সে। সঙ্গীকে জো নামে ডাকছিল। সে লোক একটা জীবন্ত কঙ্কাল। ওদের চেনো?'

নড করল গ্রোভার। 'বার্ট ফোলি আর জো আইভার্স। প্রসপেক্টর ওরা। শহরের পশ্চিমে চার মাইল দূরে ওদের একটা কেবিন আছে।' পথের হদিস দিল সে।

'ধন্যবাদ, মিস্টার গ্রোভার।'

'নামটা টম,' ওকে থামিয়ে দিল প্রৌঢ়। 'আর কোন সাহায্য করতে পারি?'

'আমার ঝামেলায় তোমাকে জড়াতে চাই না।' মাথা নাড়ল বেনন। 'রুবকে আমি গুলি করেছি। ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ আমাকে খুঁজবে। সেজ বা তোমার এসবে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। রুবকে আমি যে গুলি করেছি তার সঙ্গে সেদিন স্টেশনে যা ঘটেছে সেসবের কোন সম্পর্ক নেই।'

চকচক করছে সেজ গ্রোভারের দু'চোখ। জিজ্ঞেস করল, 'রাতে ফিরবে তুমি?'

'আশা করি ফিরব।' শ্রাগ করল বেনন। 'অবশ্য জরুরী অনেক কাজ পড়ে আছে। সাপারের দাওয়াতের জন্যে ধন্যবাদ। চেষ্টা করব আসতে।' হ্যাটে আঙুল ছুঁইয়ে মেয়েটাকে সম্মান দেখিয়ে স্টেশনঘর থেকে বেরিয়ে এলো বেনন।

সেজ আর গ্রোভার দেখল, বৃষ্টির ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সুঠামদেহী লোকটা।

মেয়ের দিকে তাকাল গ্রোভার। চোখ সরিয়ে নিল সেজ। ডেস্কে ফিরে গেল। মনোযোগ দিল লেযারে। চোখে পানি টলমল করছে, বাবাকে তা দেখতে দিতে চায় না।

নয়

ভিকি কেয়ার্নসের লাশ তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সরানো হয়েছে। সরানো হয়েছে শর্টিকেও। ভিকির আরামদায়ক বিছানায় এখন শুয়ে আছে আহত রুব স্মিথ। এত বেশি গুরুতর আহত সে যে আর বেশি নড়াচড়া না করে এখানেই তার চিকিৎসা করতে মনস্থ করেছে সঙ্গীরা। চোখ বুজে পড়ে আছে রুব। শ্বাসের সঙ্গে ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে।

তার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পেকোস বারের নর্তকীরা। তারা মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলে ক্ষতি হতে পারে, কাজেই চেহারায় উদ্বেগ ফোটাবার চেষ্টা করছে। রুবকে ভয় পেয়ে তারা অভিনয় করছে তা নয়, ওদের ভয় ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথকে। ভাইয়ের আহত হবার খবরটা পেলে শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে লোকটা।

রুবের ওপর থেকে নজর সরিয়ে শুঁটকি ফেভারের দিকে তাকাল ব্ল্যাকজ্যাকের বিশ্বস্ত সঙ্গী, রেড স্লেটার। ফেভার লোক পাঠিয়েছে ডাক্তার কূককে নিয়ে আসতে। ডাক্তার এসে রুবের দায়িত্ব নেবে।

রেডের সপ্রশ্ন চাহনি দেখে মাথা নাড়ল ফেভার। 'ডাক্তার নিশ্চই কল-এ শহরের বাইরে গেছে।' গলা নিচু করল। 'অবস্থা কি বুঝছ রুবের?'

শ্রাগ করল রেড। চোখ বন্ধ করে থাকলেও জ্ঞান আছে রুবের। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। জ্বর এসেছে গা কাঁপিয়ে।

নিজেকে অভিশাপ দিল রেড। রুব তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। তারমানে সে না চাইলেও দায়িত্ব এসে ভর করেছে তারই কাঁধে। এখন রুব যদি মরে তাহলে ব্ল্যাকজ্যাক তাকে ছাড়বে না, স্রেফ মেরে ফেলবে।

বিছানার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মিলি। ও-ই একমাত্র মেয়ে, রুবের ব্যাপারে যার অনুভূতি খাঁটি। রুবের কপালে ভেজা একটা রুমাল ধরে রেখেছে সে।

চোখ খুলল রুব। হাতের ঝাপ্টায় মিলিকে সরিয়ে দিল। রুবের দৃষ্টি স্থির হলো রেডের মুখে। 'ব্ল্যাকজ্যাক কোথায়?' জানতে চাইল কর্কশ গলায়।

'চলে আসবে যেকোন সময়ে,' জবাব দিল রেড।

বড় করে দম নিতে গিয়ে ব্যথায় মুখ কুঁচকাল রুব। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'টম গ্রোভারের মেয়েকে এখানে নিয়ে এসো।' কনুইয়ে ভর করে উঁচু হলো। 'কোন পতিতার সেবা চাই না আমি।'

অপমানে ফ্যাকাশে হয়ে গেল মিলির চেহারা। ভেজা কাপড়টা ছেড়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, দমকা হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

অন্য মেয়েরা হাসল মুখ টিপে। টিটকারির দৃষ্টিতে রেড তাদের দিকে তাকাতেই মুখ থেকে মুছে গেল হাসি।

'ওকে নিয়ে এসো!' দুর্বল স্বরে আবার বলল রুব।

অল্প কিছুক্ষণ দ্বিধায় ভুগল রেড, তারপর মনস্থির করে নিয়ে তাকাল বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়ানো ফেভারের দিকে। আস্তে করে নড করল। 'ঠিক আছে, আনছি ওকে।' হাতের ইশারায় স্লিম ফেভারকে সঙ্গে আসতে বলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

কেশে উঠল রুব স্মিথ। ঠোঁটের কোনায় রক্তের বুদ্বুদ জমল। হাতের উল্টোপিঠে রক্ত মুছল রুব। চোখ কুঁচকে রেখেছে তীব্র ব্যথায়। আস্তে করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। দলের লোক একজন মাত্র আছে এখন। ওর চোখ তাকে খুঁজে নিল।

'একটা বোতল…' ফিসফিস করে বলল, 'ব্ল্যাকজ্যাক যখন আসবে চেতন থাকতে চাই আমি।' চোখ বন্ধ করে ফেলল। ঠোঁটের ফাঁকে বলল, 'একটা কথা…ওকে বলতে হবে।'

*

ব্যাগেজ রুম থেকে বের হচ্ছে টম গ্রোভার, এমন সময়ে স্টেশনে হাজির হলো রেড আর স্লিম। ঘরের কোনায় রাখা রাইফেলটার কাছে পৌঁছোতে সামান্য দেরি হয়ে গেল গ্রোভারের।

মাঝপথেই তাকে থামাল রেড। বুকে ধাক্কা দিয়ে দেয়ালে ঠেসে ধরল বুড়ো মানুষটাকে, তারপর তুলে নিল রাইফেলটা। পিছিয়ে এসে ঘাড় কাত করে সেজের দিকে তাকাল। লেযার থেকে চোখ তুলে ফ্যাকাশে চেহারায় ওকে দেখছে মেয়েটা।

'বসে থাকো, ম্যাম,' নির্দেশের সুরে বলল রেড। 'বসে থাকলে কোন বিপদ হবে না।' ভীত গ্রোভারের দিকে ফিরল। 'তুমিও, গ্রোভার। একদম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। বোকামি না করলে ক্ষতি হবে না কারও।'

'কাকে চাও?' তিক্ত গলায় জানতে চাইল টম গ্রোভার।

মাথার ইশারায় স্লিমকে ডাকল রেড। রাইফেলটা তার হাতে দিয়ে স্টেশন এজেন্টের উদ্দেশে বলল, 'তোমার মেয়েকে নিতে

এসেছি।'

সামনে বাড়ল গ্রোভার। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটা কাঁধে তুলে তার দিকে তাক করল স্লিম। বোল্ট টেনে অস্ত্র কক করল।

বিস্ফারিত হয়ে গেল সেজের চোখ। 'না, বাবা, না!'

'চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলো, তাহলে তোমার বাবার কোন বিপদ হবে না,' বলল রেড।

পায়ে জোর পাচ্ছে না, টেবিলের গায়ে হেলান দিল সেজ। 'কোথায় যেতে হবে...'

'পেকোস বারে, ম্যাম,' জানাল রেড। একজন ভদ্রমহিলাকে এভাবে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা তার পছন্দ হচ্ছে না। চেহারায় মনোভাবের ছাপ পড়েছে। 'রুব স্মিথ গুলি খেয়েছে। ওর সেবাযত্নের জন্যে একজনকে দরকার।'

'আমার মেয়ে কেন!' কর্কশ গলায় প্রতিবাদ করল গ্রোভার। 'আমার মেয়ে তো কোন ডাক্তার না।'

শ্রাগ করল রেড। 'ডাক্তার কূক আসার আগে পর্যন্ত থাকুক ও।' সেজের দিকে ফিরল। 'বুদ্ধিটা আমার না, ম্যাম। রুব তোমাকে ডেকেছে।'

চোখে ভয় নিয়ে রেডকে দেখল সেজ। 'আমি...আমি কোন কাজে আসব না।'

'আমি দুঃখিত, ম্যাম। রুব তোমাকে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছে। সাহায্য করতে পারো আর না পারো, যেতে হবে তোমাকে।' মেয়েটার বাবার দিকে তাকাল রেড। 'ব্ল্যাকজ্যাক সন্ধের আগেই চলে আসবে। জানোই তো ভাইয়ের প্রতি ওর দরদ কেমন।'

লোকটা দৃঢ়চেতা, ওকে না নিয়ে ফিরবে না। বাবার চোখে চোখ রাখল সেজ। 'আমার কোন বিপদ হবে না। ডাক্তার কূক

চলে আসবে একটু পরেই।' রেডের দিকে চাইল সেজ। 'ডাক্তার এসে গেলে আমাকে আর দরকার হবে না, তাই না?'

'জানি না, ম্যাম।' শ্রাগ করল রেড। নিষ্ঠুর হেসে সঙ্গীকে বলল, 'স্লিম, তুমি গ্রোভারের সঙ্গে থাকো। দেখবে যাতে কোন ঝামেলায় না জড়ায়।'

অপেক্ষা করল রেড। গায়ে কোট চাপিয়ে নিল সেজ। ছাতিটা নিয়ে রওনা হলো। সেজের পেছন পেছন চলেছে রেড। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মাঝ দিয়ে পেকোস বারের দিকে যাচ্ছে।

স্টেশনের ভেতরে রাইফেলটা পরীক্ষা করে দেখল স্লিম। গুলি বের করে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল ওটা।

স্লিমের দিকে মনোযোগ নেই টম গ্রোভারের। ভীত, হতচকিত, তিক্ত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

টেলিগ্রাফ মেশিনটা হঠাৎ করে জ্যান্ত হয়ে উঠল। যন্ত্রটার দিকে কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্লিম, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'জবাব দাও। কোন চালাকি না।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ারে গিয়ে বসল টম গ্রোভার। আগত মেসেজটা লিখে নিতে শুরু করল।

*

ধূসর দিনটা কালচে হয়ে আসছে ঘন মেঘে। গায়ে স্লিকার চাপিয়েছে বেনন, কিন্তু বাতাসের কারণে বৃষ্টির ফোঁটা ঠিকই ভিজিয়ে দিচ্ছে। শীতে কাঁপছে ও। শহর থেকে বেরোনোর পর টম গ্রোভারের দেয়া পথের হদিস মতো রেললাইন ধরে পশ্চিমে এগিয়েছে ও, তবুও আরেকটু হলেই পথ ভুল হয়ে যেত। রেল ব্রিজের নিচ দিয়ে একটা নর্দমা গেছে, ওটা ওর চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল।

ব্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে দিক ঠিক করে নিল বেনন। অস্বস্তি

বোধ করছে ও। মনে হচ্ছে কেউ ওকে অনুসরণ করছে। বার কয়েক পেছনে তাকিয়েছে, কাউকে দেখতে পায়নি। মন সতর্ক করলে সবসময়েই সচেতন হয় বেনন। আজকেও বড় একটা চক্কর মেরে ব্যাক ট্রেইল পরীক্ষা করত, কিন্তু দিনটা জঘন্য। বৃষ্টির কারণে বেশিদূর নজর যায় না। ওই একই কারণে ট্র্যাকও মুছে যাবে। শেষে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছে, আসলে কেউ ওর পিছু নেয়নি।

সামনে নিচু টিলার গা বেয়ে বৃষ্টির পানি নেমে আসছে। গালির ভেতর দিয়ে বইছে এক ফুট উঁচু হয়ে। গালি ধরে এগোল বেনন। একটু পরই গালিটা সরু হয়ে গেল। দু'পাশ থেকে চেপে এলো পাথরের দেয়াল। বেনন বুঝল প্রসপেক্টরদের কেবিনের কাছে চলে এসেছে ও।

কেবিনটা এখনও দেখা যাচ্ছে না। স্পিডিকে ইচ্ছে মতো এগোতে দিল বেনন। রুমাল দিয়ে ভেজা মুখটা মুছল। ভাবছে মার্টিন হেডের কথা। প্রাক্তন রেঞ্জারের ক্লান্ত চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে মনের চোখে। অবসর নেয়ার পর কখনোই স্বাভাবিক হতে পারেনি হেড। সর্বক্ষণ মনে রেখেছে সে আইনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারেনি। সেজন্যেই ফুলটনের মার্শালের দায়িত্ব নিয়েছে। যাতে কিছুটা অন্তত ক্ষতি পূরণ করতে পারে। যাতে খানিকটা মানসিক শান্তি পায়।

হাঁটু-পানি ভেঙে এগিয়ে চলেছে স্পিডি। সামনে মস্ত একটা পাথরের খণ্ড পড়ে আছে। ওটাকে পাশ কাটিয়ে বাঁক নিল। এবার দেখা গেল কেবিনটা। ছোট্ট কেবিন। বৃষ্টিতে ভিজে জবুথুবু হয়ে আছে। পাশেই একটা ছোট বার্ন। সেটার দরজা খোলা। ভেতরে দুটো খচ্চর দেখা যাচ্ছে। বাড়িতেই আছে দুই মাইনার।

বার্ন পার হবার সময় বিষণ্ন চোখে বেননকে দেখল খচ্চর

দুটো। দাঁত বের করে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল।

কেবিনের বন্ধ দরজার সামনে স্পিডিকে থামাল বেনন। স্যাডলেই বসে থাকল। টের পাচ্ছে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা হচ্ছে তাকে।

একটু পরই দরজাটা খুলে গেল। জো আইভার্স বের হয়ে এলো। হাতে তার উদ্যত শটগান।

'বাজে একটা দিন,' মৃদু স্বরে বলল বেনন।

'হুঁ!' সায় দিল আইভার্স। শটগান সরাল না। সন্দেহ নিয়ে চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে। 'এমন দিনে কেউ কারও কাছে আসে না।'

বন্ধুর পেছনে দেখা দিল ফোলি। মুখে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লাল দুই চোখে বিদ্বেষ নিয়ে বেননকে দেখল।

বেনন জিজ্ঞেস করল, 'আমি ভেতরে এলে আপত্তি আছে?'

'কিসের জন্যে?'

'কথা ছিল।'

'কিসের কথা?'

ফোলির দিকে নজর দিল বেনন। 'তুমি বলেছিলে পরী দেখেছ সাদা ঘোড়ার পিঠে। সে ব্যাপারেই জানতে এসেছি।'

'ও?' ফোলিকে তৃপ্ত মনে হলো।

'তুমি কে?' জানতে চাইল আইভার্স। বিড়বিড় করে গাল দিল।

'রক বেনন। তদন্তের কাজে এখানে এসেছি।'

চোখ গরম করে বন্ধুর দিকে তাকাল আইভার্স। 'বারবার করে বলেছি না তোমাকে, বড় বেশি কথা বলো তুমি!' শটগানটা নাড়ল সে। 'ভেতরে এসো, বেনন। পরীকে তো আর পাবে না, এক কাপ কফি খেয়ে যাও। পরী চাইলে পরে এসো, ফোলি মাতাল হলে।'

স্যাডল থেকে নামল বেনন। রাশ ঝুলিয়ে দিল পমেলে। ইচ্ছে করলে স্পিডি নড়েচড়ে বেড়াতে পারবে। ছাড়া পেতেই কেবিনের দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াল স্পিডি। ওখানে বৃষ্টির ঝাপ্টা কম।

জোর পিছু নিয়ে কেবিনে ঢুকল বেনন। কেবিনের মেঝে কাঠের তৈরি দেখে অবাক হলো। পুরোনো কাঠ শুকিয়ে তক্তাগুলোর মাঝখানে ফাঁক বেড়ে গেছে, ঝাড়ু দিয়ে ধুলোবালি ফাঁকে ফেলে দেয়া যাবে। পেছনের দেয়ালের কাছে একটা লোহার চুলোয় আগুন জ্বলছে, কেবিনটা গরম হয়ে আছে সেই আগুনের তাপে।

কাঁচা হাতে বানানো একটা টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা রাখা। টেবিল ঘরের মাঝখানে বলে যথেষ্ট আলো ছড়াচ্ছে। দুটো বাঙ্ক আর গোটা কয়েক প্যাকিং বাক্স–ব্যস, ঘরের আসবাবপত্র বলতে এই।

বাম দেয়ালে একটা জানালা আছে। ওটা দিয়ে ধূসর আলো প্রবেশ করছে ঘরে।

তোতলাচ্ছে ফোলি। নার্ভাস হয়ে পড়েছে। 'তদন্তের কাজে? কি...কিসের তদন্ত!'

'রেলরোড কারা ধ্বংস করছে, কারা শেরিফ জন ওয়েনকে খুন করেছে, কারা ইউ এস মার্শালকে খুন করেছে–এসব।'

'কি যেন নাম বললে তোমার?' জিজ্ঞেস করল আইভার্স।

'রক বেনন।'

'শেরিফ জন ওয়েনের মুখে তোমার নাম শুনেছি আমি।' অস্ত্রটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল মাইনার। হাত বাড়িয়ে দিল। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার বেনন।'

'শুধু বেনন বললেই চলবে।' হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল বেনন।

ফোলি একটা প্যাকিং বাক্সের কাছে কি যেন হাতড়াচ্ছে।

একটা তোবড়ানো টিনের কাপ বের করল সে। মুছে নিয়ে আগুনে চাপানো কফি পট থেকে কফি ঢেলে বাড়িয়ে দিল বেননের দিকে। দোজখের আগুনের মতো কালো কফি। গন্ধটা শুঁকে মনে হলো কুকুরের লোম পুড়িয়েছে কেউ। এতক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে এই জিনিসই বেননের দরকার। কাপে চুমুক দিল ও। গলা বেয়ে নামতে শুরু করল গরম একটা স্রোত।

'এসেছ তাই খুশি হয়েছি,' বলল আইভার্স। 'ফোলির মিথ্যে শুনতে শুনতে কানটা আমার একেবারে পচে গেছে।' হাসল। 'মদ খেলে ও একেবারে বুড়ি মেয়েমানুষ হয়ে যায়। কথা আর থামাতে পারে না। সেদিন তো দেখলেই, কি করল ও!'

রেননও না হেসে পারল না। 'তাই বলে ও সাদা ঘোড়ার পিঠে পরী দেখবে?'

'আরে আমি মাতাল ছিলাম না,' আপত্তি জানাল ফোলি। 'কঞ্চোস থেকে ফিরছিলাম। জায়গাটা এখান থেকে উত্তরে। জো'র বাতের ব্যথা ওঠায় একাই গিয়েছিলাম। সোনা ছেঁকে তুললাম। দু'মাসের খোরাক চলে যাবে বেচলে। মনটা খুশি হয়ে উঠল। ফিরছিলাম রেড ক্যানিয়ন ধরে। আমার মেবল, খচ্চরটা, দেখি খালি পুব দিকে যেতে চায়। দিলাম ওটাকে ছেড়ে। ইন্ডিয়ান ট্যাঙ্কের কাছে আমাকে নিয়ে গেল মেবল। ভাবলাম পুরোনো স্প্যানিশ খনিগুলো একটু দেখে নিয়ে শহরে যাব মেয়েদের নাচ দেখতে। আর ঠিক তখনই...'

'তার মানে এদিকে খনি আছে?' মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করল বেনন।

নড করল ফোলি। 'স্প্যানিশদের হাতে যখন টেক্সাস ছিল সেসময়ের খনি। ওখানে ছোট একটা স্প্যানিশ গ্রাম আজও আছে। গ্রামে বড় একটা অ্যাডোবি বাড়ি আছে। তিনটা ব্যারাকও আছে।

সেগুলোতে এখন ইন্ডিয়ান মজুররা থাকে। খনি শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই, ওখানে এখন লোকজন নেই বললেই চলে।'

'দু'তিনবার ওখানে গেছি আমি আর ফোলি,' বলল জো আইভার্স। 'খনিতে এক ফোঁটা সোনাও নেই আর।'

তিতে কফিতে চুমুক দিল বেনন। আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলো। 'সাদা ঘোড়ার পিঠে পরী কখন দেখলে, ফোলি?'

'ট্যাঙ্কের পশ্চিমে যে রিজটা আছে ওটার ওপর ওকে দেখলাম। সাদা একটা মেয়ারের পিঠে বসে আছে ঝকমকে রাইডিং পোশাকে। আমাকে দেখেছে কিনা জানি না, নিচের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছিল। তারপরই তো কোন্ শালা হারামজাদা গুলি করে আমার টুপি ফুটো করে দিল।'

টুপিটা খুঁজে বের করে ফুটোর দিকে তাকাল ফোলি। ওই একই সময় জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল প্রথম বুলেট। ঝনঝন করে ভেঙে গেল জানালার কাঁচ। কড়াৎ করে উঠল একটা রাইফেল।

গুলির ধাক্কায় পেছনের দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেল বেনন। সেখান থেকে মেঝেতে পড়ল। নড়ল না শিথিল শরীরটা। রক্তের ছিটেতে মুখ ভরে আছে।

লাফ দিয়ে বন্দুকটার কাছে গিয়ে পড়ল জো আইভার্স। ওটা তুলে নেবার আগেই আরেকবার গর্জন ছাড়ল বাইরের রাইফেল।

হতভম্ব হয়ে একটু বেশি দেরি করে ফেলল ফোলি। জানালার দিকে ফিরে ঝাপসা একটা মুখ দেখতে পেল। রাইফেলের নলটা ধরতে এগোল ও বোকার মতো। ওর মুখের কাছে আগুন ছিটাল রাইফেলটা।

স্টোভের ওপর ছিটকে পড়ল ফোলির লাশ। স্টোভটা উল্টে গেল। জ্বলন্ত কয়লার টুকরো পড়ল কাঠের মেঝেতে।

বন্দুকটা তুলে কোন লাভ হলো না আইভার্সের। তৃতীয়বারের

মতো হুঙ্কার ছাড়ল রাইফেলটা। বুকে গুলি খেয়ে চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ল মাইনার। দুটো খিঁচুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল। কয়লার আগুনে শরীরটা আস্তে আস্তে পুড়ছে তার।

চতুর্থ গুলিতে টেবিল থেকে মেঝেতে পড়ল লণ্ঠনটা। কেরোসিন ছড়িয়ে গেল মেঝেতে। তেলটা শুঁষে নিল মেঝের শুকনো তক্তা। পরক্ষণেই জ্বলন্ত কয়লার স্পর্শে দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠল।

জানালার কাছ থেকে সরে গেল খুনী। একটু পরই একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো। আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা।

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। কেবিনের ভেতর জ্বলছে আগুন। আগুনের ভেতর পড়ে আছে তিনটা দেহ। একটু পরই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কেবিনের সঙ্গে।

দশ

নড়ে উঠল মার্টিন হেড। চোখ খুলেই আবার বন্ধ করে ফেলল। মাথায় তীব্র ব্যথা! দীর্ঘক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকল। চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে গেছে। আবছা ভাবে মনে আসছে অনেক কিছু। একটা শব্দ শুনতে পেল। কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত পর টের পেল দরজায় টোকা দিচ্ছে কেউ।

আবার চোখ মেলল হেড। এতক্ষণে বুঝতে পারল একটা

সেলের ভেতরে রয়েছে সে। দরজায় টোকার আওয়াজটা মনে হচ্ছে অনেক দূর হতে আসছে। যেই এসে থাকুক, হাল ছাড়ার বান্দা নয়, এক নাগাড়ে টোকা দিয়ে চলেছে। কটের ওপর উঠে বসল হেড। দরজার দিকে ফিরল।

এই সামান্য নড়াচড়াতেই মাথার ভেতর দামামা বেজে উঠল। মনে হলো মাথায় রক্ত উঠে আসছে। অসুস্থ বোধ করল সে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। বমির ভাবটা কেটে যাবার পর মাথার ব্যথাও কমল। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল, সেলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় তালা।

ছোট্ট অফিস রূমে কেউ নেই। দরজার বাইরে অপেক্ষমাণ লোকটা অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

'ভেতরে এসো!' কর্কশ গলায় চেঁচাল হেড। মাথাব্যথায় ভ্রূ কুঁচকে রেখেছে।

মেলভিল ঢুকল অফিসে। দুপুর গড়িয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা বলে মনে হচ্ছে সন্ধে নেমেছে। অধৈর্য হয়ে মার্শালকে খুঁজছে পাবলিশারের চোখ। রেগে আছে খানিকটা। মার্টিন হেডের গলা শুনে তাকাল, বিস্ময়ের ছাপ পড়ল চেহারায়।

'আমি এখানে, সেলের ভেতরে, মিস্টার মেলভিল।'

বোকা বোকা চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে মেলভিল। সামলে নিয়ে বলল, 'আমি এসেছিলাম একটা খবর দিতে। ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ তার সঙ্গীদের নিয়ে এই মাত্র শহরে ঢুকেছে। ব্রিজ পার হয়ে নতুন শহরের দিকে গেছে।'

দরজায় ধাক্কা দিয়ে ধাতব আওয়াজ করল মার্টিন। 'আমাকে বের করো এখান থেকে!'

এতক্ষণে মেলভিল বুঝল মার্শাল আটকা পড়েছে সেলের ভেতর। বাইরে থেকে সেলের দরজা খোলার চেষ্টা করল সে

তালা মারা। অগোছাল ডেস্কের কাছে চলে এলো। চাবি খুঁজছে। একটার পর একটা ড্রয়ার টেনে দেখল। চাবি নেই। বিভ্রান্ত হয়ে হেডকে দেখল। বিড়বিড় করে বলল, 'চাবি পেলাম না।' সেলের দরজায় এসে দাঁড়াল। 'ব্যাপার কি? ভেতরে আটকা পড়লে কিভাবে?'

লোহার শিকে চেপে বসল মার্টিন হেডের আঙুল। 'বিরাট লম্বা কাহিনী,' বলল তিক্ত স্বরে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল। 'বাজে কয়টা?'

ভেস্টের পকেট থেকে একটা সোনার ঘড়ি বের করল পাবলিশার। 'সোয়া চারটে।'

অসুস্থ বোধ করল হেড। পাঁচ ঘণ্টার বেশি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল সে সেলের ভেতর!

আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে মাথার তালু ছুঁলো। ফুলে আছে মাথা। কপাল ভাল মারা যায়নি সে।

মার্টিন হেডের মুখের একপাশে শুকনো রক্ত লেগে আছে। রক্ত দেখে চমকে গেল পাবলিশার। বলল, 'তুমি দেখছি আহত। চিকিৎসা দরকার।' দরজার দিকে পা বাড়াল। 'ডাক্তার কুককে নিয়ে আসছি।'

'যাও,' তিক্ত স্বরে তাগাদা দিল মার্শাল। 'এমন কাউকে এনো যে তালা ভেঙে আমাকে বের করতে পারবে।'

দরজার কাছ থেকে একপলক দেখল মেলভিল মার্টিন হেডকে। করুণা বোধ করল। বেরিয়ে যাবার আগে বলল, 'জ্যাককে নিয়ে আসব। ও ফুলটনের কামার।'

লোকটা চলে যেতে দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ অনেক জোরাল শোনাল মার্টিনের কানে। কটে বসল সে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরল।

তিক্ত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে সে নিজের ভেতর। ছেলেটাকে বিশ্বাস করেছিল সে। বিশ্বাস করেছিল কারণ এতদিন পর ওকে ফিরে পেয়ে ভাল লাগছিল। মনে হয়েছিল ছেলেটার সাহচার্য ওর প্রয়োজন।

লিউইসের মিষ্টি কথাগুলো মনে পড়ছে এখন। সব ভুলে ক্ষণিকের জন্যে বেভুলা হয়ে গেছিল সে। বুকে আশা জেগেছিল, ছেলের ভালবাসা, শ্রদ্ধা অর্জন করার। তারপরই তো লিউইস আঘাত করল!

লিউইস চলে গেছে। এখন মার্টিন বুঝতে পারছে, আরেকবার আইন রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে সে। ভয়ঙ্কর এক খুনীকে যেতে দিয়েছে সে বেননের পেছনে। বেনন তাকে বন্ধু মনে করে! অসহায় রাগ বুকে চেপে অন্ধকার সেলে থম মেরে বসে থাকল মার্টিন হেড।

দশ বছর পর নিজেকে মানুষ ভাবার একটা সুযোগ পেয়েছিল সে। নিজের ছেলে আর আইনের চোখে শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারত। কিছুই হলো না। তবে সময় এখনও আছে। এখনও সব হারিয়ে যায়নি।

সেলের দরজার সামনে দাঁড়াল সে। মেলভিলের ফেরার অপেক্ষা করছে অস্থির হয়ে। মেঘলা আবহাওয়া। বাইরে এখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। জানালার ধুলোময় কাঁচ ঝাপসা হয়ে আছে। হতাশা বাড়ে এমন বৃষ্টিবাদলের দিনে।

ছোট্ট অফিসটায় চোখ বোলাল হেড। মনটা অতীতে চলে গেল তার। এখান থেকে হাজার মাইল দূরে জন্মেছে সে। সেখানের কোন স্মৃতি মনে পড়ে কি পড়ে না। তিক্ত বছরগুলোর স্মৃতি একের পর এক ভিড় করল মনে। কেন সে ব্যর্থ হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, সব মনে পড়ে গেল একে একে। অনেক মানুষ তার ওপর ভরসা করেছিল। তাদের শ্রদ্ধা ধরে রাখতে পারেনি

সে। বঞ্চিত করেছে অনেককে।

সেই মহিলার কথাই ধরা যাক। তাকে পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছিল যে মহিলা। বেটিকে সে বিয়ে করেনি। ছেলেটা বুকের মধ্যে ঘৃণা নিয়ে বড় হয়েছে। প্রত্যাখ্যাত বেটি তার ছেলের মধ্যে বাবার প্রতি কতখানি ঘৃণার বীজ বুনেছিল, সেটা এখন বুঝতে পারছে মার্টিন। সন্তান জন্মানোর বছর কয়েক পর ফিরে গিয়েছিল মার্টিন বেটির কাছে। একটা বর্ডার টাউনে বসত করেছিল বেটি। অন্য একজন লোকের সঙ্গে সংসার করছিল। মার্টিনকে দেখে টিটকারির হাসি হেসেছিল বেটি। তিরস্কার করেছিল। অভিশাপ দিয়েছিল। তারপর মাতাল হয়ে বেটির প্রেমিককে খুঁজে বের করে মার্টিন। লোকটাকে খুন করেছিল ও। পরে জানতে পারে লোকটার নাম ফ্র্যাঙ্ক কনোরি। ফ্র্যাঙ্ক কনোরিকে নিজের বাবার জায়গায় বসিয়েছিল তারই ছেলে, লিউইস।

এরপর লিউইসের সঙ্গে আর দেখা হয়নি এই সেদিন পর্যন্ত। কয়েক দিন আগে লিউইস এলো। তার মুখে মার্টিন জানল, মারা গেছে বেটি। এখন আর ছোট নেই লিউইস, এমন এক পরিণত মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে যাকে সে চেনে না। লিউইস এখন খুনী। অস্ত্র ভাড়া খাটায়। বিশ্বাসঘাতকতায় অভ্যস্ত এক নৈতিকতা বর্জিত মানুষ।

মার্টিন ভেবেছিল ছেলেকে যে অবহেলা সে করেছে সেটা পুষিয়ে দিতে পারবে জীবনের শেষ কদিনে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, লিউইস তার সঙ্গে দেখা করেছে শুধু মাত্র নিজের কাজে তাকে ব্যবহার করার জন্যে। মার্টিন বেননের বন্ধু একথা না জানলে লিউইস কখনোই আসত না দেখা করতে। বেনন ফুলটনে আসবে আগে থেকে না জানলে মার্টিনের ধারেকাছে ঘেঁষত না।

আরও জোরে সেলের শিক চেপে ধরল মার্টিন। যে কারণেই

লিউইস এখানে এসে থাকুক না কেন, তার কাজে বাধা দিতে হবে। দিতেই হবে বাধা। এটুকু করতে হবে। এটুকু বেননের প্রাপ্য। বেনন ওর ছেলের বয়সী! বেনন যদি ছেলে হতো!

*

পাঁচ মিনিট পর কামার জ্যাককে নিয়ে জেল অফিসে ফিরে এলো মেলভিল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা চেহারা জ্যাকের, হাতে একটা পিঞ্চ বার। পুরোনো তালাটা ভেঙে ফেলতে দু'মিনিটের বেশি নিল না সে।

ছাড়া পেয়ে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল মার্টিন। পিস্তলটা খুঁজছে। অবাক হলো না যখন বুঝল অস্ত্রটা এখানে নেই। মেলভিলের দিকে তাকাল মার্টিন। কামার জ্যাক তাকে দেখছে চোখে আশা নিয়ে। কি হয় কি হয় একটা ভাব তার চেহারায়।

'ভাল একটা কোল্ট রিভলভার দরকার আমার,' গম্ভীর চেহারায় বলল মার্টিন।

'আমার কাছে একটা পিস্তল আছে,' বলল মেলভিল। 'একটা ৩২।'

মাথা নাড়ল মার্টিন। 'আমি আরও ভারী ক্যালিবারে অভ্যস্ত।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। 'হার্ডওয়্যার স্টোরে বোধহয় পেয়ে যাব?'

'আমার কাছে শেরিফ জন ওয়েনের কোল্টটা আছে,' বলে উঠল জ্যাক।

দরজার দিকে পা বাড়াল মার্টিন। 'চলো তাহলে।'

পেছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল মেলভিল, 'এক মিনিট! একা তুমি ব্ল্যাকজ্যাকের সঙ্গে লাগতে যাচ্ছ?'

এক মুহূর্ত চোখে চোখে চেয়ে রইল দু'জন। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মার্টিন। বেননের জন্যে অপেক্ষা করার কোন মানে

নেই। সে কখন ফিরবে কে জানে! ঝামেলা তাকে নিজেকেই সামলাতে হবে। সে এই শহরের মার্শাল। যেচে পড়ে দায়িত্বটা নিয়েছে সে। মুখের ভেতরটা তিতে লাগল হেডের।

'না, আগেই ব্ল্যাকজ্যাক না,' নিচু স্বরে বলল সে, 'আগে আরেকজনের মোকাবিলা করতে হবে।'

জ্যাকের সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে বেরিয়ে এলো মার্টিন। মেলভিল কিছুক্ষণ অফিসে অপেক্ষা করল, চেয়ে থাকল জানালা দিয়ে কাদাময় রাস্তার দিকে। মনটা খারাপ লাগছে তার। যেভাবে যা ঘটছে তা ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারছে না। গত রাতে সমস্ত কিছু সহজ মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল গানম্যানের বিরুদ্ধে গানম্যান নামালেই সব সমস্যার সমাধান। এখন তেমন মনে হচ্ছে না। ভয় লাগছে হঠাৎ। টাস্টন কমিশনারের সঙ্গে আলাপ করে এমন একজনকে মার্শাল করেছে সে যার ব্যাপারে কিছুই তার জানা নেই। মার্শালের ব্যাজ পরেছে লোকটা। কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাজের মান রক্ষার ক্ষমতা আসলে মার্টিন হেডের নেই।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে এলো সে অফিস হতে। কামার আর হেডের পিছু না নিয়ে নিজের অফিসে ফিরল। দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে আছে মুখটা।

একটু দূরে লম্বা একটা ছেলে টাইপ সেট করছে একটা কেসে। বয়স কত হবে, বড়জোর ষোলো। যে কাগজ দেখে সে কম্পোজ করছে সেটা তুলে নিয়ে পড়ল মেলভিল। কাগজটা মুচড়ে ফেলে দিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। ছেলেটাকে বলল, 'বাড়ি চলে যাও, পিট। সকালে তোমাকে আমি ডেকে নেব।...অবশ্য যদি তখনও আমার কাগজের ব্যবসাটা থাকে।'

চেয়ে থাকল মেলভিল। দেখল ছেলেটা গায়ে কোট চাপিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে বের হয়ে গেল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে

থাকল সে বেশ কিছুক্ষণ, তারপর ডেস্কের কাছে ফিরে এলো। একটা ড্রয়ার টান দিয়ে খুলল।

ড্রয়ারে শুয়ে আছে ছোট্ট একটা রুপোলি পিস্তল। অস্ত্র সে একেবারেই চালাতে জানে না তা নয়। সীমান্তের শহরগুলোয় এমন কোন পাবলিশার নেই যাকে গোলমালে পড়তে হয়নি। বিরক্ত পাঠক অথবা মাতাল রাজনীতিকদের মোকাবিলা করতেই হয়। এই দু'জাতের মধ্যে মাতাল রাজনীতিকরা বেশি বিপজ্জনক। সম্পাদকীয়র হুল গায়ে ফোটায় এরা হয় উগ্র।

ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ মাতাল রাজনীতিক বা বিরক্ত পাঠক নয়। সে সম্পূর্ণ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। ঠাণ্ডা মাথার পেশাদার খুনী! সে যদি আসে তাহলে ঘোড়ার চাবুক বা লাঠি হাতে আসবে না। এলে আসবে সিক্সগান নিয়ে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেলভিল। অন্য শহরগুলোতে যেমন হুমকি আসত এখানে তা আসবে না। বুদ্ধিমান হলে একটা কাজই তার করার আছে। মালপত্র গুছিয়ে নিতে পারে সে, চলে যেতে পারে অন্য কোন নতুন শহরে। সেখানে আবার দোকান খুলতে হবে, নতুন করে শুরু করতে হবে কাগজের ব্যবসা।

অথবা আরেকটা কাজ করতে পারে সে। থেকে যেতে পারে এখানে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেখতে পারে কি ঘটে ফুলটনে।

ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসল মেলভিল। জানালার দিকে চেয়ে থাকল। বারবার শহর বদল করে বিরক্ত হয়ে গেছে সে। ঠিক করে ফেলল, বাঁচলে বাঁচবে মরলে মরবে, কিন্তু ফুলটন ছেড়ে কোথাও যাবে না আর।

রুপোলি পিস্তলের বাঁট শক্ত হাতে ধরে আছে মেলভিল। যাই ঘটুক, এখানেই অপেক্ষা করবে সে।

এগারো

স্যাডলে কুঁজো হয়ে বসে আছে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। স্লিকারের তলায় চওড়া কাঁধ ঢাকা পড়েছে। বৃষ্টির পানি বরফ-ঠাণ্ডা, কুলকুল করে নামছে তার মেরুদণ্ড বেয়ে। কোন মন্তব্য ছাড়াই ব্যাপারটা সহ্য করছে সে। এমনি ভাবেই জীবনে যা ঘটেছে সেসব বিনা মন্তব্যে হজম করে গেছে, কখনও কোন অভিযোগ করেনি।

ব্ল্যাকজ্যাকের দেহের হাড়গুলো চওড়া। ছয় ফুট উচ্চতার কোথাও কোন চর্বি নেই। হাড় আর হাড়ের মতোই শক্ত মাংসপেশি। মনটাও শক্ত। সেখানে দয়ামায়ার কোন স্থান নেই। একটু ভুল হলো। রুব স্মিথ ছাড়া আর কারও প্রতি সেখানে কোন বিশেষ অনুভূতি নেই।

ওহাইয়োর একটা হার্ডরক ফার্মে তার জন্ম। চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত পেট ভরে খেতে পায়নি সে। তার বয়স যখন পাঁচ বছর, মারা গেল বাবা। দ্বিতীয়বার বিয়ে করল মা। স্বামী একটা কাকতাড়ুয়া। সর্বক্ষণ ভুগছে পিঠের ব্যথায়। জিভ ছোটানো ছাড়া আর সব কাজেই সে ছিল অযোগ্য। ব্ল্যাকজ্যাকের যতটুকু মনে পড়ে, তার সৎ বাবা প্রচুর মদ খেত, প্রচুর কথা বলত, কিন্তু কাজ করতে উৎসাহ বোধ করত না। রুব জন্মানোর কয়েক বছর পর লোকটা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

অতি খাটুনিতে মারা যাবার আগে পর্যন্ত একাই দু'ছেলের

দেখভাল করেছে মা। মরার আগে রুবের দায়িত্ব দিয়ে গেছে ব্ল্যাকজ্যাকের হাতে। নিজস্ব পদ্ধতিতে রুবের দেখভাল করেছে ব্ল্যাকজ্যাক। রুবের নামের পদবীটা পর্যন্ত তার। এখন তার নিজের বয়স তিরিশ। রুবের চেয়ে সে ছয় বছরের বড়। রুবের বয়স এখন আটাশ, তবুও তার চোখে রুব আজও চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে। বয়স নিয়ে কখনও ভাবেনি ব্ল্যাকজ্যাক। মা বলেছে ছোট ভাইকে দেখে রাখতে, রেখেছে সে দেখে। ব্ল্যাকজ্যাকের খুনী হৃদয়ে ওই একটা মানুষের প্রতিই খানিকটা ভালবাসা আছে।

দ্রুত গতিতে ফুলটনে ফিরছে ব্ল্যাকজ্যাক, দু'পাশে দু'জন সঙ্গী। ট্র্যাক টাউনের কাজটা ওরা সুসম্পন্ন করেছে। এমনিতেই ফিরছিল। মাঝরাস্তায় লেফের সঙ্গে দেখা হয়। রুব গুলি খেয়েছে এই দুঃসংবাদটা লেফই তাকে জানিয়েছে। ব্ল্যাকজ্যাকের বাম দিকের বাদামী চামড়া গম্ভীর স্বল্পভাষী লোকটাই লেফ। ডান দিকে আছে মোটকু বিব্‌স্। এমনিতে সে প্রচুর কথা বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ রাতে সে-ও লেফের মতোই চুপ করে আছে।

অভ্যেস বশে গে ডগ সেলুনের দিকে যাচ্ছিল ওরা। পেকোস বারের সামনে থেকে হাঁক ছাড়ল রেড। 'ব্ল্যাকজ্যাক!'

থামল ব্ল্যাকজ্যাক। তার সঙ্গীরাও। কাঠের ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে আছে রেড স্লেটার। এগিয়ে গেল তারা।

'ও এখনও বেঁচে আছে,' তড়িঘড়ি করে বলল রেড।

ব্ল্যাকজ্যাকের দেখাদেখি ঘোড়া থেকে নামল বাকি দু'জন। রেডের পিছু নিয়ে সেলুনে ঢুকল ব্ল্যাকজ্যাক। তাকে অনুসরণ করল সঙ্গীরা। বারের সামনে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। হলদে মৃদু আলোয় চারপাশ দেখে নিল ব্ল্যাকজ্যাক। ওর নিজের লোকরা শুধু সেলুনে আছে। ড্রিঙ্ক করছে নিরবে। কপাল কুঁচকে উঠল ওর। কেউ কোন

কথা বলছে না। কাউকে সে তাগাদাও দিল না। সময় এলে যার মুখ খোলার সে খুলবে। খুলতে বাধ্য।

রেডের সঙ্গে দোতলায় চলে এলো সে। ভিকি কেয়ার্নসের দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রেড, ব্ল্যাকজ্যাককে ঢোকার জায়গা করে দিল।

সেজ গ্রোভারের ওপর প্রথমে নজর পড়ল ব্ল্যাকজ্যাকের। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে খাটের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। সেজের হাত ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে রুব, অনিয়মিত শ্বাস ফেলছে। ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে বুকের ভেতর।

দূরের দেয়ালের কাছে দলের একজন লোক পাহারা দিচ্ছে একটা চেয়ারে বসে।

নির্বিকার নির্লিপ্ত চেহারায় সেজ গ্রোভারকে দেখল ব্ল্যাকজ্যাক। চোখাচোখি হতেই ফ্যাকাশে মুখটা আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল মেয়েটার। গার্ডকে হাতের ইশারা করল ব্ল্যাকজ্যাক। নিরবে মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে চলে গেল লোকটা। যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

রেড দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। পাহারা দিচ্ছে। ভাইয়ের পাশে এসে থামল ব্ল্যাকজ্যাক।

আওয়াজ পেয়ে দুর্বল স্বরে জানতে চাইল রুব স্মিথ, 'কে, রেড?' চোখ খোলেনি।

ব্ল্যাকজ্যাক বলল, 'আমি, রুব, জ্যাক।'

চোখ খুলে গেল, পিটপিট করে তাকাল রুব। নজরটা আস্তে আস্তে ব্ল্যাকজ্যাকের ওপর স্থির হলো। হাসার চেষ্টা করল সে।

ব্ল্যাকজ্যাক জানতে চাইল, 'কি অবস্থা?'

'ভাল না,' বিড়বিড় করল রুব।

সেজ গ্রোভার দূরে সরে যেতে চাইছিল, কিন্তু শক্ত হাতে

তাকে ধরে রাখল রুব। 'থাকো,' বলল ফিসফিস করে। 'তুমি কাছে থাকলে···আমার···ভাল···লাগে···'

'কে গুলি করেছে তোমাকে?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল ব্ল্যাকজ্যাক। কোন কিছুতেই উত্তেজিত হওয়া তার ধাতে নেই। শীতল ক্রোধ মেটায় সে হিসেব নিকেশ করে। শত্রুতা করে আজ পর্যন্ত তার হাত থেকে ছাড়া পায়নি কেউ।

'রক বেনন।'

থমকে তাকাল ব্ল্যাকজ্যাক। 'বেনন? রক বেনন? মন্ট্যানার আউট-ল?' গলাটা কঠিন হয়ে উঠল তার। 'ঠিক জানো তো, রুব?'

সায় দেয়ার জন্যে মাথা দোলাতে গিয়ে রুব বুঝল অত জোর তার নেই। দুর্বল স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।···ও বেনন···তোমাকে জানানো দরকার ছিল···তাই জ্ঞান হারাইনি আমি।'

চুপ হয়ে গেল রুব। কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। নিরব থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে। বিছানার মাথায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহী সেই আগন্তুকের কথা ভাবল সেজ। নামটা শুধু রক, বলেছিল লোকটা। তাহলে সে-ও একজন আউট-ল!

রুবের হাতটা শিথিল হয়ে গেছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল সেজ। চোখ খুলল রুব। মেয়েটার দিকে মাথা ফেরানোর চেষ্টা করল। ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ। 'তোমাকে কখনও আঘাত দিতে চাইনি,' ফিসফিস করে বলল, 'শুধু···চেয়েছিলাম···' এত ক্লান্ত যে কথা শেষ করতে পারল না। চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

ভাষাহীন চোখে সেজকে দেখল ব্ল্যাকজ্যাক। দরজার কাছে দাঁড়ানো রেডের উদ্দেশে বলল, 'মেয়েটা এখানে কি করছে?'

বিছানার পায়ের কাছে চলে এলো রেড, মেয়েটার দিকে তাকিয়ে চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। 'ওকে এখানে চেয়েছিল

রুব। ডাক্তার শহরের বাইরে গেছে। আর কারও সেবা নেবে না দেখে...'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ব্ল্যাকজ্যাকের। 'ফেরার পথে ডাক্তারকে দেখলাম, বাগির হুইল কাদায় বসে যাওয়ায় আটকে গেছে। বললাম তাকে আমার সঙ্গে আসতে। এলো না।' নিষ্ঠুর একচিলতে হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল ব্ল্যাকজ্যাকের ঠোঁটে। 'বলল আমার মতো মানুষের সাহায্য নেয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।' সেজের দিকে কড়া চোখে তাকাল সে। 'থাকো ওর সঙ্গে।'

মেয়েটার চেহারা দেখে মনে হলো প্রতিবাদ করবে। ভেতরে ভেতরে রেগে গেল ব্ল্যাকজ্যাক। 'আমি ফেরা পর্যন্ত ও যেন বেঁচে থাকে। নইলে তুমিও ওর সঙ্গে কবরে যাবে।'

রেডকে সঙ্গে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল সে, চলে গেল দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে। প্রহরী লোকটা আবার এসে বসল চেয়ারে। বাইরে দাঁড়িয়ে কি যেন খেয়েছে। সরু একটা কাঠি দিয়ে খিলাল করছে। একটু পর সন্তুষ্ট হয়ে কাঠিটা চোখের সামনে তুলে দেখল। কি যেন লেগে আছে। শুঁকল কাঠিটা। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল সেজ।

বাইরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে চিন্তিত স্বরে বলল রেড, 'গুলিটা বের করতে না পারলে বাঁচবে না রুব।'

কঠোর হয়ে গেল ব্ল্যাকজ্যাকের চেহারা। 'আমি লেফকে পাঠাচ্ছি, ডাক্তারকে নিয়ে আসবে।'

বার রুমে নেমে এলো তারা। লেফ আর বিব্‌স্ কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মদ গিলছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। ঘরের ভেতরে থমথমে একটা পরিবেশ, আসন্ন ঝড়ের আগে শান্ত প্রকৃতির মতো।

কোনার টেবিলে মাতাল হয়ে বসে আছে ঝাড়ুদার। রেডকে

খবর দিয়ে এক ডলার পেয়েছিল সে। সে-টাকায় মদ গিলেছে। খালি বোতলটা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে।

এক পলকে সব দেখে নিল ব্ল্যাকজ্যাক। 'এখানে কেন?' শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল। 'যে মহিলা পেকোস বার চালায় সে কই? তার নাম ভিকি কেয়ার্নস না?'

'মারা গেছে,' বলল রেড। 'ওখান থেকেই ঘটনার শুরু বোধহয়।' আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'রুব বোধহয় ভুল বলছে। রক বেনন ওকে গুলি করেনি।'

'কেন?' কপালে ভাঁজ পড়ল ব্ল্যাকজ্যাকের। 'আমি জানতাম সে আসছে। ইউ এস মার্শাল অফিস থেকে তাকে অনুরোধ করা হয়েছে তদন্ত করে দেখতে। ক্রিস লংনেকারের মেয়ে আর বউকে উদ্ধার করতে এসেছে সে। প্রতিশোধও নিতে চায়। শেরিফ জন ওয়েন তার বন্ধু ছিল।' দাঁতের ওপর থেকে তার ঠোঁট সরে গেল খ্যাপা কুকুরের মতো। 'আমি ফেরার আগেই রুব ওর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। আসলে বেনন আমার শিকার, রেড আমার! ওকে শেষ করে দেব আমি!'

শ্রাগ করল রেড। 'কি জানি! কিন্তু সে মিস কেয়ার্নসকে খুন করতে যাবে কেন?'

তীক্ষ্ণ নজরে রেডকে বিদ্ধ করল ব্ল্যাকজ্যাক। 'কি বললে? কে কাকে খুন করেছে?'

'রক বেননকে অনুসরণ করে এখানে ঢুকেছিল রুব আর শর্টি,' ব্যাখ্যা করল রেড। 'ওপরতলায় ওকে উঠতে দেখে ওরা। শর্টি ঢুকেছিল দোতলার জানালা গলে। বেননের গুলিতে মারা গেছে সে। রুব এখানে অপেক্ষা করে বেননের জন্যে। ভেবেছিল বেনন নেমে এলেই এক গুলিতে ফেলে দেবে বেননই আগে গুলি লাগিয়েছে।...আমি এখানে ছিলাম না, রুবের মুখে শুনলাম

ঘটনা। রুবকে নিয়ে মহিলার বেডরুমে রাখতে গিয়ে বুঝলাম মারা গেছে ভিকি কেয়ার্নস। কাউচে পড়ে ছিল বেকায়দা ভঙ্গিতে।'

'গুলি করেছে কেউ?'

ভ্রূ কুঁচকাল রেড। 'না। অবাক ব্যাপার। কোথাও আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না।'

লেফ চুপচাপ মদ টানছে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ব্ল্যাকজ্যাক। লেফের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল, 'আরেক পেগ খেয়ে ঘোড়ায় চাপবে তুমি, লেফ। যে করে হোক নিয়ে আসবে ডাক্তারকে। লোকটা বেঁচে থাকলেই যথেষ্ট।'

বৃষ্টির মধ্যে আবার ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যেতে হবে ভাবতেই বিরক্তি প্রকাশ পেল লেফের চেহারায়। কিছু বলল না। চটপট ড্রিঙ্ক সেরে নিয়ে বেরিয়ে গেল বার থেকে।

পরিষ্কার একটা গ্লাস নিয়ে নিজের জন্যে ড্রিঙ্ক ঢালল ব্ল্যাকজ্যাক। এক ঢোকে শেষ করে ফেলল তরলটুকু। এতক্ষণে সাহস পেয়ে বলল রেড, 'তুমি যাওয়ার পর আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে শহরে। শেরিফ জন ওয়েনের জায়গায় নতুন একজনকে ওরা টাউন মার্শাল করেছে।'

গ্লাসটা আস্তে করে কাউন্টারে নামিয়ে রেখে ধীরেসুস্থে ঘুরে দাঁড়াল ব্ল্যাকজ্যাক। 'আমি চিনি তেমন কাউকে?

নড করল রেড। 'মার্টিন হেড।

নির্বিকার থাকল দস্যু সর্দারের চেহারা। 'রক বেনন আর মার্টিন হেড, বলল বিড়বিড় করে। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কোথায়?'

'একটু আগেও মার্টিন হেড ছিল শেরিফের অফিসে। আর ঘোড়ায় চেপে বেনন গেছে শহরের বাইরে। পরিচয় জানতাম না বলে আমি মনে করেছিলাম সাধারণ এক গানম্যান সে।

ভেবেছিলাম কিসের মধ্যে জড়িয়েছে টের পেয়ে ভাগছে লোকটা। রুবের কাছে নামটা শুনে এখন মনে হচ্ছে সে ট্র্যাক টাউনেও গিয়ে থাকতে পারে, তোমার খোঁজে।'

মাথা নাড়ল ব্ল্যাকজ্যাক। 'ওখানে দেখিনি ওকে আমি।' দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটা গলা দিয়ে নামিয়ে বলল, 'মার্টিন হেডকে চাকরিটা দিয়েছে কে?'

'ওই খবরের কাগজওয়ালা মেলভিল। সে আর টাউন কমিশনার জন কার্লসন–দু'জন মিলে শহরের মানুষদের নিয়ে একটা কমিটি করেছে। কমিটির দায়িত্ব শহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা।'

'পরে ওদের টাইট দেব,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল ব্ল্যাকজ্যাক। পিস্তলের ঠাণ্ডা বাঁট ছুঁলো তার হাতের তালু। 'আগে মার্টিন হেডের ব্যবস্থা করব।'

দরজার দিকে পা বাড়াল সে। অনুসরণ করল রেড।

*

পেকোস বারের এক ব্লক দক্ষিণে গে ডগ সেলুন। আলো প্রায় নেই বললেই চলে। রুক্ষ অযত্নে নির্মিত বার কাউন্টার। পচা মদ বিক্রি হয় ওখান থেকে। তাস খেলার জন্যে রয়েছে কয়েকটা টেবিল। পেছনে একটা ঘরে আছে বেশ কয়েকটা বাঙ্ক। রাতে যাদের থাকার জায়গা জোটে না, স্বল্প ভাড়ায় রাত কাটায় তারা ওখানে।

সহজেই সেলুনটায় ঢোকা যায়। বেরোনোর ব্যবস্থাও আছে নানা ভাবে। একশো গজ পেছনেই টিলার রাজ্য শুরু হয়েছে। যে কেউ হারিয়ে যেতে চাইলে হারিয়ে যেতে পারে, আইন তার নাগাল পাবে না সহজে। এখানে যারা আসত তাদের পালাবার প্রয়োজন ছিল। এখন শেরিফ ওয়েন না থাকায় সতর্কতার দরকার পড়ে না। তবু সুযোগ তৈরি রাখা আছে।

মারা যাবার কিছুদিন আগে সেলুনটা বন্ধ করে দিয়েছিল শেরিফ ওয়েন। ব্ল্যাকজ্যাক আসার পর আবার বারটা খোলা হয়েছে। বাধা দেবার কেউ নেই।

কাঁচা হাতে তৈরি রঙহীন বাড়িটা দেখতে এমনিতেই বিচ্ছিরি। বৃষ্টিতে ভিজে আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে এখন। কাউন্টারের সামনে বসে আছে জেমস ওয়েন ওরফে লিউইস হেড, কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে।

একটার বেশি ড্রিঙ্ক কখনও নেয় না সে। ঘড়ির দিকে চোখ রেখে ড্রিঙ্কে মৃদু মৃদু চুমুক দিচ্ছে। সাড়ে চারটে বাজতেই চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে পড়ল, বেরিয়ে এসে বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল।

দুই সঙ্গী নিয়ে ব্ল্যাকজ্যাককে শহরে ঢুকতে দেখল সে। ব্রিজ পার হবার সময় তাদের ঘোড়ার খুরের ফাঁপা আওয়াজ শুনল। পেকোস বার পার হবার সময় রেড ডাক দিল ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথকে। পেকোস বারে ঢুকল দস্যু সর্দার। সামান্য একটু কৌতূহল মাত্র অনুভব করল লিউইস। আপনমনে হাসল। ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কথাটা এখনও জানে না লোকটা।

পকেট থেকে সিগার বের করল লিউইস। ওটা ধরাতে গিয়ে খেয়াল করল মার্টিন হেডকে।

একা আসছে ব্রিজটা পার হয়ে। ক্লান্ত চেহারার ছোটখাট একজন মানুষ। কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছে, দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ভ্রূ সামান্য কুঁচকে গেল লিউইসের। একবার ভাবল গে ডগ সেলুনে ঢুকবে। পরের মুহূর্তে মত পাল্টাল সেলুনের কোনায় সামনে বেড়ে থাকা ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে থাকল সে কি হয় দেখতে। সিগারটা ফেলে দিল। পা একটু ফাঁক করে দাঁড়াল। হাত ঝুলছে হোলস্টারের পাশে।

মার্টিন হেড ওর বাবা। কিন্তু কোনদিন তাকে বাবা মনে

করেনি সে। এখনও লোকটাকে বিপদের মুখোমুখি হতে দেখে অন্তরে কোন অনুভূতি জাগল না তার।

ব্রিজ পার হয়ে ওর দিকে হেঁটে আসছে মার্টিন হেড। লিউইসকে দেখতে পেয়েছে, হাঁটার গতি সামান্য বাড়ল। তিক্ত চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল সে ছেলের দিকে।

পেকোস বার পার হবার সময় সেলুনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। রেডও আছে তার সঙ্গে। মার্টিন হেডকে দেখেই রেডকে ভেতরে যাওয়ার ইশারা করল ব্ল্যাকজ্যাক। হাঁক ছাড়ল চড়া গলায়। 'মার্টিন হেড!'

থামল হেড। ব্ল্যাকজ্যাকের কণ্ঠস্বর যেন একটা বর্শা, বিদ্ধ করেছে মার্শালকে।

রাস্তার আরও সামনে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে মার্টিন হেডের ছেলে। বেল্টের ভেতরে দু'হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে রেখেছে সে।

খুব ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল মার্টিন।

বোর্ডওয়াক থেকে কাদাময় রাস্তায় নেমে তার মুখোমুখি হলো ব্ল্যাকজ্যাক। ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেল শীতল হাসিতে। 'আমাকে খুঁজছ, মার্টিন?'

অস্বস্তি নিয়ে দস্যু সর্দারকে দেখল প্রাক্তন রেঞ্জার। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও ছেড়েছে। হাড়ে কাঁপ ধরিয়ে দিতে চায়।

'এখন না, ব্ল্যাকজ্যাক,' বলে ঘুরে দাঁড়াতে গেল মার্টিন।

'দেরি করে কি হবে!' ধমকে উঠল ব্ল্যাকজ্যাক। এক পা সামনে বাড়ল। 'হয় এখন, নইলে কখনোই না। সেক্ষেত্রে তোমাকে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

বুকের ভেতর ভয়ের কাঁপন টের পেল মার্টিন হেড। মনের মধ্যে কে যেন টিটকারি মারছে। যে ডাক্তার বলেছিল বিছানায়

শুয়ে ও হার্ট অ্যাটাকে মরবে সে ভুল বলেছিল।

লিউইসের দিকে চট করে তাকাল হেড। ছেলেটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে গে ডগ সেলুনের কোনায়। লিউইস ওকে বলেছিল বিপদে সঙ্গী হবে। বেননকে বলেছিল সে জন ওয়েনের ভাই। দুটোই মিথ্যে কথা। তবে এখনও নিজেকে শুধরে নেবার সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি লিউইসের। ওর হাত অস্ত্রে মারাত্মক চালু। ও যদি ব্ল্যাকজ্যাকের বিরুদ্ধে বাবাকে সাহায্য করে, তাহলে হয়তো···

'কি হলো, মার্টিন? ভয় পাচ্ছ?' নিষ্ঠুর শোনাচ্ছে ব্ল্যাকজ্যাকের কণ্ঠ।

কাঁধ ঝাঁকাল মার্টিন। হাতের ঝাপটায় লম্বা কোটের প্রান্ত সরিয়ে ড্র করল। ঝাপসা ভাবে দেখল ব্ল্যাকজ্যাক নড়ছে। পর মুহূর্তেই ব্ল্যাকজ্যাকের প্রথম গুলি তার বুকে গাঁথল। পড়ে যাচ্ছিল মার্টিন, এমন সময় দ্বিতীয় গুলিটা তাকে ঘুরিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল মার্টিন। হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করার চেষ্টা করল। তৃতীয় গুলিটা যে তার মাথার পেছনটা চুরমার করে দিল তা টের পেল না।

এগিয়ে এলো ব্ল্যাকজ্যাক। উপুড় হয়ে পড়ে আছে মার্টিন হেডের লাশ। পাশে দাঁড়িয়ে মার্শালের ব্যাজটা খুলে নিল সে, ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তার কাদায়। এখানে ওখানে উঁকি মারছে কৌতূহলী মুখ। তাদের দিকে কড়া চোখে তাকাল সে, তারপর ধীরেসুস্থে ফিরে গেল পেকোস বারের ভেতরে।

কোনায় দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত চেহারায় বাবার লাশ দেখল জেমস ওয়েন ওরফে লিউইস। একটা সিগার ধরাল। তারপর হাঁটতে শুরু করল।

রাস্তায় কাদাপানিতে পড়ে আছে মার্টিন হেড। বৃষ্টি গোসল করিয়ে দিচ্ছে তাকে।

বারো

গ্রাউন্ড হিচ করা হয়েছে স্পিডিকে। নিরবে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যালিয়ন। গুলির শব্দ আর জানালার কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পেল ওটা। গোলাগুলির আওয়াজ পেলে কি করতে হবে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ওকে, সরে গিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়াল। অসহিষ্ণু হয়ে উঠল একটু পরে। মানুষটা গেল কই! গুলির আওয়াজের পরপরই তো মানুষটা ফিরে আসে। তাহলে? আসছে না কেন? চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে স্পিডি, তাকিয়ে আছে কেবিনের দিকে। মাথার ওপর গাছের ডাল বেয়ে টিপটিপ করে পড়ছে পানির ফোঁটা। পোড়া গন্ধ পেল নাকে। মানুষটা যেখানে ঢুকেছে সেখান থেকেই আসছে এই অশুভ গন্ধ!

হালকা পাতলা লম্বা দু'পেয়ে জানোয়ারটাকে ঘোড়ায় চেপে চলে যেতে দেখল। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর আবার কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল স্পিডি। মানুষটা ফিরে আসবে সেই আশায় কান খাড়া করে রেখেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর অধৈর্য হয়ে চিঁহিঁ করে ডেকে উঠল। মানুষটার তরফ থেকে কোন সাড়া নেই কেন! কাদা মাটিতে পা ঠুকল। এগিয়ে গিয়ে কেবিনের দরজায় নাক দিয়ে ঠেলা দিল। এখানেই ঢুকেছে মানুষটা। একটু ফাঁক হলো দরজা। এবার সামনের পা দিয়ে ঠেলা দিল স্পিডি। ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করে খুলে গেল দরজা। ধোঁয়া

বের হচ্ছে আয়তাকার ফাঁক দিয়ে, বাতাসে মিশে যাচ্ছে একটু পরই।

কেবিনের পেছন দিকের দেয়ালে ভাল মতো ধরে গেছে আগুন। অস্থির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল স্পিডি। নাকে ধোঁয়া ঢোকায় নাক কুঁচকাল। ওই তো মেঝেতে পড়ে আছে মানুষটা! চিঁহি করে উঠল ও। জানতে চাইল ব্যাপারটা কি। নড়ল না মানুষটা। কোন জবাব দিল না।

সামান্য জোরাজুরি করতেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারল স্পিডি।

মানুষটা ছাড়াও মেঝেতে পড়ে আছে আরও দুটো দু'পেয়ে জানোয়ার। একটা জানোয়ারের গা পুড়ছে। মাংস আর চামড়া পোড়ার তীব্র গন্ধে বিষাক্ত মতো হয়ে আছে কেবিনের বাতাস। স্পিডির পূর্ণ মনোযোগ মানুষটার প্রতি। এখনও নড়ছে না লোকটা।

বড় বড় দাঁত স্পিডির বেননের কাঁধের কাছে স্নিকার কামড়ে ধরে ঝাঁকি দিল। আশা করছে অদ্ভুত এই ঘুম থেকে উঠে পড়বে ওর বন্ধু। সাড়া দিল না মানুষটা।

অনেক দিন পর সত্যি ভয় পেল বিশাল স্ট্যালিয়নটা। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে ওটার। আগুনের তাপ গায়ে লাগছে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। নাক ঝাড়ল স্পিডি। আর এখানে থাকা যায় না। মানুষটা জেগে উঠছে না। বেননের কাঁধ কামড়ে ধরল স্পিডি, দেহটা মেঝেতে ছেঁচড়ে নিয়ে পিছাতে শুরু করল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল। পারল না!

স্পিডির পেছন দিকে দরজা। ঢোকার সময় জোরাজুরি করে ঢুকেছে। বেরোবার সময় ধাক্কা লেগে দরজার একটা পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। ফাঁদে আটকে পড়ল ঘোড়াটা।

তীব্র আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল স্পিডি। লোহার নাল পরা পায়ে লাথি ছুঁড়তে শুরু করল দরজার গায়ে। পুরোনো দরজার কাঠে চিড় ধরে গেল। থামল না স্পিডি। একের পর এক জোরাল লাথি মারল দু'পায়ে। আধ মিনিট টিকল দরজাটা, তারপর কেবিনের সামনের প্রায় পুরোটা দেয়াল নিয়ে ভেঙে পড়ল বাইরের দিকে।

বেননকে ছেঁচড়ে বাইরে বের করে আনল স্পিডি। পিছাচ্ছে এখনও। জ্বলন্ত কেবিন থেকে অনেকটা দূরে সরে এলো। উঠানের শেষ মাথায় এসে ছাড়ল বেননকে। মাথা তুলে বৃষ্টি ভেজা বাতাসে গন্ধ শুঁকল। মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে কাঠ আর দু'পেয়ে জানোয়ার পোড়ার মিশ্র গন্ধ। তা থাকুক। এখন আর বিপদ নেই। আগুনে পুড়বে না ওর মানুষটা। কিন্তু এখনও ঘুম থেকে জাগছে না কেন ওর বন্ধু? হাজার হাজার ট্রেইলে এক সঙ্গে পথ চলেছে ওরা। কখনও তো এমন ভাবে ঘুমায়নি মানুষটা! অস্বস্তির বোধ কাটাতে হ্রেষাধ্বনি করল। নাক দিয়ে বেননের গায়ে ঠেলা দিল। কাজ হচ্ছে না! বৃষ্টির মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল পাশে।

অনেক অনেকক্ষণ পর নড়ে উঠল বেনন। তখনও বিরাট একটা মূর্তির মতো পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্পিডি। অপেক্ষা করছে।

উঠে বসল বেনন। অজান্তেই হাত চলে গেল হোলস্টারে। চার পাশে তাকাল। কেউ নেই। মাথাটা দপদপ করছে। হাত দিল মাথায়। ঠিক চাঁদিতে লেগেছে বুলেট। চামড়া, চুল আর হাড় চেঁছে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। আধ ইঞ্চি নিচে গুলি লাগলে ভরলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত।

মাটিতে দু'হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনন। মাথা ঘুরে উঠল। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। দুর্বল লাগছে শরীর। হাঁটুতে জোর

পাচ্ছে না। বেঁকে যেতে চাইছে পা দুটো। স্যাডল পমেল আঁকড়ে ধরে কোনমতে টাল সামলাল। বমি করল হড়হড় করে। বমি করার পর একটু ভাল লাগল। পরিষ্কার হলো চোখের দৃষ্টি।

ওর সারা শরীরে লেপ্টে আছে কাদা। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে ও বৃষ্টিতে। শীত করছে। কাঁপছে দেহ কাঁপুনি থামাতে পারছে না ও।

স্যাডল পমেল না ছেড়েই পকেট থেকে রুমাল বের করল ও। মাথা আর মুখ মুছল। চোখের সামনে রুমালটা এনে দেখল, বৃষ্টির পানির সঙ্গে রক্ত মিশে লালচে হয়ে গেছে সাদা রুমাল। কেবিনের দিকে তাকাল। ছাদটা বেঁকে গেছে। একটু পরই ধসে পড়বে। বৃষ্টির মধ্যেও দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে দেয়ালগুলোতে।

কেবিনের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল কিভাবে ওকে বের করে এনেছে স্পিডি। ভেতরে পুড়ছে দুটো মানুষের দেহ। নির্দোষ দু'জন মানুষ। যে-ই ওদের হত্যা করে থাকুক তার মনে দয়া-মায়া বলে কিছু নেই। লোকগুলো হয়তো মরত না ও আজকে এখানে না এলে। দাঁতে দাঁত চেপে শপথ করল বেনন, প্রতিশোধ না নিয়ে এই এলাকা ছেড়ে যাবে না ও। স্পিডির নাকে হাত বোলাল। 'তুই আমাকে বের করে এনেছিস, না?'

জবাবে দাঁত দেখাল স্পিডি। খরখরে জিভ দিয়ে বেননের হাত চেটে দিল।

ধীরেসুস্থে স্যাডলে উঠল বেনন। টের পেল মাথা থেকে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। গালের দু'পাশ বেয়ে রক্ত নেমে আসছে বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে। রুমালটা কষে বাঁধল মাথায়। টের পাচ্ছে, মাঝে মাঝেই ঘোলা হয়ে আসছে দৃষ্টি। মনে হচ্ছে অচেতন হয়ে যাবে। পড়ে যাতে না যায় সেজন্যে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে রাখল। বুঝতে পারছে এখন যে অবস্থা তাতে ফুলটনের খুনীদের

সহজ শিকারে পরিণত হবে ও। নিজেকে ভরসা দিল: অন্ধকার হয়ে আসছে। কপাল ভাল হলে কারও চোখে না পড়েই শহরে ঢুকতে পারবে।

স্পিডিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ধীর গতিতে ফুলটনের দিকে রওনা হলো বেনন।

তেরো

ডাক্তারকে নিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল লেফের। এক ঘোড়ায় দু'জন চেপে এসেছে তারা। থামল পেকোস বারের সামনে। দু'পাশ থেকে আসা লণ্ঠনের আলোয় গম্ভীর আর বিদ্রোহী দেখাল ডাক্তারকে। ডাক্তারী বাক্সটা সামনে রেখেছে সে।

স্যাডল থেকে পিছলে নেমে গেল লেফ, হাত বাড়িয়ে ডাক্তারকে নামতে সাহায্য করল ক্লান্ত ঘোড়াটার পাশে।

ডাক্তারের জামাকাপড় পুরো ভিজে গেছে বৃষ্টিতে। পেকোস বারের দিকে এক পলক তাকিয়ে লেফের দিকে ফিরল কূক। মুখ কুঁচকে বলল, 'জাহান্নামে যাক ও। কোন খুনীর সেবা করতে পারব না আমি।'

পিস্তল বের করে ডাক্তারের পাঁজরে গুঁতো দিল লেফ। নরম সুরে বলল, 'কথাটা ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথকে বোলো।' দরজার দিকে ইশারা করল গানম্যান।

কিছুক্ষণ আঁইগুঁই করে পা বাড়াল ডাক্তার।

রেড আর বিব্‌স্‌কে নিয়ে বার-এ অপেক্ষা করছিল নিরব ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ, ডাক্তারকে দেখে এগিয়ে এলো। নিচু স্বরে বলল, 'ওপরে আছে ও। মারাত্মক আহত হয়েছে।'

দীর্ঘদেহী ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথকে সামনাসামনি দেখে সাহসের ঘাটতি পড়ল ডাক্তারের। ভয় আর বিরক্তির পাশাপাশি রাগও হলো। সুবুদ্ধি কাজ করছে না। সরাসরি বলে বসল, 'ওকে আমি কোনরকম সাহায্য করতে পারব না।'

খপ করে ডাক্তারের বাহু চেপে ধরল ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। চোখের তারা দুটো জ্বলে উঠল। কর্কশ স্বরে বলল, ''এখনও আমার ভাইকে দেখোনি তুমি! জানলে কিভাবে তাকে সাহায্য করতে পারবে না?'

'জানি না।' তিক্ত শোনাল ডাক্তারের গলা। 'জানতে চাইও না।'

ঘাড় ধরে সিঁড়ির দিকে তাকে ধাক্কিয়ে নিয়ে চলল ব্ল্যাকজ্যাক। পেছন থেকে পিস্তল কক করল লেফ।

'জানতে হবে, ডাক্তার,' হিসহিস করে উঠল ব্ল্যাকজ্যাক। ওর সেবা করছে একটা মেয়ে। আমার ধারণা মেয়েটাকে তুমি চেনো। স্টেশন এজেন্টের মেয়ে।'

'সেজ!' হাহাকারের মতো শোনাল কূকের কথাটা।

দাঁতে দাঁত চাপল ব্ল্যাকজ্যাক। 'আমার ভাই যদি মরে তো ওকেও বাঁচিয়ে রাখার কোন কারণ দেখব না আমি। চলো, আমার ভাইকে দেখবে। চলো!'

ব্ল্যাকজ্যাকের পাশে দাঁড়ানো লেফকে দেখল ডাক্তার। অস্ত্র লোকটার হাতে। চেহারা নির্বিকার।

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল কূক। তার হাত থেকে ডাক্তারী ব্যাগটা নিয়ে নিল ব্ল্যাকজ্যাক। বলল, 'রেলরোড তোমাকে ভাল

ডাক্তার মনে করে চাকরি দিয়েছে। দেখা যাক সত্যিই তুমি কতটা ভাল।'

*

বেডরুমের ভেতর রুবের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেজ, মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আহত লোকটাকে দেখছে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে রুবের। ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে বুকের ভেতর। গায়ে জ্বর।

কপালে ভেজা কাপড় রাখল সেজ। টের পেয়েছে রুব। হাতটা ধরে ফেলল। বিড়বিড় করে বলল, 'মা···খারাপ লাগছে আমার।'

মেরুদণ্ডে আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত অনুভব করল সেজ। হাতটা জমে গেল যেন। দরজার কাছে অস্ত্র হাতে বসে থাকা গার্ডটার দিকে তাকাল। একটা পত্রিকা পড়ছে লোকটা।

আস্তে করে হাত ছাড়িয়ে নিল সেজ। মাথার পাশে পড়ে গেল রুবের শিথিল হাত। চোখ খুলল রুব। সেজকে দেখতে পেল, ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

'সেজ···!' অনেক কথা বলতে চাইল রুব। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। বলতে পারল না। গলার আওয়াজটা মিলিয়ে গেল। চোখ বন্ধ করল রুব। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বন্ধ হয়ে গেল শ্বাসপ্রশ্বাস। মারা গেল সে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল সেজ। এই লোকটার আচরণে ঘৃণা জন্মেছিল মনে। ব্ল্যাকজ্যাকের ভাই বলে ভয় পেত। কিন্তু এখন লোকটা আর বেঁচে নেই। করুণা বোধ করল সেজ। ওর কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে আসলে রুব স্মিথের ছিল না। সাধ্যমতো ভদ্রতা করার চেষ্টাই করেছে সব সময়।

কথাটা ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ জানে তো?

দরজার কাছে আগুয়ান পায়ের শব্দে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল সেজের। দেয়ালের কাছে সরে দাঁড়াল ও। আঠার মতো চোখ

সেঁটে আছে দরজার ওপর। খুলে গেল পাল্লা। ডাক্তার কূক আর ব্ল্যাকজ্যাককে ভেতরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল প্রহরী। রেড আর বিব্‌স্ দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল।

সেজকে দেয়ালের কাছে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুত পায়ে ওর কাছে এসে হাত ধরল ডাক্তার, টের পেল মা আতঙ্কে কাঁপছে মেয়েটার বুকের ভেতরটা।

'সেজ,' গাঢ় কণ্ঠে বলল ডাক্তার, 'আর কোন চিন্তা নেই। আমি ওর দেখভাল করব।'

নিরবে মাথা নাড়ল সেজ আস্তে আস্তে।

'সব ঠিক আছে, সেজ!' গলা চড়াল ডাক্তার। মনে করছে সেজ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হওয়ার পথে আছে। ব্ল্যাকজ্যাকের দিকে তাকাল। 'সেজকে ছেড়ে দাও। আমি দেখছি কি করতে পারি তোমার ভাইয়ের জন্যে।'

'ঠিক আছে, যেতে পারে ও।' অনুমতি দিল ব্ল্যাকজ্যাক।

দরজার দিকে সেজকে ঠেলে দিল ডাক্তার কূক। 'বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করো, সেজ। আমি একটু পরই আসছি।'

আবার মাথা নাড়ল সেজ। ব্ল্যাকজ্যাকের ওপর ওর চোখ। নিচু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'রবার্ট...মারা গেছে ও!'

আধ সেকেন্ড চুপ করে সেজের দিকে তাকিয়ে থাকল কূক, তারপর সরে এসে রুবের কব্জি ধরল। পাল্‌স্ নেই। চোখের পাতা উল্টে পরীক্ষা করল। তারপর সোজা হলো ধীরে ধীরে। ব্ল্যাকজ্যাকের দিকে তাকাল।

সেজ বলল, 'তোমরা আসার একটু আগে মারা গেছে ও।' ঘুরে তার দিকে চেয়ে আছে ব্ল্যাকজ্যাক। মৃদু গলায় বলল সেজ, 'আমার কিছু করার ছিল না।'

ডাক্তারের দিকে তাকাল ব্ল্যাকজ্যাক। আবার রুবের ওপর

ঝুঁকে পড়েছে কূক। বুকের ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখল। ফুটোর চারপাশে রক্ত জমে আছে। রক্তের রংটা দেখে বিড়বিড় করে বলল, 'আগে এলেও আমার কিছু করার ছিল না।'

সৈজের পাশে চলে এলো কূক, এক হাতে মেয়েটার কাঁধ জড়িয়ে ধরল। ব্ল্যাকজ্যাকের উদ্দেশে বলল, 'কেউ ওকে বাঁচাতে পারত না। কাউকে যদি দোষ দিতেই হয় তো আমাকে দোষ দাও, আসতে দেরি করেছি।'

নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ব্ল্যাকজ্যাক। ভেতরে ভেতরে ফুটছে রাগে। দু'চোখে তার সুস্পষ্ট আভাস। নিচু গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও তোমরা এখান থেকে।'

দ্বিধা করল ডাক্তার কূক, তাকাল দরজার কাছে দাঁড়ানো প্রহরীর দিকে। আবার খেঁকিয়ে উঠল ব্ল্যাকজ্যাক। 'চলে যেতে বলেছি তোমাদের!'

সেজের হাত ধরে দরজার দিকে পা বাড়াল কূক। দু'জন এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল রেড স্লেটার, রুবের নিথর শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকল। দেয়ালের দিকে মুখ দিয়ে বুকের ভেতর উথলে ওঠা অনুভূতি সামলাচ্ছে ব্ল্যাকজ্যাক। কালো হয়ে গেছে চেহারাটা। একটু পর যখন ঘুরে দাঁড়াল, চেহারা থেকে সমস্ত অনুভূতির ছাপ দূর হয়ে গেছে।

'কি করবে, ব্ল্যাক, এখন?' জিজ্ঞেস করল রেড।

শীতল আগুন জ্বলে উঠল দস্যু সর্দারের চোখে। ফিসফিস করে বলল, 'রুবকে যে মেরেছে তাকে খুঁজে বের করব। রক বেনন জানে না নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করেছে ও।'

চোদ্দো

ব্রাইস ওয়ার্নারের দোকান। পেছনের কামরা।

দেয়ালে আটকানো লণ্ঠন থেকে আলো এসে পড়েছে লিউইসের মুখে। ব্ল্যাকস্মিথ জ্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। সামনে একটা টেবিল। ওটার ওপর পড়ে আছে মার্টিন হেডের লাশ।

কয়েক মিনিট আগে জ্যাক আর লিউইস মিলে ধরাধরি করে লাশটা এনে রেখেছে এখানে।

ব্রাইস ওয়ার্নার ফুলটনের একমাত্র আন্ডারটেকার। টেকো মাথার লোক সে। ছোটখাট আকৃতি। গম্ভীর চেহারা। চোখে ঘোলা দৃষ্টি। এক পলক একে দেখেই বলে দেয়া যায় হঠাৎ করে কাস্টোমার পেয়ে মোটেও খুশি হতে পারেনি। উদ্বিগ্ন চোখে পালা করে কার্লসন, মেলভিল, জ্যাক আর লিউইসের দিকে তাকাচ্ছে সে। দু'হাত রগড়াচ্ছে বিনা কারণে। বলছে বিড়বিড় করে, 'কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পেলে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।' লিউইসের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো। 'একজনকে তোমরা নিয়ে আসবে আর আমি কবর দিয়ে দেব সেটা নিয়ম না।'

'তো বৃষ্টির মধ্যে লাশ পড়ে থাকত সেটাই কি ভাল হতো?' ঠাণ্ডা স্বরে বলল লিউইস। 'ঠিক আছে, তুমি যদি চাও লাশটা এখানে না রাখতে তো অন্য ব্যবস্থা...'

'লাশ এখানেই থাকবে,' বলে উঠল কার্লসন। কড়া চোখে ভ্রূ কুঁচকে আন্ডারটেকারকে দেখল সিটি কমিশনার। 'ঝামেলা করছ কেন, ব্রাইস?'

'আমি কোন ঝামেলা চাই না।'

'মারা গেছে ও,' বলল কার্লসন। 'মরা মানুষ ঝামেলা করে না।' লিউইসের দিকে তাকাল। 'কি, করে ঝামেলা, মিস্টার ওয়েন?'

শ্রাগ করল লিউইস। রাস্তায় পড়ে থাকা ব্যাজটা কুড়িয়ে নিয়েছিল সে। পকেট থেকে বের করল ওটা। কার্লসনকে দিল। সহজ গলায় বলল, 'পেকোস বারের সামনে রাস্তার ওপর এটা পেয়েছি। মনে হলো তোমার দরকারে লাগতে পারে।'

টিনের তারার ওপর চেপে বসল কার্লসনের আঙুল। 'মার্টিন হেড তো মারা গেছে। আমার ধারণা তুমি এটা চাইবে।'

'আমি?' অবাক গলায় বলল লিউইস।

'তুমি তো জন ওয়েনের ভাই, তাই না?'

মুহূর্তের জন্যে টিটকারির ছাপ ফুটল লিউইসের চোখে। সেজন্যে মার্টিন হেডের মতো বোকামি করব না আমি। আমার ভাইও বোকা ছিল। আমি তা নই।'

তিক্ত রাগ অনুভব করল মেলভিল। 'এশহরের আইন রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেছে তোমার ভাই। ব্ল্যাকজ্যাকের লোকরা তাকে ফাঁসি দিয়ে মেরেছে। তোমার কোন অনুভূতি নেই?'

শ্রাগ করল লিউইস। নিচু স্বরে বলল, 'আমি আমার নিজস্ব পন্থায় ব্ল্যাকজ্যাকের মোকাবিলা করব।'

ব্যাজটা পকেটে রেখে দিল কার্লসন। মার্টিন হেডের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে তুমি কিভাবে চেনো?'

দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে একটা ভঙ্গি করল লিউইস, বুঝিয়ে

দিল তেমন ভাল ভাবে হেডকে চিনত না সে। বলল, 'শহরের বাইরে ওর সঙ্গে দেখা হয়। এদিকেই আসছিল সে। আমরা একসঙ্গে আসি, ব্যস।' ভ্রূ কুঁচকাল। 'মার্টিনের মুখে শুনেছি আগে সে রেঞ্জার ছিল।'

'ওর সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানো না?' জিজ্ঞেস করল মেলভিল।

'না।' ঠাণ্ডা চোখে বিরক্ত পাবলিশারের দিকে চেয়ে থাকল লিউইস। 'জানা উচিত ছিল?'

'সকালে মার্টিন হেড বলেছিল তুমি তার সঙ্গী,' তিক্ত স্বরে বলল মেলভিল। 'ও মনে করেছিল ব্ল্যাকজ্যাকের মোকাবিলায় তুমি ওকে সাহায্য করবে।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল লিউইস। 'মার্টিন হেড কি বলেছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ও ভাল মতোই জানত আমি কে। বোধহয় কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়েছিল ও। আমি ওকে আগেই মানা করেছিলাম, মার্শালের চাকরি নিয়ো না।'

'আর সেই লম্বা লোকটা কে, নিজেকে বেনন নামে পরিচয় দেয় যে লোকটা?' নিচু স্বরে জানতে চাইল কার্লসন, 'ওকে চেনো?'

'কালকে তোমরা তিনজনই পেকোস বারে ছিলে,' মনে করিয়ে দিল মেলভিল।

'কাকতালীয়,' জবাব দিল লিউইস। 'মার্টিন হেড ওকে চিনত। আমি চিনি না। পরিচিত হওয়ার কৌতূহলও বোধ করিনি।' উরুতে গ্লাভ্‌স্ পরা হাত ডলল সে। মার্টিন হেডের রক্ত লেগেছিল গ্লাভ্‌সে, মুছে ফেলল প্যান্টে। একটা তাকের ওপর রাখা ঘড়িটা দেখল। মনে হলো কোন কাজ নির্ধারিত হয়ে আছে তার জন্যে। ঘুরে দাঁড়াল বেরিয়ে যাবার জন্যে।

'লম্বা লোকটা কোথায় গেছে তুমি জানো?' অসহায় বোধ করায় জিজ্ঞেস করল কার্লসন। 'মার্টিন হেডের পরিণতি জানলে সে হয়তো মার্শালের কাজটা...'

দরজায় পৌঁছে গেছে লিউইস। ওখান থেকে মাথা নাড়ল। বলল, 'মনে হয় সীমান্তের দিকে গেছে। ওর জায়গায় আমি হলেও তাই যেতাম।'

'তুমি ফুলটনে এসেছ কেন?' রাগ হওয়ায় জিজ্ঞেস করল মেলভিল।

'আমার ভাইয়ের কবর দেখতে,' মৃদু স্বরে বলল লিউইস। ওর চোখ দেখল না কেউ। টিটকারির ছাপ চোখে। হাসছে চোখ দুটো। একবার টেবিলে চিত হয়ে পড়ে থাকা বাবার লাশটা দেখল। বেরিয়ে যাবার আগে বলল, 'রাতটা শুভ হোক তোমাদের।'

লিউইস বেরিয়ে যাবার পর দীর্ঘক্ষণ নিরব থাকল আন্ডারটেকারের ঘর। তারপর পাবলিশারের দিকে তাকাল কমিশনার। মার্টিন হেডের কথাই আওড়াল, 'মার্টিন হেড বলেছিল, "যোগ্যতা দেখে যা ভাল মনে করো দিয়ো।" ওকে কবর দেয়া আমাদের ন্যূনতম দায়িত্ব।'

*

সন্ধে নেমেছে ফুলটনে। থেমে গেছে বিরক্তিকর বৃষ্টি। দক্ষিণ থেকে গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে।

অনেক পুবের সমতল জমি থেকে একটা ট্রেনের হুইসল ভেসে এলো। আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল টম গ্রোভার। উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে সে। অপেক্ষা করছে অধীর হয়ে।

চট করে একবার তাকাল একটু দূরে চেয়ারে বসা স্লিমের দিকে। একটু আগে জেঙ্কিন্স এসেছিল। তাকে বাড়ি ফেরত

পাঠিয়ে দিয়েছে ব্ল্যাকজ্যাকের এই লোকটা। অবশ্য সে থাকলেও কোন সুবিধা হতো না। কারও সাতে-পাঁচে থাকার তুলনায় অনেক সতর্ক সে, কোন ঝামেলায় নেই।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেজা প্ল্যাটফর্ম দেখল টম গ্রোভার। দূরে জ্বলছে শহরের আলো। রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল স্লিম, চুপ করে দেখছে গ্রোভারকে। সামান্য করুণা যে বোধ করছে না তা নয়। স্টেশন এজেন্ট অস্থির হয়ে আছে কেন বুঝতে পারছে তা।

'মেয়েটার কোন অসুবিধে হবে না,' বলল সে। 'ব্ল্যাকজ্যাক মেয়েদের সঙ্গে অভদ্রতা করে না।'

আঁধারের দিকে চেয়ে থাকল টম, স্লিমের কথায় ভরসা করতে পারল না। ফুলটন শহরটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নিরব মনে হচ্ছে। সেজ এখন কিরকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সময় কাটাচ্ছে কে জানে!

ট্রেনটা আবার হুইসল দিল। রাতের বাতাসে কাঁপা কাঁপা শোনাল আওয়াজটা।

টম গ্রোভারের পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে লাইনের দিকে তাকাল স্লিম। 'জানতাম না এত দেরিতে কোন ট্রেন আসবে!'

স্লিমের কথায় নিজের কাজ মনে পড়ল টম গ্রোভারের। যে টেলিগ্রামটা সিন্দুকে ভরে রেখেছে সেটার কথা মনে পড়ল। ক্রিস লংনেকার লিখেছে মজুরদের বেতন আসছে এই ট্রেনে।

গোপনীয়তার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। এমনকি ট্রেনের ক্রুরাও জানে না তারা বেতন নিয়ে আসছে।

গ্রোভারকে বিশ্বাস করেছে লংনেকার। বিশ্বাস করে দায়িত্ব দিয়েছে, ডেজার্ট লাইনের মজুরদের বকেয়া বেতন পৌঁছে দেবে সে।

অফিস ঘরে জ্যান্ত হয়ে উঠল টেলিগ্রাফ মেশিন। ডিট ডিট

ডাহ্ আওয়াজটা শুনে মনে হচ্ছে জরুরী বার্তা আসছে। মেশিনটা এক পলক দেখল স্লিম, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছে ওটা?'

স্লিমকে পাশ কাটিয়ে অফিসে ঢুকল গ্রোভার, ডেস্কের কাছে থেমে একটা পেন্সিল তুলে নিল, তারপর খালি হাতে মেসেজ রিসিভ করেছে সেটা জানিয়ে দিল কয়েকটা চাবি টিপে।

এইবার এলো আসল মেসেজ। লিখতে শুরু করেও থেমে গেল গ্রোভার। কাঁধের ওপর দিয়ে স্লিমকে দেখল। তারপর মেসেজের সঙ্গে আরও কয়েকটা কথা যোগ করল।

'জেমস ওয়েন কে?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল স্লিম। চোখ তার কাগজে লেখা মেসেজটার ওপর।

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রোভার। 'নিজেকে শেরিফ জন ওয়েনের ভাই বলে পরিচয় দিচ্ছিল লোকটা।' চেয়ার ছাড়ল সে। উত্তেজনা অনুভব করছে। একটু পরই বেতন নিয়ে আসবে ট্রেনটা।

'দেখো, আমি পালাব না,' তিক্ত স্বরে বলল সে। 'ভাল করেই জানি অস্ত্র হাতে মেয়ের পেছনে গেলে তার কোন উপকার করতে পারব না।' দরজার দিকে তাকাল। 'পাঁচ মিনিট পার হবার আগেই ট্রেনটা চলে আসবে। ক্রুরা যদি তোমাকে দেখে তাহলে বিপদ ঘটতে পারে। ওরা হয়তো গোলাগুলি শুরু করবে।'

শ্রাগ করল স্লিম। স্টেশনে অপেক্ষা করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই বিরক্ত হয়ে গেছে সে। তাছাড়া গ্রোভার যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছে। মেয়ের বিপদ লোকটা চাইবে না।

এতক্ষণে শহরে পৌঁছে গেছে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। এখানে না থেকে পেকোস বারেই তার থাকা উচিত। ওখানে কি ঘটছে কে জানে! স্টেশনে সর্বক্ষণ পাহারা দেবার কোন মানে নেই।

দরজার কাছে চলে গেল স্লিম। 'আমি যাচ্ছি রাতের খাবার খেতে। তোমার জন্যে কফি আনব?'

'ভাল হয় কফি হলে,' সায় দিল গ্রোভার।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্লিমকে দেখল সে। লোকটা চলে যাচ্ছে ভেজা প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে। কোনা ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল। গ্রোভারের মনে হলো গুলির একটা চাপা শব্দ শুনতে পেয়েছে। ট্রেনটা আবার হুইসল দিয়েছে। সেই আওয়াজের নিচে গুলির আওয়াজ হয়তো চাপা পড়ে গেছে। নিশ্চিত হতে পারল না গ্রোভার, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল অন্ধকারে।

লাইনের দু'পাশে আলো ছড়িয়ে রাতের অন্ধকার তাড়িয়ে নিয়ে ছুটে আসছে ট্রেনটা। প্ল্যাটফর্ম আলোকিত হয়ে উঠল। বাইরে এসে দাঁড়াল গ্রোভার। ঘটাঘট আওয়াজ তুলে আসছে এঞ্জিনটা। বাষ্প ছাড়ছে ফোঁস ফোঁস করে।

ক্যাবের দরজায় দাঁড়িয়ে স্টেশন এজেন্টের উদ্দেশে হাত নাড়ল ফায়ারম্যান। পাল্টা হাত নেড়ে শুভেচ্ছার জবাব দিল গ্রোভার।

আস্তে আস্তে গ্রোভারকে পার হলো এঞ্জিন। ওটার ভারে কাঁপছে প্ল্যাটফর্ম। টেন্ডারের পেছনে মাত্র তিনটা কোচ আর একটা ব্যাগেজ কার আছে। সাধারণত ট্রেনের লেজ এত ছোট হয় না।

কোচের জানালায় কেউ নেই। মাত্র কয়েকজন প্যাসেঞ্জার এসেছে।

কাপলিঙের আওয়াজ হলো ট্রেনটা থামতে। শেষ কোচ থেকে নামল কন্ডাক্টর, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। প্যাসেঞ্জাররা টম গ্রোভারকে পার হয়ে শহরের দিকে চলল।

ব্যাগেজ কারের দরজা খুলে গেল। দুটো আধখালি চিঠির বস্তা ফেলা হলো প্ল্যাটফর্মে। মেসেঞ্জারের সঙ্গে কথা বলতে সামনে এগোল গ্রোভার।

বিব ওভারঅল পরে আছে মেসেঞ্জার। টমের কাঁধের ওপর দিয়ে অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম দেখল সে। কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে

ব্যাগেজ কারের ভেতরের সিন্দুকটা খুলল। গ্রোভারের হাতে একটা ছোট লোহার বাক্স দিল।

কোন মন্তব্য না করে বাক্সটা নিল গ্রোভার। কন্ডাক্টর প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে গ্রোভার তাকে পাশ কাটানোর সময় কথা বলবে।

সামনে ট্রেনের এঞ্জিনটা এখনও হুস হুস করে বাষ্প ছাড়ছে। ওটাকে দেখে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক কোন জানোয়ার।

'যাত্রী নেই?'

'না,' পাশ কাটানোর আগে বলল গ্রোভার।

এই ট্রেনটা ফুলটনে এসেছে স্পেশাল ট্রেন হিসেবে। কন্ডাক্টরের চেহারা দেখে গ্রোভার বুঝতে পারল কি চলছে লোকটার মগজে। বিনা যাত্রীতে ট্রেন চলাচল করছে। কতদিন এভাবে লোকসান টানতে পারবে রেলওয়ে?

'ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেরি করব না,' বলল কন্ডাক্টর। শেষ কোচে উঠে পড়ল। হ্যান্ডেল ধরে দোলাল জ্বলন্ত লণ্ঠন। এঞ্জিনটা পিছু হটতে শুরু করতেই কারের ভেতরে ঢুকে গেল। পাশ কাটানোর সময় গ্রোভারের উদ্দেশে আরেকবার হাত নাড়ল ফায়ারম্যান।

চিঠির বস্তা না তুলে পাশ কাটাল গ্রোভার, ঢুকে পড়ল অফিস ঘরে। ডেস্কের ওপর লোহার বাক্সটা রেখে সিন্দুক খুলল। চিঠিটা তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। ওটা পকেটে রাখল ভ্রূ কুঁচকে।

বিড়ালের মতো নিঃশব্দে প্ল্যাটফর্ম ধরে অফিসের দিকে এগিয়ে আসছে একটা লোক, জানে না গ্রোভার।

বাক্সটা তুলল গ্রোভার, সিন্দুকে রাখার জন্যে এগিয়ে গেল। ঠিক করেছে কাল সকালে একটা হ্যান্ডকারে করে নিজেই ট্র্যাক টাউনে বেতন নিয়ে যাবে। বেতন পেলে একেবারে কাজ থামিয়ে

দেবে না মজুররা। অন্তত কয়েক দিন বাড়বে ট্র্যাক টাউনের আয়ু।

কিন্তু কতদিন?'

কেন কে জানে, একটা অস্বস্তির বোধ কাজ করছে তার মনে। সিন্দুকে বাক্সটা রেখে ডেস্কের দিকে ফিরল। চাবি নিয়ে সিন্দুক বন্ধ করার জন্যে ঘুরল আবার। বাক্সের চাবিটা বাক্সেরই গায়ে দড়ির সঙ্গে ঝুলছে একটা লকেটের মতো। কি মনে হতে চাবিটা নিয়ে বাক্সটা খুলল সে। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। বিশ্বাস করতে পারল না ঠিক দেখছে।

চোখের কোণে দেখল একটা কাদা মাখা বুট জুতো তার পাশে। কে তা দেখার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। একটা কোল্ট রিভলভারের নল ঠাস করে পড়ল তার মাথায়। চোখের সামনে হাজারটা আলো জ্বলে উঠল, ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল গ্রোভারের অচেতন দেহ।

বেতনের বাক্সটা তুলে নিল আগন্তুক। ডালা খুলে ভেতরে কি আছে দেখে বিস্মিত চেহারা হলো। ডালা বন্ধ করে দিল সে। লক করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল স্টেশন অফিস থেকে।

ছোট একটা টুল শেডের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ভারী গড়নের একজন লোক। পেরোলের বাক্সটা তারই হাতে দিল আগন্তুক।

হাসল লোকটা। 'মনে হয় ডেজার্ট লাইনের সমাপ্তি তাহলে হয়েই গেল, লিউইস! ঠকে ভূত হয়ে গেল রেলওয়ের শেয়ার হোল্ডাররা।'

জেমস ওয়েন ওরফে লিউইস মাথা ঝাঁকাল। 'ব্ল্যাকজ্যাকের এক স্যাঙাতকে মেরে ফেলতে হয়েছে। আমি ভেতরে থাকা অবস্থায় লোকটা ফিরে আসতে পারত। সে ঝুঁকি নিইনি।' গলায় কোন উত্থান পতন নেই তার। 'প্ল্যাটফর্মের তলায় লাশটা ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

'আপদ একটা কমল,' জবাবে বলল লোকটা। চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ, তারপর বলল, 'ভাল কাজ দেখিয়েছ, লিউইস। আমি দেখব তুমি যাতে বোনাস পাও।'

'ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল লিউইস। দেখল লোহার বাক্সটা এক হাতে ধরে আছে লোকটা। 'বেনন মারা গেছে জানতে পারার পর তোমার সঙ্গে দেখা করবে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। তখন ওর ভাগটা চাইবে ও।'

'আসতে দাও ওকে,' বলল লোকটা। 'আমি ওর জন্যে তৈরি থাকব। ওর ভাগ ও ঠিকই পাবে—একটা বুলেট আর গভীর একটা কবর।' হাসল খলখল করে। শুরুতে ওকে দরকার ছিল। ওর অস্ত্র আর লোক অনেক কাজে এসেছে। কিন্তু এখন ওসবের কোন দরকার নেই। কাউকেই দরকার হবে না আর।'

'কাউকে না?' তীক্ষ্ণ শোনাল লিউইসের কণ্ঠ।

'তুমি ছাড়া কাউকে না,' তাড়াতাড়ি বলল লোকটা। 'সবসময় তোমাকে আমার প্রয়োজন।'

সরু ঠোঁট প্রসারিত করে হাসল লিউইস। 'আজকের রাতটা আমি শহরেই আছি। সকালে ব্ল্যাকজ্যাককে সঙ্গে নিয়ে আসব। আমি চাই সব কিছু সুষ্ঠু ভাবে শেষ হোক।'

'তাহলে বাকি থাকল রেড স্লেটার, লেফ, বিব্‌স্ আর ব্ল্যাকজ্যাক,' মনে করিয়ে দিল লোকটা। 'সময় মতো যার যার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে।'

'আমি তো বলেছি সব কিছু সুষ্ঠু ভাবে সারতে চাই।' অন্ধকারে পা বাড়াল লিউইস। পেছন থেকে তার দিকে-চেয়ে থাকল লোকটা। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

'চিন্তা কোরো না,' বলল নিচু গলায়। 'তোমার জন্যে চমৎকার ব্যবস্থা করব।'

পনেরো

নক শুনে দরজা খুলে দিল গ্রোভারদের হাউজকীপার সারা। পাশে সরে ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দিল। পাঁচ বছর হলো গ্রোভারদের সঙ্গে আছে এই পঞ্চাশোর্ধ নিঃসন্তান বিধবা মহিলা। সেজের প্রতি মায়ের মমতা আর টম গ্রোভারের প্রতি বড় বোনসুলভ আচরণের কারণে বাড়ির একজন হয়ে গেছে সে।

ভেতরে ঢুকল সেজ আর ডাক্তার।

'তোমরা সাপার চাইলে আবার সব গরম করতে হবে আমাকে,' অভিযোগের সুরে বলল সারা। 'তাও ভাল যে বাড়ি ফেরার কথা মনে আছে।'

'সাপার পরে হবে,' বলল ডাক্তার। 'আগে এক কাপ গরমাগরম চা হলে এখন বেশ হতো। মিস গ্রোভার সারাদিন খুব খারাপ কাটিয়েছে।'

লণ্ঠনের আলোয় সেজের ফ্যাকাশে মুখটা দেখল সারা। চেহারায় মমতা উথলে উঠল। সোফার দিকে সেজকে নিয়ে চলল সে। জোর করে একটা সোফায় বসিয়ে দিল। ডাক্তারের দিকে তাকাল। ভেজা কাপড়জামায় ডাক্তারকে মোটেও ভাল দেখাচ্ছে না। শুকিয়ে আছে মুখটা।

'কি হয়েছে, ডাক্তার?' উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইল সারা।

'চা হলে ভাল হয়,' আবার বলল কূক। চাইছে না মহিলা

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ুক। 'চা পেলে সেজেরও ভাল লাগবে।'

'এক্ষুণি আনছি।' তাড়াহুড়ো করে কিচেনের দিকে চলে গেল প্রৌঢ়া।

সেজের দিকে ফিরল ডাক্তার। সোফায় গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে সেজ।

'চা খেলে ভাল লাগবে,' সেজকে বলল, 'আজকে আর সাপার খেয়ে বিরক্ত করব না। তুমি বরং চা খেয়ে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিয়ো।'

চোখ খুলল সেজ। 'আমি ঠিক আছি, রবার্ট। ওরা কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। চিন্তা হচ্ছে বাবার কথা ভেবে।'

'আমি যাচ্ছি স্টেশনে। দেখি কি করতে পারি।'

ডাক্তারের বাহুতে হাত রাখল সেজ। 'রবার্ট! ওরা হিংস্র মানুষ।'

'আমি জানি। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো একটা কিছু করতে হবে। ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ আছে বলে শহরটা মরে যেতে পারে না।'

'কাউকে না কাউকে একটা কিছু করতে হবে,' সায় দিল সেজ। 'কিন্তু যাকে করতে হবে সে তুমি নও।' ডাক্তারের চোখে তিক্ততার ছায়া দেখল মেয়েটা। সামাল দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি করে বলল, 'কারও কাছে নিজেকে তোমার সাহসী প্রমাণ করতে হবে না। আমার কাছে তো নয়ই। আজকে রাতে তোমাকে তো দেখলাম, সাহস করে ওদের মুখোমুখি হয়েছিলে তুমি।' নরম চোখে ডাক্তারকে দেখল সেজ। 'গোলাগুলির ব্যাপার অন্যের ওপর ছেড়ে দাও, রবার্ট।'

'কার ওপর?' তিক্ত শোনাল ডাক্তারের গলা।

'ওই লোকটা···রক বেনন। আউট-ল ছিল সে। গোলাগুলি ভাল পারে।'

ভ্রূ কুঁচকাল ডাক্তার। 'কিন্তু লোকটা কোথায়?'

'শহরের বাইরে। বাবাকে দুই মাইনারের ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিল। ওখানেই গেছে বোধহয়। আমাদের বলে গেছে রাতের আগেই ফিরবে।'

সেজের মুখের ওপর স্থির হলো ডাক্তারের দৃষ্টি। 'তুমি ওর কথা অনেক ভেবেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ।' ডাক্তারের বাহুতে সেজের হাত আরও চেপে বসল। 'বিপদ এলে তার সেটা সামলানোর ক্ষমতা আছে বলে মনে হয়েছে। নিরাপদ লাগে লোকটা ধারেকাছে থাকলে।'

'আমি জানতাম,' আড়ষ্ট গলায় বলল ডাক্তার। 'ও পুরুষ হিসেবে আমার চেয়ে অনেক আকর্ষণীয়।'

'ও অন্য ধরনের পুরুষ, রবার্ট।' নরম চোখে ডাক্তারকে দেখল সেজ। 'ও বিপজ্জনক সময়ের উপযোগী মানুষ। কিন্তু ভবিষ্যৎ গড়ে তোমার মতো মানুষরা।'

সেজের দৃষ্টির উষ্ণতায় রবার্ট কূকের মন থেকে আড়ষ্টতার বিষবাষ্প উড়ে গেল নিমেষে। আস্তে করে সেজের কপালে চুমু দিল সে ঝুঁকে।

'রবার্ট!' ডাক্তারের কানে কানে ফিসফিস করল সেজ। 'আমি চাই না তুমি আহত হও।'

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল সারা। ঝট করে সরে গেল কূক। কিন্তু দেখে ফেলেছে মহিলা। ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। চেহারা নির্বিকার রাখার চেষ্টা করছে। বলল, 'চা হয়ে গেছে।'

কাপ হাতে নিল রবার্ট। কিচেনে ফিরে গেল মহিলা। দূর থেকে অস্পষ্ট শোনাল ট্রেনের আওয়াজ।

সিধে হয়ে বসে জানালার দিকে তাকাল সেজ। 'এত রাতে ট্রেন?' বিস্মিত হয়ে বলল। 'নিশ্চয়ই স্পেশাল ট্রেন। বাবা বোধহয় জানত না ওটা আসবে।'

টেবিলে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল রবার্ট কূক। 'আমি যাচ্ছি স্টেশনে। মিস্টার গ্রোভারকে নিয়ে ফিরব।'

ডাক্তার বেরিয়ে যাবার পর আবার এঘরে ফিরল সারা। সেজের পাশে বসে বলল, 'ছেলেটা ভাল।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সেজ।

*

বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু ঘন কালো মেঘ এখনও ঢেকে রেখেছে সমস্ত নক্ষত্র। ফুলটনের ভেজা রাস্তা ফাঁকা। দু'পাশের অস্বচ্ছ জানালার কাঁচ দিয়ে যে হলুদ আলো আসছে তাতে রাস্তার অন্ধকার আরও জমাট বেঁধেছে। দু'একজন যারা এই দুর্যোগে বেরিয়েছে, চটপট গন্তব্যে চলে যাচ্ছে তারা।

নিজের অফিসের সামনে থেমে ট্রেনের হুইসল শুনল রবার্ট কূক। স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে ট্রেনটা। এঞ্জিনের আওয়াজটাও শুনতে পাচ্ছে সে এখান থেকে।

যে কারণেই ট্রেনটা এসে থাকুক বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেনি এই শেষ জংশনে।

তালা খুলে অফিস ঘরে ঢুকল ডাক্তার। পেছনে ছোট একটা ঘরে থাকে সে। দ্রুত পোশাক বদলে নিল। ভাল লাগল শুকনো কাপড়ে। ড্রেসারের ওপরের ড্রয়ারটা খুলল। একটা পিস্তল আছে ভেতরে। অনেকক্ষণ পিস্তলটা দেখল সে, তারপর বন্ধ করে দিল ড্রয়ার। ঠিকই বলেছে সেজ, অস্ত্রের ব্যাপারে আসলে তেমন একটা অভিজ্ঞতা নেই ওর। তাছাড়া সে ডাক্তার। জীবন নেয়া নয়, জীবন বাঁচানোই তার নীতি।

অফিসের দরজায় তালা মেরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে। রেল স্টেশন সিকি মাইল দূরে। ট্রেনটা চলে গেছে। হুইসলের আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না। রাস্তা পার হতে গিয়েও চোখের কোণে একটা ছায়া দেখে ঘুরে দাঁড়াল ডাক্তার।

কাদাময় ফাঁকা রাস্তা। তার মনে হলো একজন অশ্বারোহীকে দেখেছে, গলি হতে বেরিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে চলে গেল। চোখের ভুলও হতে পারে। নিশ্চিত হবার উপায় নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ডাক্তার। চিন্তা করছে লোকটা কে হতে পারে। স্যাডলে বসার ভঙ্গিটা কেমন যেন পরিচিত লেগেছে। স্রেফ কল্পনা নয় তো?

শ্রাগ করল ডাক্তার। রাস্তা পার হয়ে স্টেশনের দিকে চলল। ভেজা বোর্ডওয়াকে ঢপঢপ আওয়াজ করছে তার বুট। তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠল সে। প্ল্যাটফর্মে চিঠির বস্তা এখনও পড়ে আছে দেখে একটু অবাক হলো। দরজার কাছে চলে এলো, নিঃশব্দে ঢুকল অফিস ঘরে। ওখানেই থামতে হলো তাকে।

বুড়ো টেলিগ্রাফার জেঙ্কিন্স ঝুঁকে আছে মাটিতে পড়ে থাকা টম গ্রোভারের ওপর। সিন্দুকটার ডালা হাঁ করে খোলা। ডাক্তারের পায়ের শব্দে ঝট করে ঘুরে তাকাল জেঙ্কিন্স। কে ঢুকেছে দেখে চেহারা থেকে ভয়ের ছাপটা প্রায় দূর হয়ে গেল।

'আমি মাত্র এসেছি,' বলল সে। 'ট্রেনের আওয়াজ শুনে ভাবলাম না জানি কোন্ জরুরী কাজে এসেছে। স্পেশাল ট্রেন!'

অচেতন টম গ্রোভারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ডাক্তার। পরীক্ষা করে দেখল। তার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল জেঙ্কিন্স। 'এটা ওর পাশে পেলাম।'

কাগজটা নিয়ে পড়ল রবার্ট কুক।

'বেতন,' বিড়বিড় করল জেঙ্কিন্স। 'শুধু গ্রোভার জানত।'

খালি সিন্দুকের দিকে একবার তাকাল কূক। পরিষ্কার বুঝতে পারল কি ঘটেছে। মনটা কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে গেল। ডেজার্ট লাইন আর কোনদিনই হবে না। ক্রিস লংনেকারের টেলিগ্রামেও কথাটা লেখা আছে। তার মানে রেলরোডের ডাক্তারের চাকরিটাও আর নেই। তবে এখন এসব ভাবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে টম গ্রোভারের সুস্থতা। তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়! এবার সময় এসেছে, গ্রোভার আর সেজকে বোঝাতে হবে ফুলটনে ওদের কাজ শেষ, চলে যেতে হবে পুবে।

'কতটা খারাপ, ডাক্তার?' জানতে চাইল জেঙ্কিন্স।

'জানি না এখনও। বাড়ি নিয়ে ভাল মতো পরীক্ষা করতে হবে।' মুখ তুলল ডাক্তার। 'একটা বাকবোর্ডের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।'

'বেশ, বেশ!' কড়া একটা গলা কথা বলে উঠল। 'আজকে দেখি তুমি বেশ ব্যস্ত, ডাক্তার!'

ঘুরে তাকাল রবার্ট কূক। তার পাশ থেকে সরে গেল জেঙ্কিন্স। দু'তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। একজন ভেতরে ঢুকেছে।

গ্রোভারের পায়ের কাছে দাঁড়াল ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। নির্লিপ্ত চেহারায় অজ্ঞান লোকটাকে দেখল। জিজ্ঞেস করল, 'কি অবস্থা?'

'ওর কপাল তোমার ভাইয়ের চেয়ে ভাল,' কর্কশ গলায় জানাল ডাক্তার।

কড়া চোখে ডাক্তারকে কিছুক্ষণ দেখল ব্ল্যাকজ্যাক। অফিসের চারধারে নজর বুলাল। 'স্লিম কোথায়?'

'কে জানে!' বলল ডাক্তার।

জেঙ্কিন্স বলল, 'আমি যখন এলাম, মিস্টার গ্রোভার ছাড়া আর কেউ এখানে ছিল না।'

রেড স্লেটার ভ্রূ কুঁচকাল। 'ওকে এখানে রেখে গিয়েছিলাম মেয়েটার বাবাকে পাহারা দিতে।'

'মনে হচ্ছে পাহারার চেয়ে বেশি কাজ দেখিয়েছে সে,' ধীরে ধীরে বলল ডাক্তার। তাকিয়ে আছে ব্ল্যাকজ্যাকের চোখে। 'ডেজার্ট লাইনের পেরোল এসেছিল একটু আগে আসা ট্রেনে।' খোলা সিন্দুকটা দেখাল। 'ডাকাতি হয়ে গেছে।'

দু'চোখ জ্বলে উঠল ব্ল্যাকজ্যাকের। রেড স্লেটারের দিকে ফিরে তাকাল। 'পেরোল আসবে সেটা তুমি আগে জানতে?'

মাথা নাড়ল রেড।

'স্লিম জানত?'

'না।' দ্বিধায় পড়ে গেল রেড। 'তবে পেরোল আসার সময় ও যদি গ্রোভারের পাহারায় থেকে থাকে তাহলে...'

শীতল রাগে তিক্ত হয়ে গেল ব্ল্যাকজ্যাকের মনটা। আস্তে আস্তে মাথা দোলাল সে। 'স্লিম যদি নিজের বুদ্ধিতে কাজটা করে থাকে তাহলে এতক্ষণে মেক্সিকান সীমান্তের পথে অর্ধেক রাস্তা চলে গেছে।'

'আমরা কি ওর পিছু নেব?' জিজ্ঞেস করল লেফ।

মাথা নাড়ল ব্ল্যাকজ্যাক। 'আরও বড় একটা কাজ রয়ে গেছে এখানে।' ঠোঁট সরু হলো চওড়া হাসিতে। 'তবে স্লিম পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। ওর সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবেই।' জেনকিন্সের দিকে তাকাল সে। 'রক বেনন নামের একজন লোককে খুঁজছি আমরা। সকালে সে এখানে এসেছিল।'

শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজাল জেঙ্কিন্স।

'ওকে তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ।' দাড়ি ভরা গাল চুলকাল টেলিগ্রাফার। চোখে অস্বস্তি নিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল।

'কোথায় গেছে সে জানো?'

'মিস্টার গ্রোভারের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বার্ট ফোলির কেবিনে গেছে...সম্ভবত।'

'সেই দুই মাইনার?' রেডের দিকে তাকাল ব্ল্যাকজ্যাক।

ওপর নিচে মাথা দোলাল রেড।

'ওখানে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে?'

'কয়েক ঘণ্টা।'

'চলো।' দরজার দিকে পা বাড়াল ব্ল্যাকজ্যাক।

*

স্যাডলে উবু হয়ে বসে আছে বেনন। শেরিফের অফিসের পাশে গলিতে ঢুকল স্পিডি। বেনন ভাল মতো জানেও না ও কোথায় এসেছে। ফোলির কেবিন থেকে শহর পর্যন্ত দূরত্বটুকু ওর মনে হয়েছে চিরজীবনের সমান। ফুলটন শহরের প্রান্তে এসে একবার আবছা ভাবে বুঝতে পেরেছে যে স্পিডি শহরে ঢুকছে। তখন সচেতন হবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে ও। পারেনি। জানে ও; সামনে অপেক্ষা করে আছে সমূহ বিপদ। কিন্তু সচেতন থাকা সম্ভব হয়নি।

গলির ভেতর ঢোকার পর টলতে টলতে স্যাডল থেকে নামল বেনন। শেরিফের অফিসের সামনে চলে এলো। থাকার মতো একটা জায়গা দরকার ওর। গোপন কোন জায়গা। ব্ল্যাকজ্যাকের হাতে পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। বেননের অবচেতন মন ওকে হাঁটাচ্ছে। মনের কোণে আবছা ভাবে ও জানে মার্টিন হেডকে দরকার। তার কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে।

শেরিফের অফিসের দরজায় তালা নেই। কিন্তু হোঁচট খেতে খেতে ভেতরে ঢোকার সময়েই বেনন বুঝে গেল কেউ নেই অফিসে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। সারাদিন বৃষ্টি হওয়ায় জমাট ঠাণ্ডা যেন জেঁকে বসেছে ঘরে।

'মার্টিন!' ফিসফিস করে ডাকল বেনন। পেটে কিছু নেই, কিন্তু আবার বমি আসছে। কষ্টের মধ্যেও মনে পড়ল, মার্টিন হেডকে কথা দিয়েছিল, ব্ল্যাকজ্যাকের মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করবে ও। তিক্ত একটা অনুভূতি হলো। বোধহয় বেশি দেরি করে ফেলেছে ও।

বাইরে বেরিয়ে এলো বেনন। বিপদ বুঝে ঝট করে সরে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়াল। রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে চার অশ্বারোহী। ওকে পার করে চলে গেল। রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। এক পলকের জন্যে ব্ল্যাকজ্যাকের চেহারাটা দেখতে পেল ও হলদে আলোয়। লোকগুলো দূরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর গলিতে ঢুকে আবার স্পিডির পিঠে চাপল।

মার্টিন হেড হয়তো স্ট্যান্ডিশ হাউজে নিজের ঘরে আছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে ওকে খুঁজতে যাওয়া বড় বেশি ঝুঁকির কাজ হয়ে যায়। অলস মাথাটা আর মাত্র একটা জায়গার কথা ওকে মনে করিয়ে দিল যেখানে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে।

স্পিডিকে নিয়ে ছায়ায় ছায়ায় রাস্তা পার হলো বেনন। অপেক্ষাকৃত সরু একটা রাস্তায় গ্রোভারদের কটেজ। বাড়িটার উঠানে একটা পিকান গাছ মাথা উঁচু করে অস্তিত্ব জাহির করছে।

উঠানে ঢুকে গাছের পাশে স্পিডির পিঠ থেকে নামল বেনন। রাশ মাটিতে ছেড়ে চলে এলো বাড়িটার পেছনে। পেছন দরজায় ঘনঘন টোকা দিল। মাথা থেকে আবার রক্ত বের হচ্ছে। সাদা রুমাল দিয়ে বানানো ব্যান্ডেজ তাজা রক্তে টকটকে লাল হয়ে গেছে। চোখের সামনে দুলছে সবকিছু। ঝাপসা, অস্পষ্ট, বড় বেশি অস্পষ্ট।

মনে হলো কয়েকশো বছর পর খুলল দরজাটা। ঢলে পড়ে যাচ্ছিল বেনন, দরজার চৌকাঠ ধরে কোন মতে সামলে নিল।

আতঙ্কিত সারা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'টম গ্রোভারকে ডাকো,' ফিসফিস করল বেনন। 'আমি···আমাকে চেনে ও।'

পিছিয়ে গেল সারা। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করল বেনন। ঘরটা গ্রোভারদের কিচেন। টেবিলের ওপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আলোটা বেননের চোখে বড় বেশি উজ্জ্বল মনে হলো। চোখ কুঁচকে ফেলল ও।

'সেজ!' গলা উঁচিয়ে ডাকল মহিলা।

আধ মিনিটের মাথায় পর্দা দুলে উঠল। ভেতরে ঢুকল সেজ। বেননকে এই অবস্থায় দেখে ওর মুখ থেকে অস্ফুট একটা আওয়াজ বের হলো।

হাসার চেষ্টা করল বেনন। ভেংচির মতো দেখাল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু এইবার সত্যি তোমার সাহায্য দরকার।'

পড়ে যাচ্ছিল বেনন। সারা আর সেজ মিলে দু'পাশ থেকে ধরে ফেলল। দুই মহিলা ওকে নিয়ে এলো লিভিং রূমে।

জ্ঞান হারাচ্ছে টের পেল বেনন। দ্রুত চক্কর মারছে মাথাটা। কোন মতে বলল, 'আমার ঘোড়া···ওটা···গাছের তলায়। কেউ দেখে ফেলবে।'

'কথা বোলো না,' বলল সেজ। 'একটু পরই চলে আসবে ডাক্তার কূক।'

দুই মহিলা ধরাধরি করে সোফায় শুইয়ে দিল বেননকে। শোয়া মাত্র জ্ঞান হারাল বেনন।

ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়াল সেজ। ফিসফিস করে সারাকে বলল, 'চুলোয় পানি চড়াও। ডাক্তার কূক আসার আগে পর্যন্ত সাধ্য মতো করব আমরা ওর জন্যে।'

ষোলো

পরদিন সকালে বেননের যখন ঘুম ভাঙল, চোখ খুলে দেখল চমৎকার একটা বিছানায় শুয়ে আছে ও। জানালার পর্দা ভেদ করে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরে

এক রাত ঘুমিয়েই মাথাটা পরিষ্কার লাগছে ওর। মনে পড়ে গেল কোথায় আছে ও মাথাটা একটু একটু ব্যথা করছে, তেমন কিছু না খুতনির তলা থেকে শুরু করে কে যেন গোটা মাথা ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে।

বিছানার উঠে বসল বেনন অবাক হয়ে গেল। শরীরে যথেষ্ট বল পাচ্ছে। তবে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে মাথার দপদপে ব্যথাটা বেড়েছে। চোখ কুঁচকে গেল ব্যথায়। মনে পড়ল, আধো জাগরণে দেখেছে ওর ওপর ঝুঁকে আছে ডাক্তার কুক। সেজকেও দেখেছে তখন। আবছা ভাবে মনে হচ্ছে ব্ল্যাকজ্যাক, ডাকাতি আর টম গ্রোভারের ব্যাপারে কি কি সব আলোচনা করছিল দু'জন। স্পষ্ট করে কিছু মনে পড়ল না।

মনে করার চেষ্টা করল বেনন টুকরো টুকরো তথ্য একসঙ্গে গেঁথে বোঝার চেষ্টা চালাল কি বলছিল ডাক্তার আর সেজ। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না পর্দা ঠেলে সরিয়ে একটা ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল সেজ। সকালের নাস্তা নিয়ে এসেছে। বেননকে জেগে থাকতে দেখে মিষ্টি করে হাসল। বলল আজকে তোমাকে

অনেক তাজা দেখাচ্ছে।'

'শরীরও ভাল লাগছে আমার,' বলল বেনন।

'খিদে লেগেছে?' ট্রেটা বিছানার পাশে রাখল সেজ সপ্রতিভ আচরণ। বেননের ওপর কোন রাগ নেই। মনের মানুষ নিয়ে মনে আর কোন দ্বিধাও নেই। '*রবার্ট* বলল খিদে লাগলে ধরে নিতে হবে বিপদ কেটে গেছে।'

হাসল বেনন। 'পেট পিঠ সব এক হয়ে গেল, আর তুমি বলছ খিদে লেগেছে কিনা!'

সেজের চোখের নিচে কালি পড়েছে। তবে প্রাণখোলা হাসছে মেয়েটা। বেননকে খাওয়া শুরু করতে দেখে বলল, 'বাবার চেয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছ তুমি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের। 'মিস্টার গ্রোভারও আহত হয়েছে?'

'সামান্য আঘাত, রবার্ট বলেছে। কাল রাতে ডাকাতি হয়েছে স্টেশনে। কারা যেন রেলরোডের মজুরদের বেতন কেড়ে নিয়ে গেছে। রবার্ট গিয়ে দেখে খোলা সিন্দুকের কাছে মেঝেতে পড়ে আছে বাবা অজ্ঞান হয়ে।...বাবার ধারণা ব্ল্যাকজ্যাকের এক স্যাঙাত কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।'

ধীরে সুস্থে চমৎকার কফিটা শেষ করল বেনন। মুখ মুছছে এমন সময়ে ঘরে ঢুকল ডাক্তার কূক। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বেননের কব্জি চেপে ধরে পাল্‌স্ দেখল সে। ডাক্তারের চেহারায় হতাশা আর ক্লান্তি সুস্পষ্ট ছাপ ফেলেছে।

'ঘুম ভেঙেছে যখন আর চিন্তা নেই,' বলল সে। 'তবে এখনই ছুটোছুটি শুরু করতে যেয়ো না। বাজে ভাবে আহত হয়েছ তুমি। গুলিটা আর আধ ইঞ্চি নিচ দিয়ে এলে ঠুস!' দু'হাত দিয়ে দেখাল ডাক্তার, বেননের মাথাটা কিভাবে পাকা তরমুজের মতো ফাটত।

মার্টিন হেডের কথা মনে পড়ল বেননের। এরা কি কিছু বলতে পারবে?

বেনন কিছু বলার আগেই কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার। 'এখানে আমার কাজ শেষ। মিস্টার গ্রোভারেরও। ডেজার্ট লাইনের স্বপ্ন ধুলোয় মিশে গেছে।'

'কেন?' ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের। 'বেতন চুরি যাওয়ায়?'

ক্লান্ত একটা ভঙ্গি করল ডাক্তার। 'শুধু তা নয়। এখানে যা ঘটেছে সবটা মিলে...এমন ভাবে সব শেষ হলো আসলে...' চুপ করে থাকল সে কিছুক্ষণ। তারপর তিক্ত গলায় বলল, 'ট্র্যাক টাউনের ফোরম্যান এখন লাশ। মাইক ফ্ল্যানাগান। আসলে ও-ই কোনমতে ধরে রেখেছিল বেতন না পাওয়া মজুরদের। গতকাল ট্র্যাক টাউনে গেছিল ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। অপমান করে সে ফ্ল্যানাগানকে। ডুয়েলে নামায়। ঠাণ্ডা মাথায় লোকটাকে হত্যা করেছে ব্ল্যাকজ্যাক। খুন করার পর অর্ধেক মজুরকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে তার দলের লোকরা। সবাইকে তারা বলেছে যে ডেজার্ট লাইনের সম্ভাবনা নেই। বেতন পাবে না কেউ। রেলরোড ফতুর হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক যারা আছে তারাও থাকবে না আর দু'একদিন পর। হয়তো আজকেই খবর পৌঁছে যাবে যে বেতন ডাকাতি হয়ে গেছে। তাহলেই সব আশা শেষ।'

সেজের দিকে তাকাল বেনন। 'তোমার বাবা কোথায়?'

'পাশের ঘরে।' দ্বিধা করল সেজ। 'বাবা সমস্ত টাকা রেলরোডের শেয়ারে খাটিয়েছে, সেজন্যেই বোধহয় এত ভেঙে পড়েছে।'

'তার সঙ্গে আমার কথা ছিল,' নিচু স্বরে বলল বেনন।

অপেক্ষা করল বেনন সেজ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে নেমে পড়ল খাট থেকে।

দ্রুত হাতে কাপড়চোপড় পরে নিল। মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে বটে, কিন্তু গানবেল্ট পরতেই নিজেকে ওর সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হলো।

চোখে শ্রদ্ধা নিয়ে বেননকে দেখল রবার্ট কুক। ধীরে ধীরে বলল, 'ব্ল্যাকজ্যাক সারা শহরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ও জানে তুমি কে।

'আমি কে?'

'তুমি এক সময়ের আউট-ল রক বেনন। এখানে এসেছ ইউ এস মার্শালের অফিস থেকে বিশেষ একটা কাজে। বিশেষ কাজটা হচ্ছে ক্রিস লংনেকারের মেয়ে আর বউকে উদ্ধার করা। ফুলটনে শান্তি রক্ষাও এক অর্থে তোমার এক্তিয়ারে পড়ে।'

'এত সব জানলে কোথা থেকে?'

'তুমি যখন অজ্ঞান ছিলে তোমার পকেট হাতড়ে কাগজপত্রগুলোয় একটু চোখ বুলিয়েছি।'

অন্যমনস্ক ভাবে কথাগুলো শুনল বেনন। পূর্ণ মনোযোগ ওর অস্ত্রের প্রতি। দুটো সিক্সগানই পরখ করে দেখল। এখন কেউ ওর পরিচয় জানল কি জানল না তাতে কিছু আসে যায় না। সামনাসামনি হবার সময় হয়ে গেছে। ফলাফলই বলবে দুনিয়ার বুকে রক বেনন থাকবে নাকি ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ।

'ওরা মেলভিলের অফিস ভেঙে দিয়েছে,' জানাল ডাক্তার। 'কার্লসনকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে। বলেছে জানে বাঁচতে চাইলে শহর থেকে চলে যেতে হবে তাকে।' তিক্ত হাসল ডাক্তার। 'খামোকা একে তাকে ভয় দেখাচ্ছে ব্ল্যাকজ্যাক। রেলরোড না থাকলে এমনিতেই ফুলটনের আশিভাগ লোক চলে যাবে অন্য কোথাও।'

অস্ত্র চেক করা হয়ে গেছে। গানবেল্ট পরে নিয়ে ড্র করল ও।

দু'হাতে। পরপর কয়েকবার। কাজটা করার ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'মার্টিন হেডের খবর জানো? হেডকে ফুলটনের মার্শাল করা হয়েছিল।'

'তোমার বন্ধু ছিল লোকটা?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার। বেনন মাথা দোলানোয় বলল, 'বোধহয় সেজন্যেই তাকে মেরে ফেলেছে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। পেকোস বারের সামনে ওদের মধ্যে গোলাগুলি হয়।'

চুপ হয়ে গেল বেনন। খবরটা আচম্বিতে পেয়ে কেমন যেন লাগল। গানম্যানের মৃত্যু গুলিতেই হয়, এটাই তো স্বাভাবিক। নিজের পরিণতি শুধু বদলেছে মার্টিন। বিছানায় মরার বদলে পুরুষের মতো মরেছে।

ওরা তিনজন একসঙ্গে ফুলটনে এসেছিল। স্মৃতিটা এখনও জ্বলজ্বল করছে মনে। একই উদ্দেশ্য ছিল তিনজনের। খুনীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। তিনজনের মধ্যে এখন ওরা দু'জন বেঁচে আছে।

টম গ্রোভারকে বিছানাতেই পেল বেনন। ওকে মেয়ের পেছনে ঢুকতে দেখে বিছানায় আধবসা হলো সে। একটা চেয়ারে বসতে ইশারা করল। বসল বেনন। ডাক্তার বিছানার পাশে দাঁড়াল।

সরাসরি কাজের কথা পাড়ল ও। 'আমি একটু পর চলে যাব, মিস্টার গ্রোভার। যাওয়ার আগে জানতে এলাম আমার কাছে কোন খবর এসেছে কিনা।'

'এসেছে। কাল রাতে। ব্ল্যাকজ্যাকের লোক ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। আসল মেসেজটা আমি লিখিনি।' একটু চুপ করল গ্রোভার। মেসেজটা কি ছিল ভেবে নিয়ে বলল, 'জন ওয়েনের কোন ভাই ছিল না।'

'আর অন্য মেসেজটা··· জবাব আসেনি?'

ভ্রূ কুঁচকাল গ্রোভার। 'ওহ্‌হো, এসেছে! ক্রিস লংনেকার অস্টিনে নেই। কেউ জানে না সে কোথায় গেছে। আর রেলরোডের অবস্থা ভাল নয়। ডেজার্ট লাইনের জন্যে আগেই জমি কেনা হয়নি। হয়তো লাইন বসাতে বসাতে জমি কেনার কথা ভেবেছে লংনেকার। প্রভাবশালী লোক সে। সরকার তাকে ফেরাবে না।'

গম্ভীর চেহারায় কথাগুলো শুনল বেনন। দেখে মনে হলো জবাবগুলো এমন হবে সেটা ও আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল। উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে পা বাড়াল অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে।

'বেনন!' পেছন থেকে ডাকল গ্রোভার। 'কথাটা কাউকে বলিনি। এমনকি সেজকেও নয়। কিন্তু কাল রাতে বেতনের যে বাক্সটা এসেছে ওটার ভেতরে টাকা ছিল না। ছিল কিছু পুরোনো খবরের কাগজ। অজ্ঞান হওয়ার আগে বাক্সটা খুলেছিলাম আমি।'

আস্তে আস্তে সবই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। গম্ভীর চেহারায় গ্রোভারকে কিছুক্ষণ দেখল বেনন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে বলল, 'ধন্যবাদ, মিস্টার গ্রোভার, আমার অনেক উপকার হলো।'

ওর পাশে এসে দাঁড়াল সেজ। বেননের বাহুতে হাত রাখল। 'বেনন, বাইরে যাওয়ার মতো সুস্থ না তুমি! রবার্ট বলল ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ তোমাকে খুঁজছে।'

'আমি ওকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখতে চাই না,' গম্ভীর স্বরে বলল বেনন। স্মিত হেসে নরম গলায় বলল, 'ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোট করব না, মিস গ্রোভার। অনেক করেছ তুমি আমার জন্যে। তোমরা সাহায্য না করলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বেনন। সেজের পাশে এসে দাঁড়াল

ডাক্তার রবার্ট কূক। সেজের কাঁধ জড়িয়ে ধরল।

সেজের চোখে পানি। ডাক্তারের বুকে মুখ গুঁজল। বিড়বিড় করে বলল, 'ওহ্ রবার্ট!'

হিংসা অনুভব করল না ডাক্তার। করুণা হলো ওর। মৃত্যুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে আহত লোকটা।

ফুলটনের বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ!

সতেরো

রাস্তায় এখানে ওখানে পানি জমে ছোট ছোট ডোবা তৈরি হয়েছে। ওগুলোতে সূর্যের আলো পড়ে হাজারো রং প্রতিফলিত হচ্ছে। রংগুলো কাঠের বাড়িঘরের দেয়ালে নানা আলপনা এঁকেছে।

শেরিফের অফিসের সামনে হিচর‍্যাকে স্পিডিকে রেখে নামল বেনন। অফিসের ভেতর ঢুকল। নিরব ঘরটা যেন অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা নিয়ে একাকী ভাবনায় ডুবে আছে। দুটো সেলেরই দরজা খোলা।

ডেস্কের সামনে দাঁড়াল বেনন। মনে হলো এখনও ডেস্কের পেছনে বসে আছে মার্টিন হেড। বুকের কাছে হাত নিয়ে মার্শালের ব্যাজটা ডলে আরও চকচকে করছে।

লিউইস হেড যখন অফিসে ঢুকল তখনও ডেস্কের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বেনন। বেননকে দেখে মুহূর্তের দশ ভাগের

এক ভাগ সময়ের জন্যে চমকাল লিউইস, যেন চোখের সামনে ভূত দেখছে। ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে গেল। ঝুলে পড়ল সরু সিগারটা।

নিষ্পলক তাকিয়ে আছে বেনন। অফিসে থমথমে নিরবতা।

'কি খবর, জেমস?' নিরবতা ভাঙল বেনন।

'ওরা মার্টিনকে মেরে ফেলেছে!' থমকানো গলায় বলল লিউইস। গ্লাভ পরা হাতটা আনমনে ডলছে পিস্তলের বাঁটে। 'গোলাগুলির সময় আমি ছিলাম না, নাহলে ওকে সাহায্য করতে পারতাম।...ব্ল্যাকজ্যাক তোমাকে খুঁজছে। তোমার পরিচয় জানে ও। তোমাকে না পেয়ে মার্টিনকে খুন করেছে।'

'শুনেছি,' গম্ভীর স্বরে বলল বেনন। ভ্রূ কুঁচকে গেল। 'মার্টিন তোমার ওপর ভরসা করেছিল। কোথায় ছিলে তুমি?'

বিস্ময় কেটে গেছে লিউইসের। বেননের চোখে তাকাতে অস্বস্তি হচ্ছে না। শ্রাগ করল। 'আমি হোটেলে ফিরে গিয়েছিলাম। ব্ল্যাকজ্যাক এত জলদি শহরে ফিরবে সেটা ভাবিনি।' কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বলল। 'দূরে সরে থাকতে পারত হেড। যেচে পড়ে বিপদ ডেকে এনেছে সে।'

'বিপদের মোকাবিলা করা ওর দায়িত্ব ছিল,' লিউইসকে মনে করিয়ে দিল গম্ভীর বেনন। 'মার্শালের ব্যাজ পরার পরপরই ব্ল্যাকজ্যাকের মুখোমুখি হওয়া কর্তব্য ছিল। নিজের দায়িত্ব সাধ্য মতো পালন করেছে মার্টিন।'

টিটকারির হাসি হাসল লিউইস। 'সেক্ষেত্রে বলতে হয় কাজটা নেয়া তার উচিত হয়নি। ভাল করেই সে জানত ব্ল্যাকজ্যাকের মুখোমুখি হবার মতো ফাস্ট সে না।'

'সাধ্য মতো চেষ্টা করেছে ও।' বেননের কথাটা ধমকের মতো শোনাল।

'চেষ্টা করতে গিয়ে খুন হয়েছে।' তীক্ষ্ণ সরে বলল লিউইস। 'ব্ল্যাকজ্যাকের মোকাবিলা করা তো তোমারও দায়িত্ব, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমারও দায়িত্ব।' যুবককে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল বেনন। 'তুমি বলেছিলে প্রতিশোধ নিতে চাও। জন ওয়েন তোমার ভাই ছিল। ভাইয়ের হত্যার বদলা নেবার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যে দেখেছিলাম সেটা কি এখনও আছে?'

'আছে!' ঠোঁট বাঁকা করল লিউইস। 'কিন্তু কাজটা আমি আমার পদ্ধতিতে সারব। মাথা গরম করে ব্ল্যাকজ্যাকের মুখোমুখি হবার কোন মানে নেই। আমি পিস্তলে অত দ্রুত নই। প্রতিশোধ নেবার পাশাপাশি বেঁচে থাকার ইচ্ছেও কম নেই আমার। তোমার আর আমার পদ্ধতি মিলবে না।'

'তাহলে লেজ গুটিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ো,' থমথমে গলায় বলল বেনন। 'মার্টিন হেডের অসমাপ্ত কাজটা আমিই শেষ করব।' দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

'কোথায় যাচ্ছ?' তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল লিউইস।

'ব্রিজ পার হয়ে নতুন শহরে। ব্ল্যাকজ্যাক আমাকে খুঁজছে। তাকে আর দেরি করিয়ে দেব না। আমি নিজেই যাচ্ছি ওকে খুঁজে বের করতে।'

অদ্ভুত একটা আলো জ্বলে উঠল লিউইসের চোখে। কিসের যেন হিসাব মেলাল মনে মনে। আগে হোক পরে হোক ঝুঁকিটা নিতেই হবে। মুখ খুলল এবার। 'আমি বলেছিলাম তোমাকে সাহায্য করব। মত পাল্টাইনি আমি। তুমি তো আর মার্টিন হেড নও। যদি কেউ ব্ল্যাকজ্যাককে হারাতে পারে তো সে তুমি।'

'ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল বেনন।

'আমিও তোমার সঙ্গে আসছি,' সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিল লিউইস। বেননের জরিপের সামনে আড়ষ্ট বোধ করছে সে। বেনন

চুপ করে তাকিয়ে আছে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

ডেস্কের পেছনে চলে এলো বেনন। ড্রয়ার খুলল। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। ডেপুটির ব্যাজ। ব্যাজটা লিউইসের দিকে বাড়িয়ে দিল ও। বলল, 'কাজটা আইনসঙ্গত ভাবেই সারব আমরা। ব্যাজ পরে মারা গিয়েছিল মার্টিন হেড। আশা করছি তোমার ভাগ্যটা তার চেয়ে ভাল হবে।'

অদ্ভুত একটা খেলনার দিকে বাচ্চারা যেভাবে তাকায় সেভাবে ব্যাজটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল লিউইস। ঠোঁটের কোণে হাসল। পরিস্থিতিটা হাস্যকর মনে হচ্ছে তার কাছে। আইনের ব্যাজ পরে গানফাইটারদের সঙ্গে গোলাগুলি করবে সে!

কোটের বুকে ব্যাজটা গেঁথে নিল লিউইস। মার্টিন হেডের প্রতি সম্মান দেখাতে নিজে মার্শালের ব্যাজ পরল বেনন। আড়ষ্ট গলায় বলল, 'চলো আজ রাতের আগেই অনেক কাজ সারতে হবে আমাকে।'

শেরিফের অফিসের সামনে মেলভিল আর কার্লসনের নেতৃত্বে ছোটখাট একটা জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন নিরীহ শহরবাসী। বেনন আর লিউইস ল অফিস থেকে বের হতেই এগিয়ে এলো কার্লসন দু'কদম। বেননের বুকে আঁটা ব্যাজটা আঙুল তুলে দেখাল সে। 'কি ব্যাপার, মস্করা করছ তোমরা?'

মাথা নাড়ল গম্ভীর বেনন। 'না, মস্করা নয়। আগে বলা সম্ভব ছিল না। আসলে আমি এসেছি ইউ এস মার্শাল অফিস থেকে। আমাকে পাঠিয়েছে ওরা অন্য কাজে। কিন্তু সেকাজ আর এই এখন যে কাজ করতে যাচ্ছি দুটোর মধ্যে সম্পর্ক আছে।'

'বেনন! রক বেনন!' বিড়বিড় করল কার্লসন। তারপর গলা চড়ে গেল তার। 'তাই তো বলি নামটা পরিচিত লাগছিল কেন!

শেরিফ জন ওয়েনের মুখে শুনেছি তোমার নাম।' লিউইসকে দেখাল সে। 'এ-ও কি ইউ এস মার্শালের অফিস থেকে এসেছে?'

'না। ও আমার সঙ্গে আছে। ব্যাজগুলো ব্যবহার করতে পারি তো?'

'অবশ্যই!' খুশি দেখাল কার্লসনকে। ভাবছে এবার শহরে জেঁকে বসা সমস্যার একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

এক পাশে সরে এগোবার পথ করে দিল সে। স্পিডির পিঠে উঠল বেনন। ওর দেখাদেখি নিজের স্যাডলে চাপল লিউইস।

'যাচ্ছ কোথায়?' পেছন থেকে জানতে চাইল কার্লসন।

'গে ডগ সেলুনে। ওখানে ব্ল্যাকজ্যাক থাকে শুনেছি।'

পাশাপাশি এগোচ্ছে লিউইস আর বেননের ঘোড়া। পায়ে হেঁটে তাদের পিছু পিছু চলল সবাই। বুঝতে বাকি নেই কারও, ফুলটনের ভাগ্য আজ নির্ধারণ হয়ে যাবে।

'গে ডগ সেলুনের নামটাই শুধু গে আনন্দের লেশমাত্র নেই সেলুনটায়। সস্তা মদ বেচা হয়। তাস খেলোয়াড়দের জন্যে কয়েকটা টেবিল ফেলা আছে অযত্নে। ব্যস, এ-ই সেলুন। দু'পাশের বাড়িগুলো খালি। রেলরোডের সঙ্গে সঙ্গে ভালমানুষ যারা বুক ভরা আশা নিয়ে এসেছিল, শেরিফ ওয়েন মারা যাবার পর বাজে লোকদের জ্বালাতনে টিকতে না পেরে নতুন শহর ছেড়ে চলে গেছে তারা।

টেবিলে ঝুঁকে সলিটেয়ার খেলছিল ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ, এমন সময়ে সেলুনে ঢুকল রেড স্লেটার। তাগাদার পরিবেশ সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে। লেফ আর বিব্‌স্‌কে পাশ কাটিয়ে ব্ল্যাকজ্যাকের পাশে দাঁড়াল।

'তুমি যা বলেছিল ঠিক তাই হয়েছে। ব্রিজ পার হয়ে আসছে

বেনন।'

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা দোলাল ব্ল্যাকজ্যাক। কালো জ্যাকটা আস্তে করে বসাল লাল কুইনের তলায়, তারপর হাতের তাস রেখে দিয়ে আস্তে ধীরে টেবিল ছেড়ে উঠল। ভাব দেখে মনে হলো একটু পর এসে আবার খেলা শুরু করবে।

'একবার নাম হয়ে গেলে তাকে খোঁচাও,' বলল সে নিচু স্বরে, 'তাকে আসতেই হবে নিজের নাম রক্ষা করতে।' গানবেল্ট ঠিক করল। সঙ্গীদের চোখের ইশারায় দরজা দেখাল। 'আর্টের ঘরটা রক্তে ভরার কোন দরকার নেই। বাইরে চলো সবাই।'

ব্ল্যাকজ্যাকের পিছু নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল লেফ, বিব্‌স্ আর রেড স্লেটার।

সিঁড়ির শেষ ধাপে থামল ব্ল্যাকজ্যাক। ব্রিজের দিকে তাকাল। ব্রিজ পার হয়ে এগিয়ে আসছে দু'জন অশ্বারোহী। বেনন আর লিউইস। তাদের পেছনে দল বেঁধে হেঁটে আসছে বেশ কয়েকজন লোক। দর্শক ওরা। দেখতে চায় কি ঘটে।

রক বেননের নাম আছে পিস্তলবাজ হিসেবে। তাকে ছোট করে দেখার কোন উপায় নেই। ছোট করে দেখছে না ব্ল্যাকজ্যাক। তবে নিজের ওপর বিশ্বাস আছে তার। জানে কতটা কি করতে পারে ও সিক্সগান দিয়ে। এই মুহূর্তে খেয়াল করল, বেননের ওপর কোন রাগ নেই তার। রুবকে বেনন খুন করেছে। বেননকে সে এখন শেষ করে দেবে। চুকে গেল হিসাব।

পেছন থেকে লেফ জিজ্ঞেস করল, 'বেননের সঙ্গের জোকারটা কে, বস্?

চোখ সরু করে দেখল ব্ল্যাকজ্যাক। কাঁধ ঝাঁকাল। 'চিনি না। তোমরা ওকে সামলাও, আমি বেননকে নেব।'

রাস্তায় নামল সে। তার দু'পাশে ছড়িয়ে অবস্থান নিল তিন

সঙ্গী।

একশো গজ দূরে আছে দুই অশ্বারোহী। ওখানেই মারা গেছে মার্টিন হেড। স্পিডিকে থামিয়ে নেমে পড়ল বেনন। তার পাশে দাঁড়াল লিউইস। কোন কথা হলো না দু'জনের। বলার মতো কিছু নেই। এখন কি ঘটবে সেটা ওরা দু'জনই জানে।

দু'পক্ষ ধীর পায়ে পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে। তাদের মাঝখানে ছোট ছোট ডোবায় শতরঙা ঝিলিক দিচ্ছে সূর্য।

অন্যদের চেয়ে সামান্য এগিয়ে আছে ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে। ভ্রূ কুঁচকে বেননের হাতের দিকে, পূর্ণ মনোযোগ দিল সে।

গানফাইট ব্ল্যাকজ্যাকের কাছে কিছুই নয়। এরকম অন্তত একশোবার গানফাইট করেছে সে।

ধীর পায়ে হাঁটছে বেনন। ও জানে, ব্ল্যাকজ্যাক স্মিথ অত্যন্ত চালু চাক্কা। কতটা চালু সেটা একটু পরই বোঝা যাবে। অনিশ্চয়তা, ভয় বা গর্ব কোনটাই অনুভব করছে না ও। শুধু তিক্ত মনে ভাবছে, যা ঘটার তাড়াতাড়ি ঘটুক।

দূরত্ব পঞ্চাশ গজে নেমে আসতে ব্ল্যাকজ্যাক একটু সিধে হলো। ওটাই সঙ্কেত!

ড্র করল বেনন। বুকে পরপর দুটো ধাক্কা খেল ব্ল্যাকজ্যাক। একটা গুলি করল সে। বেননের কাঁধের ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট।

ঝাঁকি খেয়ে থমকে দাঁড়াল ব্ল্যাকজ্যাক। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিস্ময়ের ছাপ পড়ল বিস্ফারিত দু'চোখে। এক পা সামনে বাড়ল। আঙুলের চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে গেল। পায়ের কাছে কাদায় মাথা খুঁড়ল বুলেট। ধপাস করে কাদায় পড়ে গেল ব্ল্যাকজ্যাক।

লিউইস আর তার প্রতিপক্ষ, দুই দলই দ্বিধায় ভুগছিল। ব্ল্যাকজ্যাক পড়ে যেতেই সচেতন হয়ে উঠল তারা। এবার যার যার অস্ত্রে ছোবল মারল তাদের হাত। বেননের তৃতীয় গুলিতে আধপাক ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল রেড স্লেটার। হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেছে তার। লিউইসের গুলি বুকে নিয়ে চিত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল লেফ। মারাত্মক আহত। বাঁচবে না। সবার চেয়ে ধীর বিব্‌স্। এখনও অস্ত্র বের করতে পারেনি সে। অস্ত্রের বাঁটে হাত ছুঁইয়েছে শুধু। সঙ্গীদের পরিণতি দেখে মাথার ওপর হাত তুলে বিবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বিব্‌স্।

রাস্তায় জমা পানি রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডে শেষ হয়ে গেল এতবড় একটা গানফাইট!

কুঁজো হয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে লিউইস। অস্ত্রের নল থেকে এখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে। বিস্ফারিত চোখে পরাজিত প্রতিপক্ষকে দেখছে। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে। বেননের দিকে ফিরে দেখল অস্ত্র খাপে পোরেনি বেনন বেননের অস্ত্রটা আলগা ভাবে হাতে ধরা। নলটা তাক হয়ে আছে ওরই দিকে!

বেননের চেহারায় কোন অনুভূতির ছাপ দেখল না লিউইস। সহজ হবার জন্যে বলল, শেষ পর্যন্ত তোমাকে খুঁজে পেল ব্ল্যাকজ্যাক!'

অস্ত্র খাপে পুরল সে। যেন ব্যাপারটা খেয়াল করেনি এমন একটা ভঙ্গিতে এতক্ষণে হোলস্টারে অস্ত্র পুরল বেনন।

'বাকি কাজটাও আমাকে শেষ করতে হবে, বলল গম্ভীর গলায়। 'তুমি কি আমার সঙ্গী হবে?'

হাসল লিউইস। সরু ঠোঁট প্রসারিত হলো। বিড়বিড় করে বলল, 'অবশ্যই হবো। আমাকে বেঁধে রেখেও খসাতে পারবে না তুমি, বেনন!'

ঘোড়ায় উঠে রাস্তায় দাঁড়ানো লোকগুলোকে পাশ কাটাল ওরা। কয়েকজন তাকাল ওদের দিকে, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। বিব্‌স্‌কে বেঁধে ফেলেছে অতি উৎসাহিত কয়েকজন। সেদিকেই বেশিরভাগের নজর।

আঠারো

পশ্চিমের টিলার মাথায় চড়ে বসেছে সূর্য। আকাশে কিছু সাদা মেঘ ছিল। এখন ওগুলোকে কমলা-গোলাপী দেখাচ্ছে। এগিয়ে চলেছে বেনন আর লিউইস। ওদের সামনে রুক্ষ অনুর্বর ভূমি আর পাথরে ভরা খাদ। বিশ মাইল দূরে টিলার গা কেটে পথ করেছে রেড ক্যানিয়ন।

ওদের সরাসরি সামনে একটা টিলা মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটার গায়ে এখানে ওখানে ঝোপঝাড় জন্মেছে। সরু একটা গালি টিলাটার গায়ে নখের আকৃতি নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে।

এই রিজেই পরী দেখেছিল বার্ট ফোলি। সময় হয়ে গেছে, সিদ্ধান্ত নিল বেনন। ওর সামান্য ইশারায় লিউইসের ঘোড়াটার গায়ে ধাক্কা দিল স্পিডি। লিউইস অপ্রস্তুত ছিল। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেননের হাতে বেরিয়ে এলো সিক্সগান। অস্ত্রটা লিউইসের বুকে তাক করল সে।

'কি হলো!' থমকানো গলায় বলল লিউইস। 'কি ব্যাপার!'

'চুপ!' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল বেনন। কাত হয়ে লিউইসের অস্ত্রটা হোলস্টার থেকে বের করে নিল। সিলিন্ডার খুলে গুলি বের করে রিভলভারটা আবার ফিরিয়ে দিল ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া গানম্যানের হাতে। স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বলল, 'ভিমরুলের চাকে হাত দেয়ার আগে গ্লাভ্‌স্ পরে নেয়া উচিত।'

রাগে বিকৃত চেহারায় বলল লিউইস, 'এখন কি কৌতুক করার সময়, বেনন!' কাঁপা কাঁপা গলা। 'ব্ল্যাকজ্যাকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় তোমার পাশে দাঁড়িয়েছি আমি।'

'তা দাঁড়িয়েছ,' সায় দিল বেনন। 'কোন খুঁত রাখোনি। কিন্তু আমি খেয়াল করেছি, ব্ল্যাকজ্যাকের সঙ্গে আমার গানফাইটের আগে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াওনি তুমি।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? কি যা-তা বলছ! ব্ল্যাকজ্যাক আমার ভাইকে খুন করেছে!'

'জন ওয়েনের কোন ভাই ছিল না,' লিউইসকে থামিয়ে দিল বেনন এক কথায়। 'আমি জানি না তুমি আসলে কে। মার্টিনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিলে সেটাও আমার জানা নেই। কিন্তু তুমি জন ওয়েনের ভাই নও!'

'তা হয়তো নই,' বিড়বিড় করল লিউইস। 'কিন্তু তাতে কি? জন ওয়েনের ভাই না হতে পারি, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগও তো নেই। মিথ্যে পরিচয় অনেকেই দেয়। আমিও দিয়েছি। শহরের অন্তত বিশজন বলবে যে ব্ল্যাকজ্যাকের বিরুদ্ধে তোমাকে আমি সহায়তা করেছি।'

লিউইসের গ্লাভ পরা হাতের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো বেননের। 'গ্লাভটা খোলো দেখি!'

'কেন!'

'আমার ধারণা ভিকি কেয়ার্নসকে তুমিই খুন করেছ।'

আগুন জ্বলে উঠল লিউইসের চোখে। 'ওই খুনের সঙ্গে কোন ভাবেই আমাকে জড়াতে পারবে না।'

হ্যামার ওঠাল বেনন সিক্সগানের। 'আরও অনেক অভিযোগই আছে তোমার নামে। সেসব নিয়ে আমি এখন কথা বলছি না। যা বলছি করো। গ্লাভটা খোলো।'

দাঁতে দাঁত চাপল লিউইস। কিন্তু নির্দেশটাও মানল। বেনন দেখল তালুর উল্টোপিঠে পরিষ্কার খামচির দাগ। মরার আগে খামচি দিয়েছিল ভিকি কেয়ার্নস।

'সে রাতে তুমি মার্টিন হেডকে বলেছিলে বাতাস খেতে বাইরে গেছ। কিন্তু তখন তুমি ছিলে ভিকি কেয়ার্নসের বেডরুমে। আমার আর মহিলার আলাপ শোনো তুমি। ঢুকেছিলে জানালা গলে। খুন করে বেরও হও ওই একই পথে।'

'জাহান্নামে যাও!' হিসিয়ে উঠল লিউইস।

'বাড়াবাড়ি করলে ওখানে তুমি যাবে, বন্ধু!' সাবধান করে আবার শুরু করল বেনন। 'কাল বিকেলেও মার্টিন হেডকে কোন সাহায্য করোনি তুমি। আমার পিছু নিয়েছিলে। রেল স্টেশনে যাও। সেখান থেকে ফোলির কেবিনে।'

'প্রমাণ করতে পারবে না তুমি!' উন্মাদ কুকুরের মতো দাঁত বের করে বলল লিউইন।

'সে দেখা যাবে সময় এলে।' অস্ত্র দিয়ে সামনের রিজটা দেখাল বেনন 'আমরা ইন্ডিয়ান ট্যাঙ্কে যাচ্ছি তোমার বসের সঙ্গে দেখা করতে। ওখানে কোথাও একটা বাড়িতে আছে সে। রিজ পার হবার সময় আমার দিকে ফাঁকা পিস্তলটা ধরে রাখবে তুমি। যদি বেচাল দেখি তো খুন করে ফেলব তোমাকে আমি নির্দ্বিধায়। মনে রেখো, সাপ মারতে দ্বিধা করে না কেউ।'

শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটল লিউইস। 'সুযোগ না দিয়েই

গুলি করবে তুমি আমাকে?'

'প্রয়োজন হলে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই দেখলে। আমি ভুলিনি, একজন বয়স্কা মহিলাকে শ্বাস রুদ্ধ করে মেরেছ তুমি। বার্ট ফোলি আর তার বন্ধুকেও কোন সুযোগ দাওনি। তোমাকে খুন করতে পারলে মানুষের একটা উপকার করা হয়।'

দয়া-মায়া লিউইসের নেই। অন্যকেও সে সেভাবেই বিচার করে। বেননের কথা বিশ্বাস করল সে। স্যাডলে ঢিল হয়ে গেল তার শরীর। 'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার কথা মতোই কাজ হবে।'

সরু খাদটার ভেতরে ঢুকতেই প্রহরী দেখা গেল ওপরে। একজন হাফ ব্রিড। হাতে একটা রাইফেল।

ওপরদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল লিউইস। 'হোসে, আমি একজন বন্দি নিয়ে আসছি।'

হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বলল প্রহরী।

আঁকাবাঁকা খাদ ধরে সামনে চলল দু'জন। খাদটা শেষ হতেই বোলের মতো একটা উপত্যকায় হাজির হলো ওরা। চারপাশে পাথরের উঁচু উঁচু টিলা। এটাই ফোলির বলা সেই স্প্যানিশ ক্যাম্প। উপত্যকার শেষে অ্যাডোবির বাড়িঘর দেখা গেল। টিলার গায়ে অনেক গর্ত। ওগুলো মাইনের মুখ।

বড় বাড়িটার উঠানে চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটাকে কিছুদিন আগে বাসোপযোগী করে তোলা হয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে নতুন রং দেখে। চারজনের তিনজনই মহিলা। চতুর্থ জন ভারী আকৃতির এক প্রৌঢ়। বিরাট একটা সমব্রেরো তার মাথায়। বিব্রত একটা ভাব তার চেহারায়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তার কোটের পকেট থেকে বের হওয়া ঘড়ির সোনার চেইন ঝিকঝিক করে উঠল পড়ন্ত সূর্যের

আলোয়। অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছে তার ঠোঁটে ঝুলন্ত সিগার থেকে।

উঠানে ঢুকে ভদ্রলোকের পাঁচ ফুট আগে ঘোড়া থামাল বেনন আর লিউইস। লোকটাকে ছাড়িয়ে চলে গেল বেননের দৃষ্টি। মহিলাদের দিকে ওর নজর। হ্যাটে আঙুল ছুঁইয়ে সম্মান দেখাল।

'কি খবর, ক্রিস?' খুশি খুশি গলায় জানতে চাইল। 'বউ আর মেয়েকে খুঁজে পেয়েছ দেখছি!'

ঝাঁকি খেল লংনেকারের সিগার। কড়া চোখে লিউইসের দিকে চেয়ে আছে সে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে হেঁড়ে গলায় বলল, 'লিউইস, ওকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন!'

লিউইসের হাতের অস্ত্রটার দিকে তার নজর। বুঝতে চেষ্টা করছে ব্যাপারটা।

চুপ করে থাকল লিউইস। মুখটা একেবারেই অনুভূতি শূন্য। বেননকে দেখছে চোখ সরু করে।

'তাহলে ওর নাম লিউইস?' বিড়বিড় করল বেনন। ক্রিস লংনেকারের উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বলল, 'ও আমাকে এখানে নিয়ে আসেনি, লংনেকার। আমিই ওকে নিয়ে এসেছি।'

'কে তুমি?'

'রক বেনন। ইউ এস মার্শাল অফিস থেকে এসেছি।'

ঠোঁট থেকে সিগারটা পড়ে গেল লংনেকারের। এক পা পিছিয়ে গেল। চোখ বেননের পেছনে। দূরের একটা ঢাল বেয়ে নেমে আসছে হোসে। বাম হাতের ভাঁজে রাইফেল ধরে রেখেছে লোকটা।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল মধ্যবয়স্কা মহিলা। 'কি সমস্যা?' বেনন আন্দাজ করল এ ক্রিসের স্ত্রী।

'সমস্যা একটা দুইটা না, ম্যাম, অনেক সমস্যা,' বলল বেনন। 'পরে স্বামীর কাছে শুনো, সেটাই ভাল হবে। আমি এখানে এসেছি ওকে অস্টিনে নিয়ে যেতে। স্টকহোল্ডারদের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ওকে। কেন সে নিজের তৈরি রেলরোড নিজের হাতে ধ্বংস করছিল সেটা জানাতে হবে।'

কর্কশ স্বরে ফিসফিস করল লংনেকার। 'তুমি জানো!'

শ্রাগ করল বেনন। 'দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়েছি আমি। টেলিগ্রাফ পাবার পর সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ফোলি নামের এক মাইনার তোমার মেয়েকে দেখেছিল সাদা ঘোড়ার পিঠে। সবাইকে তুমি বলেছ তোমার স্ত্রী আর মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, তোমাকে হুমকি দিচ্ছে তারা রেলরোডের কাজ বন্ধ না করলে স্ত্রী কন্যাকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু ফোলির কথার সঙ্গে এসব মেলে না। ও যাকে দেখেছিল সে মুক্ত ছিল। বেড়াতে বের হয়েছিল

কাঁধ ঝুলে পড়ল লংনেকারের। 'আমি ভেবেছিলাম তোমাকে শেষ করা গেছে,' বলল হতাশ গলায়। 'লিউইস বলেছিল ও তোমাকে মেরে ফেলেছে।' স্ত্রীর চেহারায় আতঙ্কের ছাপ খেয়াল করল না লোকটা। 'ইউ এস মার্শাল অফিস থেকে যখন জানলাম তোমাকে ফুলটনে পাঠানো হচ্ছে তখন আমার আর কোন উপায় ছিল না চরম ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া। ব্ল্যাকজ্যাক কাজটা নাও পারতে পারে, সেজন্যে লিউইসকে আমি তোমার সঙ্গেই আসতে বলি। আমার হাতের সেরা তাস ছিল ও।'

'ক্রিস!' অবিশ্বাস মাখা স্বরে কোনমতে বলতে পারল ভদ্রমহিলা। 'কি বলছ তুমি এসব? আমাকে তুমি বলেছ কারা যেন হুমকি দিচ্ছে আমাদের কিডন্যাপ করবে, তাই আমাদের এখানে

লুকিয়ে থাকা আপাতত নিরাপদ! বলেছিলে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে আমরা এখানে থাকব। রেলরোডের ঝামেলা মিটে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারছি না…'

'সব ঠিকই থাকত,' কর্কশ গলায় বলল লংনেকার। 'আমি ভেবেছিলাম টাকা নিয়ে মেক্সিকো বা ব্রাজিলে চলে যাব। ওখানে টাকার জোরে ছোটখাট একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলব। কিছুই হলো না।

'আধমিলিয়ন ডলার!' বলল ফিসফিস করে। 'ডেজার্ট লাইন বন্ধ হয়ে গেলে স্টক হোল্ডারদের আধ মিলিয়ন ডলার আমার পকেটে চলে আসত!'

'কি করে! সবাই তো আর চোখ বুজে থাকত না। ঠিকই প্রশ্ন উঠত। পরিস্থিতি এত ঘোলা না করে, এত খুন জখমের পথে না গিয়ে এমনিতেই তো টাকা মেরে পালাতে পারতে তুমি।'

'পার্টনারদের সই ছাড়া শেয়ারহোল্ডারদের টাকা আমার হাতে আসত না।' মাথা নাড়ল লংনেকার। 'ট্র্যাক টাউনে আমি পাঁচগুণ লোক বেশি লাগিয়েছি। পার্টনারদের দেখিয়েছি পঁচিশগুণ লোক। পার্টনারদের সই নিয়ে বেতন তুলে নিয়েছি, অথচ মজুরদের দেইনি। ডাকাতি হয়েছে বেতন। সব এসেছে আমার পকেটে। জমির কেনার টাকা, বেতনের টাকা, সব আমার হয়ে যেত। ডেজার্ট লাইন শেষ হয়ে গেলে কেউ আমাকে দায়ী করতে পারত না। ব্ল্যাকজ্যাক মুখ খোলার আগেই শেষ করে দিতাম ওকে। একটা চিঠি লিখে রেখেছি। সবাই জানত রেললাইনের কাজে ব্যর্থ হয়ে নিঃস্ব আমি চলে গেছি হতাশ হয়ে। ব্ল্যাকজ্যাকের মৃত্যুর পর বউ আর বাচ্চা ফেরত পেয়েছি। কোথাও কোন অসুবিধে হতো না। দক্ষিণ আমেরিকার কোথায় গেছি তার হদিসও বের করতে

পারত না কেউ।'

নিষ্কম্প অনুত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করল বেনন, 'ভিকি কেয়ার্নস কি দোষ করেছিল?'

মাথা নাড়ল লংনেকার। 'না। ওকে আমি সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। মারতে চাইনি। লিউইস ঝুঁকি না নিয়ে ওকে মেরে ফেলেছে। আমি ওকে ভালবাসতাম।'

হঠাৎ করেই ঘোড়া ফিরিয়ে স্পিডিকে ঠেলা দিয়ে বসল লিউইস। এক টানে বুট থেকে বের করে আনল রাইফেলটা। ব্যারেল ঘোরাতে শুরু করল। ডান হাতে বোল্ট টেনে চেম্বারে গুলি ঢোকাচ্ছে। বাম হাতে উঁচু করছে ব্যারেল।

দ্বিধা না করে গুলি করল বেনন। এক গুলিতে কপালটা চৌচির হয়ে গেল লিউইসের। আস্তে করে স্যাডলে কাত হলো সে। পিছলে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। তার দেহের পতনে ধুলো উড়ল উঠানে।

আর্তচিৎকার জুড়ে দিল ক্রিসের স্ত্রী, কন্যা আর ইন্ডিয়ান কাজের মেয়ে।

কাছে চলে এসেছে হোসে। রাইফেলটা উঁচু করতে শুরু করেছে। তার ঘোড়ার পায়ের কাছে একটা গুলি করল বেনন।

'ক্রিস, মানা করো ওকে, নাহলে মরবে লোকটা!' সতর্ক করে দিল।

লংনেকার কিছু বলার আগেই জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে ফেলল হোসে। রাইফেলটা বুটে রেখে দিল। লিউইসের পরিণতি দেখেছে সে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস লংনেকার। মুখটা ফ্যাকাশে। ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলেছিল সে। হেরে গেছে শেষ দানে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তার স্ত্রী। খারাপ লেগে উঠল বেননের। মাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে মেয়ে। নিজেও কাঁদছে নিঃশব্দে।

জয় পরাজয় নির্ধারণ হয়ে গেছে। কোল্টটা হোলস্টারে রেখে দিল বেনন। নিচু, ক্লান্ত স্বরে বলল, 'অস্টিন অনেক দূরে, ক্রিস। আমার মনে হয় রওনা হওয়া দরকার আমাদের।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লংনেকার। আস্তে আস্তে মাথা দোলাল।

সমাপ্ত

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দুয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন।

মোঃ রুমানউজ্জামান
সদর উপজেলা, বাগেরহাট-৯৩০০

এইমাত্র 'জিন্দালাশ' বইটি শেষ করলাম। এক কথায় অপূর্ব।

একটা ঘটনা বলি। কিছুদিন আগে আমার মেজমামা আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। এখানে এসেই যাই যাই শুরু করলেন, এখানে নাকি তাঁর কিছুই ভাল লাগছে না। আমি টিপুদার একটা বই মামাকে পড়তে দিলাম। মামা বললেন, ওসব বাচ্চাদের বই আমি পড়ি না। তবু আমি জোর করে বইটি তাঁকে গছিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে মামা এসে বললেন, এত সুন্দর বই তুই কোথায় পেলিরে? আমাকে আর একটা বই দে। তারপর তো মামা আর যেতেই চান না। আমার কাছে হরর ক্লাবের বই যতগুলো ছিল সব পড়ে তবে গেলেন। তারপর থেকে নিয়মিত তাগাদা চলছে।

আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন: কিশোর হরর এত দেরি করে বের হয় কেন? আর একটা পরামর্শ: কাহিনীতে সব সদস্য থাকলে অনেক বেশি ভাল লাগে।

* তোমার প্রশ্ন ও পরামর্শ টিপুদাকে জানিয়ে দিলাম। আর তুমি যে একজন ভক্ত পাঠক (মেজমামা) তৈরি করেছ সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

পেলে চাক্‌মা

কোডা, ধানমন্ডি, ঢাকা।

অনেকদিন পর বেনন ও ব্যাগলের বইটি পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছি। কিন্তু বইটি পড়ে কেমন যেন পানসে লাগল। আজকাল কোনও ওয়েস্টার্নই আর টানছে না।

কাজি মাহবুব হোসেনের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, এরফান জেসাপ ও স্লোন পরিবারকে আবার ফিরিয়ে আনুন। আর কাজী মায়মুর হোসেনের কাছে অনুরোধ, বেনন ও স্যাম পেদ্রোকে নিয়ে অন্তত আর একটা বই লিখুন।

* আপনার অনুরোধ লেখকদের জানিয়ে দিলাম।

আশরাফুল আলম (টুটুল)

অনার্স (প্রথম বর্ষ), তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

এইমাত্র সর্বশেষ ওয়েস্টার্ন 'ক্যালিবার ·৪৫' শেষ করলাম। বইটা মোটামুটি লাগল। কাজীদা, লেখককে বলে কি রক বেননকে একটা প্রেয়সী যোগাড় করে দেয়া যায় না?

বইটির কাহিনীসংক্ষেপে গ্যারিক কিরবির পরিবর্তে ভুল করে লেখা হয়েছে নিক পেরিগো–তাই না?

জানতে পারলাম, 'অন্বেষা' বইটি 'প্রতিজ্ঞা' নামে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব 'অন্বেষা' নামে একটি ওয়েস্টার্ন সেবা থেকে প্রকাশ করুন। নামটি ওয়েস্টার্ন বইয়ের জন্যে চমৎকার হবে। ক্যালিবার ·৪৫-এর সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লব ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেবা'র দীর্ঘায়ু ও উন্নতি কামনা করছি।

* আমরাও আপনার দীর্ঘ, শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করছি।

…ঠিকই ধরেছেন, লেখক ভুলে গিয়েছিলেন যে প্রচ্ছদে আগেই নামটা নিক পেরিগো ছাপা হয়ে গেছে। যখন ভুল ধরা পড়ল, তখন আর কিছু করার নেই। …অন্বেষা নামটি আমারও পছন্দ।

ইমা

ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

আমি সেবা'র অনেক পুরনো পাঠিকা। মাসুদ রানা ও তিন গোয়েন্দার ভক্ত। সোহানাকে পাচ্ছি না অনেকদিন। আশাকরি আপনি কিছুদিনের মধ্যেই ওকে খুঁজে পাবেন।

* পেয়ে গেছি অলরেডি। আবার আসবে ও মাঝে মাঝেই।

রাইয়ান মাহমুদ মুন

মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

'সেয়ানে সেয়ানে' বইটি ভাল লাগল। ধন্যবাদ গোলাম মাওলা নঈমকে এই নিয়ে মোট ৫টি ভাল বই উপহার দেয়ার জন্য। যদিও সমাপ্তিটা অপ্রত্যাশিত ও অন্য ধরনের, তবু বইটি ভালই। আর প্রচ্ছদ শিল্পী রণবীর আহমেদ রিপ্লব বরাবরের মতই সুন্দর প্রচ্ছদ করেছেন।

কাজি মাহবুব হোসেনের 'অ্যাপাচি চীফ' একটুও ভাল লাগেনি আর আপনার 'অগ্নিশপথ' (রিপ্রিন্ট) লেগেছে গড়পড়তা।

অনেকদিন ধরে পিশাচ কাহিনী পাচ্ছি না। প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি করুন। আর 'ড্রাগস', 'অবসর বিনোদন' ও 'বিদেশ যাত্রা' এই তিনটি উপন্যাসের রিপ্রিন্ট চাই।

* ভেবে দেখব।…'আবার অশুভ সঙ্কেত' এতদিনে পেয়ে গেছেন আশা করি।

জহির,

নিউ পল্টন, ঢাকা।

আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স্ স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। সেবার সাথে আমার পরিচয় হয় মাত্র ২ বছর আগে। কিন্তু এরই মধ্যে আমি 'তিন গোয়েন্দা'কে অসম্ভব ভালবেসে ফেলেছি। এ পর্যন্ত আমি ১৩৬টি বই পড়ে ফেলেছি। আমার পড়া এই সিরিজের প্রথম বই 'জিনার সেই

দ্বীপ'। আমার প্রিয় চরিত্র মুসা। সবাই বলে মুসা নাকি বেশি বেশি খায়, কিন্তু ও তো জোরালো ভূমিকাও পালন করে। ওকে সমালোচনা করলে আমার ভাল লাগে না।

* ঠিক বলেছ। আমারও না।

শারমিন আক্তার

সোনাপুর, সোনাগাজী, ফেনী।

রানার সঙ্গে আমার পরিচয় ৯৬ সালে 'মৃত্যুর প্রতিনিধি' দিয়ে। রানার ১২৯টি বই আমি সংগ্রহ করেছি, সবগুলোই আমার সংরক্ষণে আছে, আরও সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। তবে মাঝে মাঝে অনিয়মিত হয়ে পড়ি–এই সমস্যা। 'গুডবাই, রানা' আমার খুবই ভাল লেগেছে। আর 'শেষ চালে'র তো তুলনাই হয় না।

আমার একটি পুস্তক তালিকা দরকার।

* পাঠিয়ে দেয়া হলো। ...মাসুদ রানা ভাল লাগছে জেনে সুখী হলাম।

এনায়েতুল হাসান (রাসেল)

রাজের কলেজ রোড, মাদারীপুর।

একুশে টিভিতে ১১-৮-২০০০ তারিখে 'শিকার' নামে একটি নাটক দেখলাম। নাটকটি এককথায় অপূর্ব হয়েছে। তাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আপনার নামটি ছিল।

আমার প্রশ্ন, আপনি কি রকিব হাসান ভাইয়ের লেখা 'অপারেশন অ্যালিগেটর' নামক বই থেকে এই কাহিনীটি নিয়েছেন, নাকি অন্য কোন বই থেকে?

* নাটকটি তোমার ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম। একজনের অন্তত মতামত জানা গেল। ওটা এখনও দেখার সুযোগ হয়নি আমার। না, কাহিনীটি 'অপারেশন অ্যালিগেটার' থেকে নেয়া হয়নি। ওটা রিচার্ড কনেল-এর একটি ছোট গল্প–'দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস গেইম'-এর অনুবাদ; 'সবচেয়ে বিপজ্জনক শিকার' নামে প্রকাশিত হয়েছিল 'ছয় রোমাঞ্চ' বইয়ে ১৯৬৭ সালে।